2167

পূর্ণব্রহ্ম রাম
ও
রামনাম-মহিমা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

॥ শ্রীরামঃ শরণং মম ॥
॥ শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম ॥

করে চ দণ্ডঃ শোভিত কমণ্ডলুঃ,
তং কর্ণধারং শ্রীগুরুর্মানতোস্মি।

LIBRARY
No. 9/217A
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

প্রকাশক—শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
সেবক—শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত
পাহাড়ীপুর, মেদিনীপুর।

মূল্য এক টাকা চারি আনা

প্রথম সংস্করণ।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দি নিউ সুলভ প্রেস, মেদিনীপুর হইতে মুদ্রিত।

9/217A

পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ম্
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্ব্বদা।
সংসারামরভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকীজীবনম্
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্॥

শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
প্রণীত।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিবেদন	।০—।৶০
সর্ব্বেশ্বর রাম তৃতীয়োচ্ছ্বাস	১—৪৬
রামোপাসনা—চতুর্থোচ্ছ্বাস	৪৭—৬৯
সগুণ ব্রহ্ম রাম—পঞ্চমোচ্ছ্বাস	৭০—৯৯
ভগবান্-একমেবাদ্বিতীয়ম্—ষষ্ঠোচ্ছ্বাস	১০০—১২১

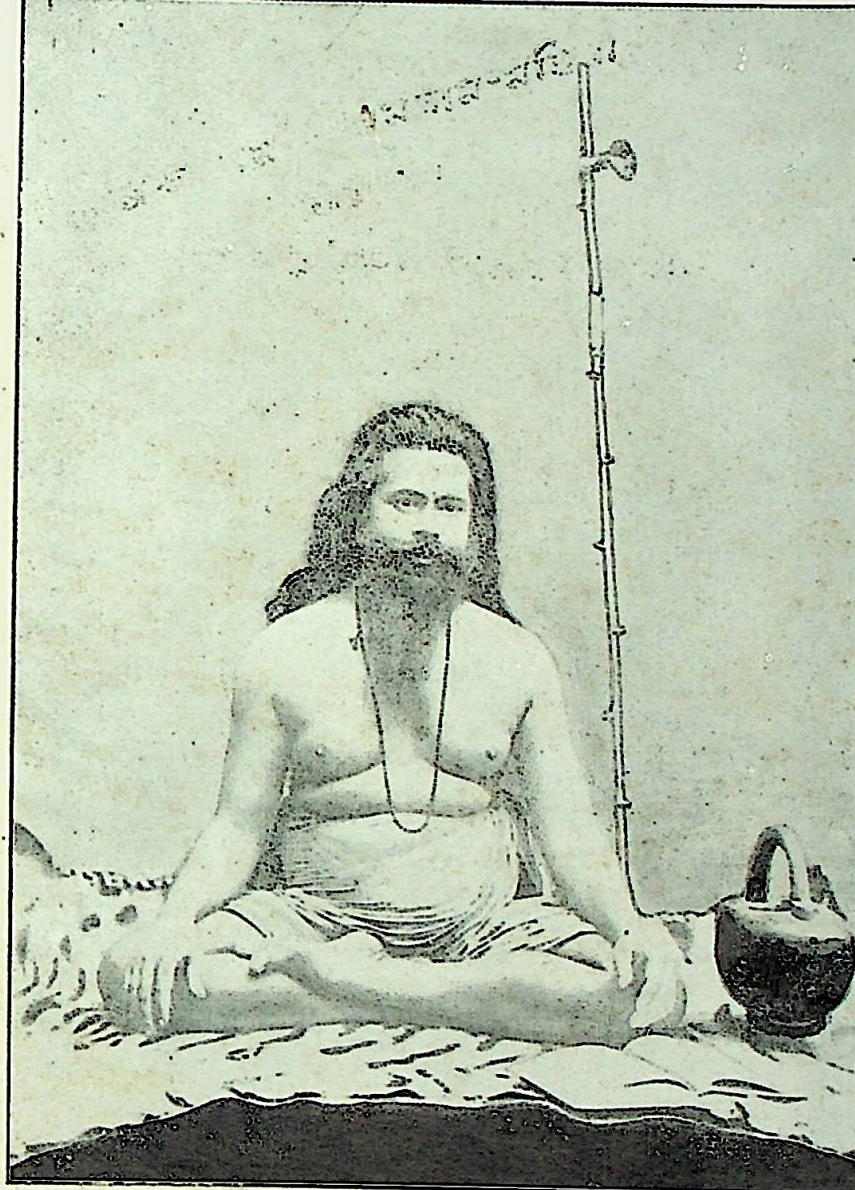

শ্রী১০৮পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য—

শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

9/217A

নিবেদন

পরম করুণাময় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রণীত 'পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ বিরাগ-রসিক নামৈক-সম্বল প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজ মৌনী অবস্থায় ওঙ্কারমঠ হইতে গত ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে একটি সারগর্ভ প্রস্তাবনায় লিখিয়াছিলেন,—"ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন সত্বর প্রকাশিত হইয়া পাপী, তাপী, নাস্তিক, আস্তিক, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সাধক, অসাধক, মূর্খ, বিদ্বান, নর, নারী সকলের হৃদয় তাঁহার প্রেমরসে আপ্লুত করুক, সকলে ধন্য হউক, মানব দেহ ধারণ সার্থক হউক।" শ্রীশ্রীঠাকুরের মৌন এখনও চলিতেছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি মুদ্রিত হওয়ার পর ওঙ্কারমঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রদান করিবার জন্য কিঙ্কর শ্রীগোবিন্দ ভাইজী মহারাজের বরাবর পাঠাইয়াছি। এই পুস্তক সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমত জানিতে পারিলে তাহা মুদ্রিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিবার বাসনা রহিল। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব রাম নামের অর্থ ও মহিমা, শ্রীগুরু মহিমা এবং পরম-তত্ত্ব-লাভের অধিকারী ও উপায় সম্বন্ধে যে সমস্ত পরম গুহ্য তত্ত্বকথা অতি সুন্দর ও মধুর ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন তাহা যাহাতে সত্বর মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় তজ্জন্য করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরটির ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় সজ্জন ভক্তমণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ লিখিত হওয়ার পর হইতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব ইহধাম ত্যাগ করিয়া প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য নিত্যধামে গমন করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি ইং ১৯৩৯।১৯৪০ সালে মেদিনীপুরে যখন শুভাগমন করিতেন সেই সময়ে মেদিনীপুরবাসী শিষ্য ও বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে যোগশাস্ত্র প্রদর্শিত সাধন-ক্রিয়া ও তৎফলে কিরূপে সমাধিলাভ হয় তাহা অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া দেন। একদিন শুধুমাত্র সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে কিরূপে সমাধি-দশা লাভ হয় তাহাও অনুষ্ঠান করিয়া সকলকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন। সেই সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম যে যদি কেহ তাঁহার হস্তে সুতা বাঁধিয়া দূরে বসিয়া সুতার অপর প্রান্ত স্বীয় কর্ণের নিকট স্থাপন করেন তবে পরম পূজ্যপাদের শরীরাভ্যন্তরে যে শ্রীভগবন্নাম ধ্বনিত হইতেছে তাহা স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইবে। পূজ্যপাদ বলেন যে তিনি হিমালয়ে অবস্থিত এমন একজন সাধু মহাত্মাকে জানেন যাঁহার প্রণব সাধনকালে বহির্জগতে এক মাইল দূর হইতে মধুর নাদ ধ্বনি স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

আর্ত্তজীবের কাতর প্রার্থনায় করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুদেব লোককল্যাণের নিমিত্ত যোগবলে বহু অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া বহু তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দিতেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যখন যে স্থানে তিনি অবস্থান করিতেন, সেইখানে সাধু মহাত্মাগণের সমাগম হইলে তিনি শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধন-প্রসঙ্গ দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। কয়েক স্থানে অশরীরী আত্মারা তাঁহার নিকট বন্ধন-দশা হইতে মুক্তিদানের জন্য প্রার্থনা জানাইলে তিনি গৃহস্বামীকে বলিয়া বিশেষ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার দ্বারা সেই সেই

আত্মার মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়-ভুক্ত সর্ব্বত্যাগী দণ্ডি-সন্ন্যাসী ছিলেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইত। পরমহংস অবস্থায়ও তিনি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেন ও সকলকে চলিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেন। দেশবিশ্রুত বহুদর্শী পণ্ডিত ৺মদনমোহন মালব্যজী পূজ্যপাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও যোগসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং তিনি টিহিরী গাড়োয়াল রাজ্যের অধিপতিকে বলিয়া গঙ্গোত্তরীতে পূজ্যপাদের গুফা নির্ম্মাণের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া দেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা তনুখানি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত ছিল। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির্ম্ময় কলেবরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পূজ্যপাদ বলিতেন,—"এই শরীরে এখন এত বিভূতি আসিয়া গিয়াছে যে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। কাহারও দুঃখ-কষ্ট বিন্দুমাত্র সহ্য হয় না। ইচ্ছামাত্রেই এখনি বহু স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, মঠ ও মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে;—কিন্তু, তাহার কোনও প্রয়োজন নাই।"

প্রায় পঁয়ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বেকার কথা আমাদের প্রিয় গুরুভ্রাতা পাহাড়ীপুর নিবাসী শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত সংসারের নানা দৈবদুর্ব্বিপাকে প্রপীড়িত হইয়া ৺কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণ দর্শনে গমন করেন। তথায় পবিত্র গঙ্গাতীরে একজন বর্ষীয়ান্ সাধু মহাত্মার নিকট শরণাগত হইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলে সেই মহাত্মা বলেন,—"তোমার এখনও সময় হয় নাই। তবে অল্পকাল মধ্যেই তোমার শ্রীগুরুলাভ হইবে।" মানসিক শান্তি লাভের আশায় পরেশ

ভাইজী অত্যল্পকাল মধ্যে ৺পুরীধামে রওনা হন এবং ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিতে পান দূর হইতে একটি গৌরবর্ণ তপঃক্লিষ্ট মৌনী সাধু তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। তিনি সেই মৌনী সাধুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়াই বুঝিলেন ইনিই তাঁহার জীবন-তরীর বাঞ্ছিততম কর্ণধার এবং সেবকরূপে তাঁহার শ্রীচরণে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদন করিয়া জন্ম সার্থক ও জীবন ধন্য হইল বলিয়া অনুভব করিলেন। ইনিই প্রথম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজকে মৌনী অবস্থায় মেদিনীপুর সহরে স্বীয় বাসভবনে আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে দর্শন জন্য তখন বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। পূজ্যপাদের কাশ্মীরে ও ৺পুরীধামে অবস্থানের নানা আনন্দপূর্ণ বিবরণ আমরা এই সেবক গুরুভ্রাতার নিকট হইতে জানিতে পারি। ৺পুরীধামে অবস্থানকালে শ্রীগুরুজী মহারাজ গো-সেবার অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি সমুদ্রতীরে গমন করিলে চতুর্দ্দিক হইতে গরুর পাল আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত এবং সেইদিন যত ঘাস পাওয়া যাইত তাহা সেবককে খরিদ করিবার আদেশ দিতেন ও স্বহস্তে গরুগুলিকে যত্ন সহকারে খাওয়াইয়া দিতেন। পুরীর বানরগুলিও তাঁহার নিকট আসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিত। সমুদ্রে পয়সা ছুড়িয়া দিয়া পূজ্যপাদ ছুলিয়াদের সহিত বালকের ন্যায় আনন্দে মাতিয়া যাইতেন। আবার সময়ে সময়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া স্থির গম্ভীর হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব বিশেষ সমাদরের সহিত অতিথি ও সাধু মহাত্মাগণের সেবা করিতেন। প্রয়োজন হইলে নিজেই স্বহস্ত পাক করত সুমধুর ভোজ্যবস্তু দ্বারা সাধু মহাত্মাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন।

ভারতবর্ষে নানারোগের প্রকোপে বহু প্রাণহানি হইয়া থাকে। করাল-বদনা মহামারি রাক্ষসী করাল-বদন-ব্যাদন করিয়া যখন অসংখ্য লোক গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিত তখন তাহার করাল কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুদেব নির্দ্দেশ দিতেন,—"হরিনাম-সংকীর্ত্তন, প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নিদেবের আরাধনা এবং অহর্নিশ অর্থাৎ দিবারাত্রি উপবাস কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অচিরাৎ সর্ব্বাপদ শান্তি হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যদ্দুরাপং ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং তপসো ভবেৎ।
ঐশ্বর্য্যমৃষয়ঃ প্রাপ্তাস্তপসৈব ন সংশয়ঃ॥"

মাদৃশ অবিদ্যান্ধ মূঢ় সেবকাধমের চিত্তের মালিন্যতা ও শাস্ত্রানভিজ্ঞতাহেতু এবং নানা অনিবার্য্যকারণবশত এই পুস্তকে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটী রহিয়া গেল তাহা উদার হৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও ভক্ত পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করিয়া এই গ্রন্থটি আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে শাস্ত্র-সাগর মন্থনোত্থিত অপূর্ব্ব সুধাসিক্ত অমৃতময়ী ভাবধারায় অবগাহনপূর্ব্বক তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া পরিশেষে যে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে কোনও সংশয় নাই। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া এই নিবেদন সমাপ্ত করিতেছি—

জয় দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ শ্রেষ্ঠ যোগী শিবাবতার।
মেদিনী-মাতার গৌরব তুমি লহ প্রণাম নমস্কার॥

গলে অক্ষমালা ভবভয়হারি দুই করে দণ্ডকমণ্ডলুধারী,
শিরে শোভে জটা অঙ্গে-জ্যোতিমাখা বদন-চন্দ্রিমা ত্রিতাপ-নিবারী।
জীবের দুঃখে হ'য়ে কাতর আসিলে মর্ত্ত্যে ওহে পরাৎপর,
দানিলে কর্ণে অভয় মন্ত্র ভুলি ভেদাভেদ আপন পর।

তুমি পরহিতব্রতী শুদ্ধচিত্ত ত্রিকালজ্ঞ কর্ম্মবীর,
স্বরূপ-নিষ্ঠ পরিতুষ্টমনা পরমহংস নম্র-ধীর।

সাধন-বিহীন দীন অভাজন দ্বিদল-পদ্মে করি আবাহন,
কৃপা করি তুমি কর অধিষ্ঠান প্রণমি তোমায় গুরু-কর্ণধার।

১৩৬৩ বঙ্গাব্দ
পৌষী-পূর্ণিমা তিথি,
মাণিকপুর, মেদিনীপুর।

চির-সেবক,—চির-কিঙ্কর—
শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা।

—:০:—

তৃতীয়োচ্ছ্বাস।

সর্ব্বেশ্বর রাম।

নিরবধিসুখমিন্দিবরাকটাক্ষং;
ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্ম্মুখাদিদুঃখম্।
নরবরমনিশং নতোঽস্মি রামং,
বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্॥

হে সর্ব্বেশ্বর! হে সর্ব্বরূপ! হে সর্ব্ব-স্বরূপ রাম! তোমা হইতে কি মুক্তাত্মা, কি বদ্ধাত্মা যাবতীয় মনুষ্য, কেবল মনুষ্য নহে;—পশু-পক্ষী—কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম যাবন্ত জীবকুল নিত্য সুখলাভ

করিতে পারে এবং তুমি জগজ্জননী জগন্মোহিনী বিষ্ণুমায়া হ্লাদিনী-শক্তি কমলাদেবীর একমাত্র আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত আয়ত-গভীর গৌরবোজ্জল-কটাক্ষস্থান; চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ উজ্জ্বল-সম্মোহন পরম-সমুজ্জ্বল ব্রহ্মসুখানুভূতি-মগ্নারাধ্য সত্যলোকে, মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গলোকের অধীশ্বর দেবরাজ ইন্দ্রপ্রমুখ তেত্রিশকোটি দেবগণ তোমার শরণাপন্ন হইয়া, অসীম অনন্ত পর্ব্বতাকার দুঃখরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন; সেই মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডোদ্দীপ্ত-সমপ্রভ শ্রেষ্ঠ সুন্দর ধনুর্ব্বাণধারী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান মুক্তির সোপান সুঠাম-সুন্দর উজ্জ্বল-সম্মোহন মানবদেহধারী মায়া-মনুষ্য-রূপী নরাকৃতি বরপ্রদ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে সতত প্রণাম করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবানের, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য চির-সুখ-শান্তিময় নিত্যধাম হইতে, পাপবিদ্ধ অসুখকর মৃত্যুর আকর মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া, মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, অনিত্য অসার জড়পিণ্ড বিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক মানব-দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি?

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্।

ন্যায়দর্শন। ১।১।২৪

যে কোন কর্ম্মই হউক, তাহার প্রয়োজন বিদিত হইতে না পারিলে, কেহই তাহা গ্রহণ করে না;—প্রয়োজন জানিতে পারিলে, তবেই লোকে উহাতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, প্রয়োজন-বোধই সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক কারণ। প্রয়োজন

কাহাকে বলে ? দর্শনাচার্য্য কহিয়াছেন,—'যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই প্রয়োজন।' পিপাসা-নিবৃত্তি হইবে বলিয়া, জীব সকল ভক্ষ-দ্রব্য ভোজন করে; অতএব, ভক্ষ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন। ঝড়, বাতাস ও উত্তাপাদি হইতে দেহ রক্ষা না করিলে, আমাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, সেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য গৃহ বাঁধিবার প্রয়োজন; গৃহের জন্য আবার ইট, মাটি, কাষ্ঠ, চূণাদি সংগ্রহের প্রয়োজন—ইত্যাদি। অতএব জানা গেল যে,

যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে তৎপ্রয়োজনম্। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ।

বাৎসায়নভাষ্য। ১।১।১

যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা প্রয়োজন। সুতরাং সমুদয় জীবই প্রয়োজন-বিশিষ্ট। কেন না, সর্ব্বজীবই কর্ম্ম করিয়া থাকে; কর্ম্মমাত্রেই প্রয়োজন। সকল বিদ্যা ও সকল কর্ম্মই প্রয়োজন-ব্যাপ্ত। প্রয়োজন—মানুষের চির-সহচর। প্রয়োজন বিরহিত মনুষ্য—হইতে পারে কল্পনার অতীত সে কোনও স্বর্গীয় সামগ্রী; কিন্তু এ মাটির মর্ত্ত্যভূমে সে মানুষ ত কই খুঁজিয়া পাই না। সংসারের যে দিকে দেখি, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই মূর্ত্তিমান্ প্রয়োজন বিরাজিত। কু-কার্য্যে যে প্রয়োজনের পূর্ণ প্রভাব, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। কুকার্য্যে প্রয়োজনের প্রভাব স্বতঃ-প্রমাণিত। কিন্তু, আবার কোন্ সৎকর্ম্মেই বা মানুষ প্রয়োজনশূন্য ? প্রয়োজন ভিন্ন মনুষ্যের কোন কর্ম্ম আছে বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি না।

মানুষের যে কোনও কর্ম্ম, যে কোনও কীর্ত্তি,—সকলই প্রয়োজনের পরিচায়ক নহে কি? মানুষ বিদ্যালাভ করে, জ্ঞান উপার্জ্জন করে,—সেও এক প্রয়োজনের পরিচায়ক। মানুষ যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে সৎ-কীর্ত্তি স্থাপন করে,—সেও এক প্রয়োজনের অন্তর্গত। ঐ যে অভ্রভেদী মন্দির-চূড়া, ঐ যে ব্যোমব্যাপী যজ্ঞধূম,—ঐ যে দিগন্ত-বিশ্রুত আকাশ-মুখরিত হরিনাম-সংকীর্ত্তন,—ঐ যে দ্বিতীয় দাতাকর্ণোচিত দান-শৌণ্ডিকতা, মানুষ কোন্ কর্ম্মে প্রয়োজন-বিরহিত? ঐ যে যোগী,—ঐ যে তপস্বী, কঠোর-তপঃ-সাধনায় প্রাণপাত করিতে বসিয়াছেন,—ইহার মধ্যেও প্রয়োজনের প্রকট ছায়া প্রকাশিত নহে কি? যশের জন্য, নরলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য,—অন্ততঃ উপকৃতের কৃতজ্ঞতা—আশীর্ব্বাদ লাভ আশায়, তদধিক পরলোক-হিতকাঙ্ক্ষায়,—একবিধ প্রয়োজনে সকলেরই সদসৎ সমস্ত কার্য্য নির্ভর করে না কি? ফলতঃ মানুষ, প্রয়োজন-বিরহিত কর্ম্ম করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহে। প্রয়োজন না থাকিলে, কেহ কখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। চেতন, অচেতন সমস্ত পদার্থই কর্ম্মশীল;—জগতের কোন পদার্থই কর্ম্মশূন্য নহে। সুতরাং জগতের সমুদয় পদার্থই কর্ম্মে ব্যাপ্ত ও প্রয়োজনে পরিসমাপ্ত। পণ্ডিতগণ এই প্রয়োজনকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা,—

অথ নিরুপাধীচ্ছাবিষয়ত্বাৎ সুখদুঃখাভাবয়োর্মুখ্যপ্রয়োজনত্বম্, তদুপায়স্তু তদিচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্ গৌণ প্রয়োজনত্বম্।

ন্যায়সূত্রবৃত্তি। ১। ১। ২৪

এক মুখ্য প্রয়োজন, দ্বিতীয় গৌণ প্রয়োজন। সুখ ও দুঃখের অভাব,—ইহাই মুখ্য প্রয়োজন এবং সুখের সাধন ও দুঃখের অভাব সাধন,—ইহাই গৌণ প্রয়োজন। গৃহ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন,—

গৃহ বাঁধিবার ইচ্ছার বিষয়, তাহাতে বাস করা,—বাস করিবার জন্য এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গৃহে বাস করিবার প্রয়োজন, শীতাতপাদি হইতে দেহ রক্ষা,—দুঃখের হাত হইতে দেহ রক্ষা করিয়া, সুখ প্রাপ্তি। সুখ-বিশেষ প্রাপ্তির প্রয়োজনের অন্য প্রয়োজন নাই, ইহা অন্যেচ্ছাধীনতা নহে; ইহা নিরুপাধিক ইচ্ছার বিষয়। দুঃখাভাব-রূপ প্রয়োজনও এই প্রকার অন্যের ইচ্ছার অধীন ইচ্ছার বিষয় নহে, কাজেই ইহা নিরুপাধিক ইচ্ছার বিষয়। যাহা অন্যের ইচ্ছার অধীন ইচ্ছার বিষয় নহে, তাহাকেই মুখ্য প্রয়োজন এবং যাহা অন্যের অধীনেচ্ছা-বিষয়, মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধির যাহা কারণ অথবা সাধন, তাহাকেই গৌণ প্রয়োজন বলা যায়। কিন্তু এই যে, মুখ্য ও গৌণ—উভয় প্রয়োজন, সগুণ সর্ব্বদোষাকর জীবের পক্ষেই সম্ভবপর, ঈশ্বরের পক্ষে নহে। কেন না, পৃথিবীতে দেখা যায়, জীবসকল স্বার্থে ও পরার্থে কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু, ঈশ্বর পূর্ণকাম; তাঁহার স্বার্থ কোথায়? তাঁহার কটাক্ষপাতে পরার্থও সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব,—

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।

ব্রহ্মসূত্র। ২। ১। ৩২

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক মানবদেহ ধারণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কেন না, তিনি নির্গুণ নির্ব্বিকার, নিষ্কল নিষ্ক্রীয়; সুতরাং তাঁহার পাঞ্চ-ভৌতিক-শরীর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? অতএব, পাঞ্চভৌতিক-শরীর ধারণের তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই। তবে, প্রয়োজন আছে,—তাঁহার লীলা

-বিনোদ; কেবলমাত্র লীলা-বিনোদের জন্য তাঁহার বিচিত্র বিচিত্র শরীর ধারণ। কিন্তু, তাহা হইলেও, তাহাতে তাঁহার কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সুতরাং, পাঞ্চভৌতিক মানব-দেহ ধারণ করা, তাঁহার লীলার বিষয়ীভূত। কেন না,—

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।

ব্রহ্মসূত্র। ২ ১। ৩৩

তিনি লীলাময়;—তাঁহার অপার লীলা;—অপার খেলা; তাঁহার অপার মহিমা;—তাঁহার অনন্ত শক্তি; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার সমান শক্তিমান্, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহই নাই; —তাই তিনি সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়;—তাঁহার শক্তি অপরিমিত, —কার্য্য অপরিসীম,—মহিমা অনির্ব্বচনীয়,—ক্ষমতা অনাদি ও লীলা অনন্ত। এই বিরাট্-বপু বিশাল বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার লীলামাত্র। পৃথিবীতে লীলা করিবার নিমিত্ত,—"অনেক ভেদভিন্নস্তু ক্রীড়তে পরমেশ্বরঃ।" তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা, মহাবিদ্যা,—রাম, কৃষ্ণ, বামন,—মীন, কূর্ম্ম, বরাহ,—নৃসিংহ, পরশুরাম, বুদ্ধ প্রভৃতি অনেকানেক মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া, স্বচ্ছন্দে স্বেচ্ছায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব, দৃশ্যতঃ এতাদৃশী লৌকিকী প্রবৃত্তি তাঁহার লীলার নিমিত্তই জানিতে হইবে। এই সৃষ্টি-কার্য্যও তাঁহার লীলাবশতঃই হইয়া থাকে, বালকের ন্যায় তিনি পৃথিবীতে লীলা-খেলা করিয়া থাকেন। সুতরাং ত্রিলোকের মধ্যে কোন ব্যক্তি, কোন কালে, কোন প্রকারে তাঁহার লীলা-খেলার বিষয়, জানিতে পারেন নাই; ভবিষ্যতেও কেহ জানিতে পারিবেন না। কারণ তিনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে নট-নটী-রূপে অভিনয় করিয়া থাকেন; তাহা যখন মহামহিম মহামহিমান্বিত

সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতাপুরুষ ব্রহ্মাও বিদিত হইতে পারেন না, তখন—"অন্যে পরে কা কথা।" অতএব, বিশ্বসৃষ্টিও তাঁহার একটি অলৌকিক কৌতুকাবহ লীলা। তিনি ইচ্ছাময়; ইচ্ছা করিলে, তিনি অনায়াসে এক বিশ্ব কেন, অনন্ত কোটি বিশ্বের সৃষ্টি করিতে পারেন; সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই। বলিতে পার, কষ্টসাধ্য কার্য্য প্রয়োজন ব্যতীত কেহ করে না; কিন্তু, তাঁহার যে কার্য্য ও লীলা-খেলা, তাহাতে কি শ্রম আছে? তাহাতে পরিশ্রম নাই। এমন অনেক কার্য্য, অনেকে, অনেক সময় করিয়া থাকে; যাহাতে আয়াস নাই বা শ্রান্ত হইয়া, ক্লান্ত হইতে হয় না। মনে কর,—কাহারও কোন বিষয়ে সুখের অনুভূতি হইয়াছে; সুখ হইলে, ঐ সুখের অনুভব-প্রযুক্ত, কোন প্রয়োজন ব্যতীত সে ব্যক্তি হাস্য-গানাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেখানে ত ঐ ব্যক্তির, ঐ হাস্যাদি ক্রিয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজনের সম্ভাবনা করা যায় না। দুঃখের উদ্রেক হইলে, যেমন প্রয়োজন ব্যতীতও অনেকে রোদন করে, তদ্রূপ সুখের উদ্রেক হইলেও, কোন প্রয়োজন ব্যতীতও অনেকে হাস্যাদি করিয়া থাকে;—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এই জন্যই, লোকে তাহার হাস্য বা রোদনের কারণই জিজ্ঞাসা করে, কেহই প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে না। অর্থাৎ কারণ ও প্রয়োজন সর্ব্বত্র এক পদার্থ নহে। পরমেশ্বরের বিশ্ব-সৃষ্টি ও পাঞ্চভৌতিক-শরীর ধারণের কারণ আছে; কিন্তু, কোন প্রয়োজন নাই। তিনি প্রয়োজন ব্যতীতই এই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টি ও পাঞ্চভৌতিক--শরীর ধারণ করিয়াছেন। প্রয়োজন ব্যতীত এরূপ অনেক ক্রিয়া হইয়া থাকে ও হইতে পারে। অতএব, সৃষ্টিতে তাঁহার কোন ক্রিয়াবত্তা এবং পাঞ্চভৌতিক-শরীর ধারণেও, তাঁহার

কোনই প্রয়োজন নাই। মায়া-যবনিকার অন্তরালে লীলাময় পরমেশ্বর বিরাজমান, তাঁহার শক্তি অপরিমিত; জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের রশ্মি-রাশির ন্যায়, তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে বিরাজিত হইয়া, অপরিমিত শক্তি দ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টির কার্য্য সম্পাদন এবং শরীর ধারণ করিয়া দৈত্য সংহারাদি করিতেছেন; সুতরাং, বিরাট-বপু বিশ্ব-সৃষ্টি এবং পাঞ্চভৌতিক-শরীর ধারণ তাঁহার কেবল লীলামাত্র। তিনি পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার -তত্ত্ব,—এই চতুঃশক্তি; একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত,—এই ষোড়শ শক্তি; পঞ্চ তন্মাত্র-স্বরূপ পঞ্চশক্তি এবং আপনার স্বাভাবিক ও যোগীদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত হইয়া, এক উৎকৃষ্ট আসনে সমাসীন রহিয়াছেন; কিন্তু, তিনি আপনার স্ব-রূপেই ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব, যদি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-করণ ও শরীর-ধারণের প্রয়োজন স্বীকার করা যায়, তবে এইরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় যে,—

মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

পরমেশ্বরের কারুণ্যই 'সৃষ্টি' কার্য্য-প্রবৃত্তির ও শরীর-ধারণের প্রয়োজন প্রধান-কারণ। যাঁহারা কোন ইষ্ট সিদ্ধির বাসনা না করিয়া, পরদুঃখ-দূরীকরণার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত করুণাময়। তিনি যে কোন ইষ্ট-সিদ্ধ্যর্থ বা পুণ্যোপার্জ্জনার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা নহে; সুতরাং পরমেশ্বরকে প্রকৃত করুণাময় বলা যায়। যাঁহারা তাঁহার জন্য অন্য প্রয়োজন সাধন করেন, তাঁহাদের প্রতি যে কারুণ্য ব্যবহার হয়, তাহা গৌণ। সুতরাং স্বীয় কারুণ্যহেতু যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও অদৃষ্টাপেক্ষ। অতএব,

জীবগণের প্রতি অনুগ্রহই তাঁহার প্রয়োজন। পরমেশ্বর জীবগণের প্রতি করুণাবশতঃই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

একদা কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য উজ্জ্বল সম্মোহন কৈলাস-শিখরে শতসূর্য্য-সমপ্রভ সুবিমল ও পরম সমুজ্জ্বল মন্দির মধ্যে, জ্যোতিষ্মান্ রত্নপীঠে বরাভয়-প্রদ ত্রিলোচন আসীন হইয়া, স্তিমিত-নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন;—সিদ্ধগণ তাঁহার নানাপ্রকার সেবা করিতেছে; গিরি-রাজ-দুহিতা আদ্যাশক্তি ভগবতী পার্ব্বতী, সেই সর্ব্বানন্দের মূল-স্বরূপ দেবাদিদেব সৃষ্টি-নাশক ঈশ্বরের বামাঙ্কে উপবেশন করিয়া, ভক্তিনম্র-ভাবে সর্ব্বমল-নাশক, সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক, সর্ব্বকল্যাণ-দায়ক এই পবিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—'হে দেব! হে জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বাত্মদর্শী যোগী-রাজ যোগেশ্বর মহাযোগী মহেশ্বর পরম-কারুণিক পরমেশ্বর; সেই জন্য, আপনি পুরুষোত্তম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবানের পূর্ণকীর্ত্তি অবগত আছেন; আমি আপনাকে অধুনা পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের গুহ্য--বিষয় গূঢ়-রহস্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। কারণ, আপনি—"সনাতনস্ত্বঞ্চ সনাতনোঽসি" সনাতন। যে তত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয়, তাহা অন্যের নিকট বলিবার না হইলেও, মহানুভাবেরা একান্ত অনুগত ভক্ত-দিগের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে দেব! আমি আপনার প্রতি ভক্তিমতী; আপনি আমার প্রিয়-উপাস্য দেবতা; অতএব, হে ভক্তবৎসল! আমার পৃষ্ট বিষয়ের উত্তর প্রদান করুন। যাহার সাহায্যে লোকে অনায়াসে, এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র,- অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া, চির-শান্তিময়ী মুক্তি লাভ করিতে পারে; আপনি

সেই বিজ্ঞানজনক সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক পরম জ্ঞান ও চিরশুভদায়ক ভক্তিমূলক বৈরাগ্য,—এরূপ পরিমিত ও বিশদভাবে উপদেশ করুন, যাহাতে অদ্বৈত-বিজ্ঞান-বিবেকশূন্য বিরক্তিহীন যোগাদি-অনুষ্ঠান-বিহীন অবিদ্যান্ধ মোহ-মমতার পূর্ণমূর্ত্তি স্ত্রীলোক ও অনায়াসে আপনার কথিত সুচারুরূপে বুঝিতে পারে। অতএব, হে ত্রিলোচন!

পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহস্যং
তদেব চাগ্রে বদ বারিজাক্ষ।
শ্রীরামচন্দ্রেঽখিলতত্ত্বসারে
ভক্তির্দৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা॥
ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়
নান্যত্ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে
বিভেত্তুমর্হস্যমলোক্তিভিস্ত্বম্॥
বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং
নিরস্তমায়াগুণসংপ্রবাহম্।
ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ
পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ॥
বদন্তি কেচিৎ পরমোঽপি রামঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমাত্মসংজ্ঞম্।
জানাতি নাত্মানমতঃ পরেণ
সংবোধিতো বেদ পরাত্মতত্ত্বম্॥
যদি স্ম জানাতি কুতো বিলাপঃ
সীতাকৃতেঽনেন কৃতঃ পরেণ।

জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ
সমো হি সর্ব্বৈরপি জীবজাতৈঃ॥
অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি।১

হে কমললোচন! এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে আমি আপনাকে আর একটি গূঢ় রহস্য জিজ্ঞাসা করিতেছি;—অখিল-লোকসার পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রে অব্যভিচারিণী দৃঢ়া ভক্তিই এই কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল অকূল দুস্পার ভব-পারাবার তরণে প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ তরণী-স্বরূপ। বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী অবিচলা ভক্তিই সংসার-মোক্ষের প্রসিদ্ধ সাধন; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কিন্তু, তথাপি গুরুগম্ভীর বিশুদ্ধ উপদেশ-বাক্য দ্বারা আমার সংশয়-সাগরালোড়িত অশান্তি-বিক্ষোভিত হৃদয়ের সংশয় অপনোদন করিয়া, মনঃসন্দেহ দূর করা আপনার একান্ত উচিত। আত্ম-জ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি সদা-যোগনিরত মহাত্মারা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, আদ্য মায়াহীন ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;—সংশয়-হীন অপ্রমত্ত সিদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহাকে অহর্নিশ ভজনা করিয়া, চির-শান্তিময় পরমপদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু, আবার কেহ কেহ বলেন যে,—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম হইলেও, নিজ মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলিয়া, তিনি ব্রহ্ম নামক স্ব-স্বরূপ জানিতে পারেন না; বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সম্বোধিত হইয়া, সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্ব জানিয়াছিলেন। যদি তিনি নিজ তত্ত্ব জানিতেন, তাহা হইলে, এই পরম পুরুষ পরাত্মা জগন্মোহিনী জানকীর জন্য বিলাপ করিলেন কেন? আর, যদি বলেন যে,—জানিতেন না, তাহা হইলে, তিনি এই স্থাবর-

জঙ্গমাত্মক জীব-সদৃশ অজ্ঞ; তবে তাঁহাকে লোকে ভজনা করিবে কেন? আমার এই সংশয় যাহাতে দূরীভূত হয়, তদুপদেশ-বাক্যে আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।' তদুত্তরে দেবাদিদেব কিঞ্চিৎ হাসিলেন, কি যেন কি ক্ষণেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া, কহিতে লাগিলেন;—'দেবি! তুমি ধন্যা, তুমি পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি পরম ভক্তিমতী; যেহেতু, অদ্য তুমি আমাকে পরম গুহ্য রহস্য রাম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে কেহই আমাকে এই পরম নিগূঢ় রহস্য জিজ্ঞাসা করে নাই; অদ্য তোমার অনুরোধে, তোমার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া, রঘুত্তম রাঘব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণতিপূর্ব্বক, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র পরমাত্মা; তিনি প্রকৃতির পর, অনাদি এবং—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ও অদ্বিতীয়; —তিনি আনন্দ-স্বরূপ, পুরুষোত্তম ও পরব্রহ্ম।

স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা
নভোবদন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ।
সর্ব্বান্তরস্থো হি নিগূঢ় আত্মা
স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে॥
জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি,
যৎসন্নিধৌ চুম্বকলৌহবদ্ধি।
এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমানসা যে॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি। ১

যিনি স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-প্রভাবে, এই ভূরাদি—সত্যান্ত বিশ্ব-চরাচর সৃষ্টি করিয়া, নির্লিপ্ত নির্ম্মল অসীম উদার আকাশের ন্যায়, এই বিশ্ব-চরাচরের অনলে, অনিলে, সলিলে,—

পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—মোটের উপর, জল-স্থল-মরুব্যোম বিশ্বের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণু কণাটি পর্য্যন্ত সর্ব্বপদার্থের ভিতরে ও বাহিরে স্বপ্রকাশ স্বর্ব্বান্তর্যামী নিগূঢ় আত্মরূপে সজল-জলদ-মালা-মধ্যগতা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালার মত সূক্ষ্ম-স্বরূপে দীপ্তিমান্ হইয়া, অবস্থিত রহিয়াছেন ;—এই অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড, চুম্বক-সন্নিধানে লৌহের ন্যায়, যাঁহার পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চতুর্দ্দিকে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে ;— যাহাদের অন্তঃকরণ অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন ;—যাহাদের চিত্ত পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল ; সেই অবিদ্যান্ধ অজ্ঞ বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিরা, ইহা জানিতে পারে না।

যথা প্রকাশো নতু বিদ্যতে রবৌ
জ্যোতিঃস্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘূত্তমে-
হবিদ্যা কথং স্যাৎ পরতঃ পরাত্মনি॥
অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি। ১

এই জন্যই কামনা-বিজড়িত বাসনা-বিভূষিত অবিদ্যান্ধ অজ্ঞ মূঢ় জনগণ, নির্ম্মল বোধসম্পন্ন মায়ারহিত অবিদ্যাবর্জ্জিত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিজের অজ্ঞানতা আরোপ করিয়া থাকে এবং পুত্র-পরিজন আত্মীয়-স্বজন, সুহৃন্মিত্র, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসার পাতিয়া, রাজ-রাজেশ্বরের মর্ম্মরনির্ম্মিত সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী সৌধ উন্নীত অট্টালিকার বাহ্য চাকচিক্য-দর্শনে মোহিত হইয়া, অগণিত ধন-সম্পত্তি ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি করিয়া, আসক্ত-চিত্ত হইয়া; ভূরি যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, এই অনিত্য

অসার জড়পিণ্ড সংসারের অনুসরণ করে। অজ্ঞব্যক্তি যেমন স্বীয় কণ্ঠস্থিত স্বর্ণালঙ্কার জানিতে পারে না; সেইরূপ সেই মূঢ় ব্যক্তিরা হৃদয়স্থ অর্থাৎ হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে জানিতে সক্ষম হয় না; সেই নিমিত্তই, এই সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে। জ্যোতিষ্ক-জীবন জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না; সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান সন্দোহ-স্বরূপ পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রে অবিদ্যার সম্ভাবনা কোথায়? যেমন সদোষদৃষ্টি ব্যক্তির ভ্রাম্যমাণ নয়নসমক্ষে গৃহাদি সমস্ত বস্তুই যেন ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়-কর্ত্তা অহঙ্কারের কৃত সমস্ত কর্ম্ম চেতন-আত্মায় আরোপ করিয়া, জীব মোহবশতঃ 'আমি করিতেছি' বলিয়া, মনে করিয়া থাকে। অথবা জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য যেমন দিবারাত্রির কারণ নহে; তাঁহার জ্যোতিঃ-স্বরূপের প্রকাশ ও অপ্রকাশতঃ যেমন দিবারাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে; সেইরূপ, বিদ্যা ও অবিদ্যা,—এই উভয়ই বিশুদ্ধবোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রে কিরূপে সম্ভবিতে পারে?

তস্মাৎ পরানন্দময়ে রঘূত্তমে
বিজ্ঞানরূপে হি ন বিদ্যতে তমঃ।
অজ্ঞানসাক্ষিণ্যরবিন্দলোচনে
মায়াশ্রয়ত্বান্ন বিমোহকারণম্॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি। ১

অতএব; পরমানন্দময় নির্ব্বিকল্পজ্ঞান-রূপ পরমাত্মা রঘুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রে অজ্ঞান নাই; সেই অজ্ঞানসাক্ষী কমললোচন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মায়ার আশ্রয় হইলেও, তাঁহাতে মোহের মহিমা

স্থান পাইতে পারে না, জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের প্রখর কিরণ পৃথিবীর সর্ব্বপদার্থে বিকীর্ণ হইয়া, চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইলে, অমানিশার স্তূপীকৃত সজ্জীভূত তমোরাশি থাকিতে পারে কি? সেই প্রকার স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় শ্রীরামচন্দ্রে অবিদ্যার অন্ধকার তিষ্ঠিতেই পারে না।'

অনন্তর পার্ব্বতী কহিলেন,—"হে জগৎপ্রভো! আপনার অনুগ্রহে ধন্যা ও কৃতার্থা হইলাম। আপনার অপার অনুগ্রহে অদ্য আমার সংশয়-সাগরালোড়িত অশান্তি-বিক্ষোভিত হৃদয়ের দুশ্ছেদ্য সন্দেহ-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন ও দুর্ভেদ্য সংশয়রাশি বিভিন্ন হইল। হে দেব! আপনার মুখারবিন্দ বিনিঃসৃত শ্রীরামতত্ত্ব-রূপ অমৃত-রসায়ন পানে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না। আপনি কৃপা করিয়া, সংক্ষেপে যাহা বর্ণন করিলেন, তাহাতে রামাবতারের গুহ্য-রহস্যে সংশয়ের অবসর থাকিয়া গেল; অতএব, অধুনা তাহা সবিস্তারে শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।' তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন, —'হে দেবি! মহৎ অধ্যাত্মরামচরিত গুহ্য হইতেও গুহ্যতর; কিন্তু, তথাপি তোমার অনুরোধে সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবন করিলে, ত্রিতাপজ্বালা প্রশমিত হয়; কেন না, ইহা—"ত্রিতাপহম্" ত্রিতাপহারক।

ভূমির্ভারেণ মগ্না দশবদনমুখাশেষরক্ষোগণানাং,
ধৃত্বা গোরূপমাদৌ দিবিজমুনিগণৈঃ সাকমব্জাসনস্থ।
গত্বা লোকং রুদন্তী ব্যসনমুপগতং ব্রহ্মণেঽপ্যাহ সর্ব্বং,
ব্রহ্মা ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং সকলমপি হৃদা বেদশেষাত্মকত্বাৎ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি। ২

পুরাকালে, এই অনন্ত বৈচিত্রশালিনী, বন-বনান্ত-পরিশোভিতা, নানাজীব-সঙ্কুলা, শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী, মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা,—এই অসীম সুষমাকর ধার্ম্মিকবৃন্দের যজ্ঞভূমি,—অবতার সকলের লীলাভূমি,—আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যা-শূন্য মুনি-ঋষিদিগের জন্মভূমি, তপস্বীদিগের তপোভূমি,—পাপ-পুণ্যের বিচারভূমি,—এই সর্ব্বংসহা বসুমতী, সদা পাপকর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল দৈত্যেশ্বর প্রবল পরাক্রান্ত দশানন প্রমুখ দুষ্কর্ম্মনিরত দুর্নীতিপরায়ণ দুরন্ত অসুরবৃন্দের পদদাপে স্বাধারজলে নিমগ্ন হইলে, গো-রূপ ধারণপূর্ব্বক, অমর ও মুনিবৃন্দ-পরিবৃত মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা কমলাসন ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া, সকাতরে রোদন করিতে করিতে, সমস্ত ব্যসন নিবেদন করিলেন। অনন্তর তিনি সমস্ত অমরগণ ও বসুন্ধরা-সমভিব্যাহারে ক্ষীর-সাগরতীরে গমন করিলেন এবং বাষ্পাকুল-লোচনে ভক্তিরসাপ্লুত গদ্‌গদ্-বচনে পুরাণোদ্ভব বিমলপদযুক্ত শ্রুতিশুদ্ধ শ্রুতি দ্বারা অখিললোকের অন্তর্যামী, অজর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল দীপ্তিমান্ চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিয়ান্ ভগবান্ নারায়ণ, স্বীয় উজ্জ্বল-সম্মোহন ভুবন-মোহন জ্যোতিঃ দ্বারা স্তূপীকৃত সজ্জীভূত তমোময় অন্ধকার-রাশি দূর করিয়া, পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হইলেন। দর্শনোৎসুক ব্রহ্মা, অকৃতাত্মা জনগণের দুর্দ্দর্শ জগদীশ্বর—বিশ্বজীবন বিশ্বপাবন বিশ্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিকে কথঞ্চিৎ কষ্টে দর্শন করিলেন,—লোক-কারণ লোকতারণ পাপবারণ ভগবান্ নারায়ণের সর্ব্বলোকনয়ন-মনোরঞ্জন দিব্যদেহের দ্যুতি উদ্দীপ্ত নীলকান্তমণি তুল্য দ্যুতিমান্;—

সরস-মধুর আদর-কম্পিত আবেগ-মধুর হাস্য-মণ্ডিত আস্য প্রফুল্লিত; —আয়ত-গভীর গৌরবোজ্জ্বল লোচন যুগল পদ্মপলাশ-সদৃশ; —তিনি উজ্জ্বল কিরীট, হার, কেয়ূর, কুণ্ডল ও কটকাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; বিশ্ব-বিমোহন শ্রীবৎস ও উজ্জ্বল সম্মোহন কৌস্তুভ-প্রভায় শোভামান;—তাঁহার চারিহস্তে—মনোরম উদ্দীপ্ত শঙ্খ, জ্যোতিষ্মান্ চক্র, দীপ্তিমান্ গদা ও মনোমদ পদ্ম বিরাজিত;—তাঁহার গলদেশে সুগন্ধি-সৌরভ-মণ্ডিত মনোহর বনমালা ও তরুণ অরুণের লোহিত-কিরণ-সমুদ্দীপ্ত হেমযজ্ঞোপবীত শোভিত;—তাঁহার কটিতটে পীতাম্বর; —তিনি জগজ্জননী জগন্মোহিনী ভগবতী কমলা ও ভূমির সহিত আসীন রহিয়াছেন; আর, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক যোগিবৃন্দ ভক্তিনিষ্ঠ সনকাদি মুনি ও একান্ত অনুগত পার্ষদগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে স্তব করিতেছেন। লোকপিতামহ বিধাতা ব্রহ্মা, ভগবান্ নারায়ণকে ঐরূপ সর্ব্বজনমনোলোভা বরদ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া, তিনিও আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া, ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে, আনন্দাশ্রুপুলকে গদ্‌গদবচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে দেব! কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত, কর্ম্মপাশার্দ্দিত মুমুক্ষুগণ আপনার যে সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডার অনাময় পদারবিন্দ নিত্য স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে ধ্যান করেন, আমরা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি অষ্টাঙ্গ দ্বারা, আপনার সেই সজীব-সুন্দর পরম-সমুজ্জ্বল চির-মধুর ভুবনপাবন শ্রীচরণযুগলে প্রণাম করি। আপনি ত্রিগুণাত্মিকা গুণময়ী মায়াশক্তি দ্বারা জীব-জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া

থাকেন; কিন্তু, আপনি স্বানন্দানুভবাত্মা; আপনার লেপ নাই, আপনি নির্লেপ। হে শুদ্ধাত্মন্! আপনার বিমল যশঃ কীর্ত্তন করিয়া, ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা যেরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন; মলিনান্তঃ-করণ ব্যক্তিরা গো-হিরণ্য-বস্ত্রাদি প্রভৃত দানে দানশৌণ্ডিকতা করিয়া কিংবা চতুর্ব্বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া, অশেষ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারাও সে প্রকার শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞান-পরায়ণ ভক্তিমান্ ভক্ত মুনিগণ, আপনার যে সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত-আনন্দভাণ্ডার পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর অমৃতময় মকরন্দ-স্রাবিত শ্রীচরণারবিন্দ নিত্য স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে চিন্তা করিয়া থাকেন; আমার পরম সৌভাগ্য যে, অদ্য আমি অনায়াসে তাহা স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে সুচারুরূপে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলাম; তদ্দ্বারা আমার চিত্তদোষ অপনীত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, স্ব স্ব সৃষ্ট্যাদি সাধন করিবার নিমিত্ত, আমরা আপনার ঐ বিশ্বপাবন ভুবনমোহন শ্রীচরণ সেবা করিয়াছিলাম;—জ্ঞানীগণ চির-শান্তিময়ী মুক্তি-বনিতা লাভের জন্য, আপনার ঐ শ্রীচরণযুগল স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে ধ্যান করিয়া থাকেন; যোগনিরত যোগিজন, অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের কামনায় যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে সতত যোগ-সমাধিতে মগ্ন হইয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়চয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্তে একাগ্রমনে প্রাণবায়ু নিরোধপূর্ব্বক, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, ঐ চির-উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান চির-মধুর চির-সুন্দর, শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন। হে পরম বিভো! জগন্মোহিনী জগত্তারিণী কমলা আপনার বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও, ভবদীয় শ্রীচরণের পূজা-নির্ম্মাল্য তুলসীমালার

সহিত সপত্নরী ন্যায় স্পর্দ্ধা করিতেছেন। প্রভু গো! আমি দেখিতেছি,—আপনার অনুগত স্বীয় ব্যক্তিগণের প্রতি প্রাণাধিকা বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক প্রীতি;—এইজন্য আপনার সামবেদী ভক্তগণ ভক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন। যাহারা সংসারের আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে সতত মুহ্যমান,—সংসারের দুর্ভাবনা -দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র-তাড়নায়,—সংসারের দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত ও স্ত্রী-পুত্র পরিপোষণভারে প্রপীড়িত, তাদৃশ সংসার-পীড়ায় প্রপীড়িত সংসার-পীড়ায় অভিজ্ঞ; আপনার প্রতি ভক্তিই তাহাদের একমাত্র পরমৌষধ; অতএব, আপনার চির-সুখ-শান্তিময় শ্রীচরণ-সরোজে সর্ব্বদা আমার ঐকান্তিক ভক্তি থাকুক।'

বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া, আবেগ-মধুর হাস্যমণ্ডিত সরস-মধুর আদর-কম্পিত-বচনে ভগবান্ নারায়ণ কহিলেন,—"কিং করোমি"—'কি করিতে হইবে?' অনন্তর বিধাতা ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—'পৌলস্ত-নন্দন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপী মহাবীর রাবণ, দুরন্ত কৃতান্ত-স্বরূপ রাক্ষসদিগের অধীশ্বর, সেই বিশ্ববাধক রাক্ষসেশ্বর আমার বরে ত্রিলোক ও সমস্ত লোকপালদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিতেছে। তাহার মৃত্যু এক্ষণে বিশ্বের মঙ্গলজনক —চির-শুভ-বিধায়ক। আমি বর দিয়াছি যে,—"মানুষেণ মৃতিস্তস্য ময়া কল্যাণকল্পিতা। অতস্ত্বং মানুষোভূত্বা জহি দেব রিপুং বিভো।" মানুষের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব, হে দেব! হে দয়ালো! হে প্রভো! আপনি এক্ষণে মানুষ হইয়া, মানব-দেহ ধারণ করিয়া, সেই দুর্দ্দান্ত দৈত্যেশ্বরকে সংহার করুন।' ভগবান্ নারায়ণ কহিলেন,—

"কশ্যপস্য বরো দত্তস্তপসা তোষিতেন মে।
যাচিতঃ পুত্রভাবায় তথেত্যঙ্গীকৃতং ময়া॥
স ইদানীং দশোরথো ভূত্বা তিষ্ঠতি ভূতলে।
তস্যাহং পুত্রতামেত্য কৌশল্যায়াং শুভোদয়ে॥
চতুর্দ্ধাত্মানমেবাহং সৃজামীতরয়োঃ পৃথক্।
যোগমায়াপি সীতেতি জনকস্য গৃহে তদা॥
উৎপৎস্যতে ময়া সার্দ্ধং সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহম্।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বিষ্ণুর্ব্রহ্মা দেবানথাব্রবীৎ॥"

অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি। ২।

'পূর্ব্বে মহাতেজা কঠোর তপস্বী আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য কুশাগ্রবুদ্ধি মহর্ষি কশ্যপ কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্রতপঃ সাধনায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রাণান্তকর কঠোর উগ্র তপঃসাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, আমি তাঁহাকে বরদান করিতে চাহিলে, তিনি ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য, এমন কি—চরম-সুখ, —চির-শান্তি, পরম-আনন্দ মোক্ষ পর্য্যন্তেরও অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাহাই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে তিনি ভূ-বৈকুণ্ঠ—অযোধ্যাধামে মহারাজাধিরাজ সূর্য্যবংশের কুলসূর্য্য দশরথ নামে ভূতলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া,—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার পবিত্র গর্ভে পৃথক্ পৃথক্ রূপে চারি অংশে অবতীর্ণ হইব; কিন্তু, সেই চারি অংশের মধ্যে, সৌভাগ্যবতী কৌশল্যার পবিত্র গর্ভে আমি পূর্ণরূপে প্রবেশকরতঃ ভুবনপাবন রাম-রূপে প্রকাশিত হইব এবং এদিকে ত্রিলোকেশ্বরী জগজ্জননী মহামায়া জগন্মোহিনী

যোগমায়া, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক জ্ঞান-গবেষণা-পরিমর্জিত বুদ্ধি, সংসারের প্রতি ঘোর বিরাগী, মোহ, অভিমান ও পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, সুহৃন্মিত্র, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পত্তি, প্রভৃতি অযুত-দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত রাজ-রাজেশ্বরের মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধা-ধবলিত আকাশ ভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী উন্নীত সৌধ-অট্টালিকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, আপন কায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই মমতা-ময়ী জায়ার মায়া, এমন কি, আপন দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, রাগ-দ্বেষ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি বিষম দন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, সংসার-কল-কল্লোলের মধ্যে থাকিয়াও সংসার-কল্লোল-কোলাহলের অন্তরালে একান্ত স্থলে সতত যোগ-সমাধিমগ্ন রাজর্ষি জনকের পবিত্র গৃহে আলোকসামান্যা রূপময়ী সীতা নামে জন্মগ্রহণ করিবেন; আমি তাঁহার সহিত সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।'—এই কথা বলিয়া, ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা, দেবগণকে কহিলেন,—'হে প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য অমরার অমরগণ! পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, মানুষরূপে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করিয়া, ভূ-বৈকুণ্ঠ—অযোধ্যাধামে পুণ্যাবতার রঘুকুলে, রঘুকুলসূর্য্যরূপে সমুদিত হইয়া, অযোধ্যাপুরী আলোকিত করিবেন। "আর,—যূয়ং সৃজধ্বং বানরেষ্বংশসম্ভবান্" তোমরা সকলে বানরবংশে স্ব স্ব অংশ সৃষ্টি করিয়া, বানর-রূপ ধরিয়া, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, যতদিন ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিবেন, ততদিন তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত

প্রস্তুত থাকিও।' কাতরোদ্বেলিত-প্রাণ, দৈত্য-দানবের অত্যাচারে প্রপীড়িত, দেবগণকে এই কথা বলিয়া, পাপভারাক্রান্তা সর্ব্বংসহা বসুমতীকে এইরূপে আদর-কম্পিত-বচনে আশ্বাসিত করিয়া, মহা-মহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা, নিশ্চিন্তভাবে ও সন্তুষ্টমনে চির-উজ্জ্বল, চির-জ্যোতিষ্মান্ প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ চির-সুখ, চির-শান্তি, চিরানন্দময় ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। এদিকে অমরার অমরগণ ভগবান্ শ্রীহরির সাহায্যার্থে পর্ব্বত-বৃক্ষযোধী মহাবল বানর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পর্ব্বত-কানন-সমূহে ভগবানের প্রতিক্ষায় রহিলেন।

হে পার্ব্বতি! সূর্য্যবংশে দিলীপ নামে রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র অজ। মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি মহারাজাধিরাজ দশরথ তাঁহার পুত্র। অযোধ্যাধিপতি মহারাজা দশরথ দশাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বীর, শ্রীমান্, সত্যপরায়ণ ও সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ ছিলেন। অপুত্রত্বহেতু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, একদা কুলগুরু বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভগবন্! আমি অপুত্রক; পুত্র বিনা এই সমস্ত রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য আমার দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে কি করিলে, আমি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র-লাভ করিতে পারি?" ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, —রাজন্! লোকপাল-সদৃশ সত্বশালী চারিপুত্র লাভ করিবে। এক্ষণে শান্তাপতি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়া, শীঘ্র আমাদিগের সহিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন কর।'

মহারাজা দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পবিত্রভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে আনয়ন করিলেন এবং নিষ্পাপ

মুনিগণ-দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর যত্ন-সহকারে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হোম করা হইলে, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ভগবান্ বিভা-বসু হোমপাত্রে পায়স লইয়া, আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"গৃহাণ পায়সং দিব্যং পুত্রার্থং দেবনির্ম্মিতম্। লপ্স্যসে পরমাত্মানং পুত্রত্বেন ন সংশয়ঃ॥" 'দেব-প্রস্তুত পুত্র-সাধন এই দিব্য পায়স গ্রহণ কর; তুমি নিশ্চয়ই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিকে পুত্ররূপে লাভ করিবে।' এই কথা বলিয়া মহারাজাধিরাজ দশরথকে পায়স দান পূর্ব্বক, অগ্নি অন্তর্হিত হইলেন। দশরথ সানন্দে কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ ও মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের চরণবন্দনা করিলেন এবং তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী কে, সেই পায়স অর্দ্ধার্দ্ধ পরিমাণে প্রদান করিলেন। অনন্তর, সুমিত্রা পুত্রোৎপাদন চরুর প্রতি সাতিশয় অভিলাষবতী হইয়া, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাকে স্ব স্ব অংশের অর্দ্ধভাগ করিয়া প্রদান করিলেন। এইরূপে রাজ্ঞরাণিরা, সেই দিব্যচরু ভক্ষণ করিয়া, গর্ভ ধারণ করিলেন এবং স্ব স্ব দীপ্তি দ্বারা দেবতার ন্যায়, সেই রাজ-রাজেশ্বরের মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী উন্নীত সৌধ-অট্টালিকা রাজ-মন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশমাস উপস্থিত হইলে, জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী কৌশল্যা, শুভলগ্নে শুভক্ষণে আলোকসামান্য অলৌকিক রূপ-লাবণ্য অনন্ত সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব পুত্র প্রসব করিলেন। দৈত্যকুলের কালান্তক জ্যোতির্ম্ময় কালসূর্য্য সমুদিত হইয়া, অযোধ্যানগরী আলোকিত করিলেন। অমনি পাপ-ভারে ভারাক্রান্তা অসুরপদদাপে প্রপীড়িতা সর্ব্বংসহা সকাতরা বসুন্ধরার দুঃখ-দুর্দ্দশার অমানিশার অবসান হইল, দুঃখিতা

বসুধার দুঃখের মেঘ কাটিয়া গেল, সুখ-সূর্য্যের অরুণালোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়া, দৈত্যকুলান্তক পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমাত্মা জগন্নাথ ভগবান্, মহারাজা দশরথের রাজভবন আলোকিত করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন; অমনি—প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গ লোকের অমরবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ-হৃদয়ে স্বর্গ হইতে সুগন্ধি-সুরভিত পারিজাত ও অন্যান্য সৌরভান্বিত পুষ্প-পুঞ্জ সুগন্ধিত পত্রগুঞ্জ রাশি রাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঋক্ষাণাং ভূরিধাম্নাং শ্রিতমধিপতিনা প্রস্ফুরভীমতারং।
ক্ষারং নেত্রানলেন প্রসভনিয়মিতোচ্চাপ মীনধ্বজেন।
রামায়ত্তং পুরারেঃ কুমুদশুচি লসন্নীলসুগ্রীবমঙ্গং,
প্লাবঙ্গং চাপি সৈন্যং দশবদনশিরশ্ছেদহেতু শ্রিয়েঽস্তু॥

ভগবানের দিব্যশরীর উজ্জ্বল সম্মোহন নীলকান্তমণি-সদৃশ শ্যামল;—তাঁহার বিশ্বপাবন শ্রীচরণযুগল, মনোমদ ধ্বনি-সমন্বিত নূপুরাদি ভূষণে বিভূষিত; পরিধানে—উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড-খচিত পীতবসন;— তাঁহার আবেগ-মধুর হাস্যমণ্ডিত সরস-মধুর আদর-কম্পিত মুখারবিন্দ, সহস্র পূর্ণ শশধরের প্রভা-বিনিন্দিত অত্যুজ্জ্বল;—তাঁহার নীলোৎপল-সদৃশ বিশাল আয়ত-গভীর আনন্দ গৌরবোজ্জ্বল লীলায়ত নয়ন-যুগল, সেই কমলায়ত ও আরক্ত নয়ন-যুগলে যেন করুণারাশি স্ফুরিত হইতেছে;—ভক্তানুগ্রহ-রূপ হৃদয়স্থ ভাব-শশধরের শুভ্র-চন্দ্রিকা-সদৃশ মধুর হাস্যে, তাঁহার আনন প্রস্ফুটিত; তাঁহার সুশ্রী সুন্দর কর্ণযুগল উজ্জ্বল কুণ্ডলে শোভিত;—ভ্রমর-বিনিন্দিত-কেশদাম-শোভিত উত্তমাঙ্গ, বিবিধ উজ্জ্বল-রত্ন-খচিত প্রদীপ্ত কিরীটে পরিশোভিত;—তিনি কুঞ্চিতালকদামে অলঙ্কৃত—তিনি সহস্র-মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সদৃশ দীপ্তিমান্;—তিনি চতুর্ভুজ; তাঁহার

চারি হস্তে- উজ্জ্বল সম্মোহন শঙ্খ, জ্যোতিষ্মান্ চক্র, দীপ্তিময়ী গদা ও কমনীয় পদ্ম শোভমান্;—গলদেশে সৌরভান্বিত বিবিধবর্ণরঞ্জিত মনোমোদ বনমালা; আর, তাঁহার সুচারু জগজ্জন-নয়ন-মনোরঞ্জন বিশাল বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন; যেন, সহস্র কন্দর্প সমুদিত হইয়া, গৃহকে আলোকিত, সুগন্ধিত ও সুশোভিত করিয়াছেন। সৌভাগ্যবতী সাধ্বী সতী কৌশল্যা, পুত্রের ভুবনমোহন রূপরাশি দর্শন করিয়া সেই নরাকার মানব-শরীরধারী পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর মধুরিমা-ময় পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে আকুল হইয়া পড়িলেন এবং আনন্দ-ব্যগ্রতায় আকুল আবেগে ভাবিলেন;—আহা! বাছার শরীর কি সৌন্দর্য্য-সুষমা-মণ্ডিত! যেন স্বয়ং ভগবান্ আমার জঠরে মূর্ত্তিমান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! কেন না, আমি স্বপ্ন-যোগে এইরূপই একবার বোধহয়.—দেখিলাম! স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলাম; তিনি ত ভগরান্, তাঁহারও ত বিশ্ব-বিমোহন রূপ ছিল! আচ্ছা একবার আবার, ভাল করিয়া, চক্ষু মিলিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখি ইনি, সেই কি না;—তাই ত! যেন স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে! আমি স্বপ্নযোগে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম;—

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং,
চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং,
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্॥

তাঁহারও ত সজীব-সুন্দর সুচারু পরম-সমুজ্জ্বল চরণারবিন্দ অতি সুন্দর! অতি মনোহর বলিয়া বোধ হইয়াছিল! আর, ইহাঁরও ত উজ্জ্বল-সম্মোহন ভুবনপাবন অমৃতরসসিক্ত নয়ন-মনোরঞ্জন চরণারবিন্দ! যেন, রসময় চরণারবিন্দ হইতে, নিরন্তর সৌরভান্বিত

সুমধুর মকরন্দ, দরদর ধারে স্রোতাস্বিনী নির্ঝরিনীর মত ঝর ঝর ঝরিয়া, ত্রিলোকের তৃপ্তি সাধন ও পুষ্টি-বিধান করিতেছে! আমিও যে, অধুনা তৃষিতা—শুষ্ক-কণ্ঠে আকুলিতা! প্রসব-জ্বরে জর্জ্জরিতা। —না, আর থাকিতে পারিতেছি না, কণ্ঠ যেন শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইল, যাহাই হউক, একবার এই লোকজনলুব্ধ—সর্ব্বভাবক্ষুব্ধ, মকরন্দ পান করিয়া, জন্ম সফল ও জীবন ধন্য করি; অনায়াসলভ্য মকরন্দ পান করিতে কে কবে সমর্থ হইয়াছে! কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—ঘটিবেও না। অহো, এ আবার কি?- "চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্!" সেই স্বপ্নদৃষ্ট পরম-সমুজ্জ্বল পরম পুরুষের যেমন আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল আয়ত-গভীর করুণা-মণ্ডিত পদ্মপলাশ-সদৃশ বিশাল নয়নযুগল দর্শন করিয়াছিলাম;-ইহাঁরও যে ততোধিক, আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ আয়ত-গভীর গৌরবোজ্জ্বল লীলায়ত সুদীর্ঘ কটাক্ষ! যেন, করুণা-সিক্ত পদ্ম-পলাশ-সদৃশ কমলায়ত ও আয়ত নয়নারবিন্দ হইতে সতত করুণারাশি মুর্ত্তিমতী হইয়া, বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হইয়া, প্রস্ফুটিত হইতেছে! কবিরা কাব্যের কোমলাঙ্গে কল্পনা করিয়া, জনোন্মাদিনী আকর্ষণশালিনী রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী ললনার রূপবর্ণনায় রমণীর লীলায়ত কটাক্ষকে রূপকভাবে বলিয়া থাকে, "সকল সুখসীমা সুবদনা" চঞ্চল-তারক-নয়না কামিনীর কমনীয় লীলায়ত অপাঙ্গদৃষ্টি কি মনোহর! কি মধুর! কি সুন্দর! কিন্তু, সে কথা মিথ্যা—কল্পনামাত্র, এ যে "ততোঽধিকম্" মনোমদ—চিত্তাকর্ষক। ঐ যে অতি মনোহর অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, —ইহার নিকট সকল কটাক্ষই তুচ্ছ—অতিতুচ্ছ—হেয়; কিন্তু, এ অপাঙ্গদৃষ্টি প্রেয় ও শ্রেয়ঃ;—এই করুণারসসিক্ত অপাঙ্গদৃষ্টি যে একবার দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে, জীবন সার্থক ও জন্ম সফল

করিয়াছে; সন্দেহ নাই। অহো! "চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দম্!" এ আবার কি? যেন, শরদৃতুর সুনির্ম্মল নীলাকাশে—শারদীয় পৌর্ণমাসীর স্নিগ্ধ-প্রাণ-প্রীণন নয়ন-মনোরঞ্জন মধুর, স্নিগ্ধ সুবিমল জ্যোৎস্নারাশি পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া, স্নিগ্ধ-ধবল-কৌমুদী বিচ্ছুরিত করিয়া অনন্ত নীলাকাশ পরিব্যাপ্তকরতঃ স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাশি, এই বন-বনান্ত-পরিশোভিতা মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী বসুন্ধরার দৃশ্যমান্ পদার্থসকলকে অনাবিল বিমল আনন্দলোকে, আলোকিত করিয়াছে; ধরণীপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় দৃশ্যমান্ পদার্থ হাস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হে কাব্যরস-পিপাসু কল্পনার প্রতিমূর্ত্তি কবি! তোমার কল্পনা অলীক! এমন অকাল্পনিক অলৌকিক বদন সুধাকরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে ভুলিয়া, তুমি কাহার রূপ বর্ণনা করিতে প্রতিনিয়ত সমুৎসুক হইয়াছ? রমণীর? তোমার অমন ঘৃণ্য কল্পনায় ধিক্!—

"আত্মানং চামৃতং হিত্বা অভিমং মোক্ষমব্যয়ম্।
গতো হি কুৎসিতো কাকো বর্ত্ততে নরকং প্রতি॥"

ক্লেদ-লালা-দূষিত পূতিগন্ধময় সুবদনা রমণীর বদন-শশির বর্ণনা করিয়া, বৃথা জীবন পাত করিতে বসিয়াছ? উহার পরিণাম কি জান? অতএব, রমণীর রূপ বর্ণনা করিতে ভুলিয়া, আমার এই হৃদয়ের ধন অমূল্য রতন ভুবন-মোহন বিশ্বপাবন রামের বর্ণনা কর, হৃদয়ে শান্তি পাইবে, তপ্ত-প্রাণ শীতল হইবে, ব্যাকুলতা-বিধায়িণী কামনা-বাসনার তীব্রানল অচিরে নিভিয়া যাইবে,—জীবন সার্থক ও জন্ম সফল করিতে পারিবে; মোটের উপর,—সর্ব্ববাসনামুক্ত হইয়া, দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, ভব-পারাবারের কাণ্ডারীর শ্রীচরণারবিন্দে স্থান লাভ করিয়া, চিরানন্দে মগ্ন থাকিবে। আমার

এই হৃদয়ের ধন,—সর্ব্বজনের আরাধ্য-রতন পুত্রের সরস-মধুর হাস্য-মণ্ডিত আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল আরক্তিম কপোলশোভিত প্রেম-পীযূষ-প্রপূরিত আয়ত-গভীর গৌরবোজ্জ্বল লীলায়ত নয়ন—ইন্দ্রধনু-প্রভা-বিনিন্দিত মদন-ধনু-সদৃশ বঙ্কিম ভ্রু-লতা-শোভিত শারদীয় পৌর্ণমাসীর সুধাকরের প্রভা-বিনিন্দিত আনিন্দ্যকান্তি বদন-শশির প্রতি একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া, দেখ —দেখি তোমার ঐ পাপপঙ্কে পঙ্কিল দৃষ্টি উহাতেই নিশ্চল হইয়া, স্থির থাকিবে, তোমার দর্শন-পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না, উত্তরোত্তর দর্শন-পিপাসা নিদাঘ-তাপ-তপ্ত তাপিত-প্রাণের পিপাসার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; তখনই বুঝিবে যে, রমণীর বদন-সুধাকর কোন্ ছার! রমণীর বদন-শশির দর্শনে পাপ হয়,—অসার আয়ু-বায়ু ক্ষয় পায়,—জীবনী-শক্তি হ্রাস হয় এবং অন্তর জলিয়া পুড়িয়া ছার খার হইয়া যায়; কিন্তু, রামের বদন-সুধাকর একবার যে দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে; সে চরম-সুখ,—চির-শান্তি, পরম-আনন্দ লাভ করিয়াছে; তাহাকে পাপানল দগ্ধ করিতে পারে না;—বারংবার কঠোর জননী-জঠরে প্রবেশ করিয়া, অশেষ ক্লেশ-কষ্ট ভোগে কাতর হইতে হয় না; সে চিরানন্দে সতত মগ্ন থাকে। অহো, একি?—"চিত্রং তদেতদ্বপুরস্যচিত্রম্!" ইহাঁর কোটিসূর্য্য প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদেহ হইতে যেন উজ্জ্বল সম্মোহন আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে; আহা কি সুন্দর! কি মধুর! যেন স্নিগ্ধ সুশীতল রস-সাগর উদ্দাম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, দিক্-দিগন্ত প্লাবিত করিয়া, প্লাবনের প্রবল-স্রোতঃ-প্রবাহিত বিতাড়িত শুষ্ক তৃণগুচ্ছের মত কবিকে,—ভাবুককে,—ভক্তকে অনন্ত প্রেম-

পারাবারের দিকে বহাইয়া লইয়া যাইতেছে। আহা, পুত্র আমার! তোমার পরম-সমুজ্জল সজীব-সুন্দর মধুরিমাময় সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে আমিও যে, তোমার মধুরিমায় গরিমাময়ী হইয়াছি! আহা, পুত্রের কি অপরূপ রূপ! কি অনুপমেয় সৌন্দর্য্য! যেন, অসীম রূপ-সাগর, অনন্ত সৌন্দর্য্যার্ণব, অনন্ত রূপ-মাধুর্য্য অসীম সৌন্দর্য্য বুকে ধরিয়া, প্রবলোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, রূপরাশি—সৌন্দর্য্যরাশি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া, সর্ব্বপদার্থে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে! —এ রূপের সীমা নাই,—এ সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই; এ রূপ অসীম এবং সৌন্দর্য্য অনন্ত। এমন রূপ,—"ন পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি নান্তরীক্ষে" কোথায়ও নাই, কোন বস্তুতেই নাই; এমন কি—"নৈতৎ সমুদ্রে সলিলং বিভর্ত্তি" অনন্ত নীলিমাময় অসীম নীল-জলধির অনন্ত নীলাম্বু-রাশির নীলদ্যুতিও এ রূপের—এ সৌন্দর্য্যের উপমেয় হইতে পারে না। অতএব. এ রূপ—"অপারণীয়ং তমসঃ পরস্তাৎ" অপার অনন্ত তমোরাশি অনন্ত অন্ধকারের মহান্ সমুদ্র ভেদ করিয়া যেন, কোটি-সূর্য্যপ্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল কোটিবিদ্যুৎসমপ্রভ আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া, জ্যোতির্ম্মার্ণব অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পৃথিবীকে জ্যোতি-ষ্মান্ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময়-রূপে স্থির ও নিশ্চল হইয়া, অবস্থিত রহিয়াছে! আহা, একি অপূর্ব্ব-আলোক-রশ্মি! কি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ-রাশি! এ জ্যোতির অন্ত নাই,—এ আলোকের সীমা নাই, এ জ্যোতিরাশির নীরব নীলিমাময় অনন্ত মহিমা! যেন সবিদ্যুৎ জলদজাল! যেন, বিদ্যুদ্দাম-বেষ্টিত নীল-নীরদ সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে। নয়ন! চক্ষু ভরিয়া দেখ, চঞ্চল মন! প্রাণ ভরিয়া, ঐ রসময়ের প্রেমামৃত পীযূষ-ধারা-প্লাবিত চরণ-সরোজে আসক্ত হইয়া, মুকুন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানানন্দে মত্ত হও, তোমার

জন্ম-জন্মান্তরের তাপ-জ্বালা প্রশমিত হইবে,—ভব-ক্ষুধানল শান্ত হইবে,—অশান্তি-বিক্ষোভিত-হৃদয়ে শান্তি পাইবে। আহা,—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"

পরমবিভুর কমনীয় কোমল পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর রসময় দিব্য-বপু অতি মধুর! অতি মধুর! মাধুর্য্যমাখা মধুসিক্ত বদনমণ্ডল অতি মধুর!—অতি মধুর!—অতি মধুর!—অতি মধুর! অহো, ইহাঁর মধুরিমা-সুষমা-মণ্ডিত মধুগন্ধবিমণ্ডিত আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত সরস-মধুর মৃদুমন্দ মনোমদ হাসিটুকুও অতি মধুর! অতি সুন্দর! অতি মনোহর!—মোটের উপর, ইহাঁর—"অধরং মধুরম্;" অপিচ,—"বদনং মধুরম্;" অপিচ,—"নয়নং মধুরম্;" অপিচ,—"হসিতং মধুরম্;" অপিচ,—"হৃদয়ং মধুরম্;" অপিচ,—"রোদনং মধুরং;" অপিচ,—"বচনং মধুরম্;" অপিচ,—"চরিতং মধুরম্;" অপিচ,—"বসনং মধুরম্;" অপিচ,—"রূপং মধুরম্;" অপিচ,—"তিলকং মধুরম্।" অতএব, হে মধুরাধিপতে! তোমার সৃষ্ট এই "অখিলং মধুরম্।" তুমি এই অনন্ত মধুরিমাময় রস-সাগরে ভাসমান্ "বটস্য পত্রস্য পুটে শয়ানম্" আহা, দেখিতে অতি সুন্দর! অতি মনোহর! অতি মধুর! তুমি করারবিন্দেন পদারবিন্দম্" সংস্থাপন করিয়া,—"মুখার-বিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্"—জগজ্জনের মনোলোভা-রূপে বিরাজ করিতেছ; অতএব, হে বালক-রূপী ভগবান্ নারায়ণ! আমি অবলা আর কি করিব বা আর কি কহিব; সকাতরে,—করযোড়ে,—ভক্তিভরে এই মাত্র বলিতে সমর্থ হইয়াছি,—"বালং মুকুন্দং মনসা স্মরামি।" হে শঙ্খ-

চক্র-গদাধর দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। আপনি অচ্যুত, অনন্ত, পুরুষোত্তম, পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা;- জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি বেদবাদীরা তোমাকে বাক্য, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, সত্যজ্ঞান ও সৎ-স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; অতএব, হে বালমুকুন্দ! তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বীয় মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছ;—তুমি ত্রিগুণান্বিত; অথচ, তুরীয়; কিন্তু, তুমি মায়া-গুণান্বিত হইয়াও, তাহাতে লিপ্ত নহ; সুতরাং তুমি অমল;—তুমি নির্ব্বিকার;—ঠিক বোধ হইতেছে যেন, সবই করিতেছ; কিন্তু, তুমি কর্ত্তা নহ;—যেন, দেখিতেছ; কিন্তু, তুমি দ্রষ্টা নহ;—যেন যাইতেছ; কিন্তু গন্তা নহ এবং যেন, শুনিতেছ; কিন্তু, শ্রোতা নহ। জ্ঞানগর্ভা শ্রুতিদেবী তোমাকে প্রাণ-শূন্য;- মনঃ-শূন্য,—শুদ্ধ বলিয়া, গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন; অতএব, হে বাঙ্মনাতীত! পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি এই জগতের অনলে, অনিলে, সলিলে.—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—মোটের উপর, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম চরাচরে, এমন কি—এই পৃথিবীর আসমুদ্র-হিমালয়ের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম, অণু-পরমাণু বালুকণাটিতেও সমভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছ; কিন্তু, তথাপি যাহারা পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল, যাহাদের অন্তঃকরণ স্তূপীকৃত সজ্জীভূত অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না; পরন্তু, যাঁহারা মোহ, অভিমান ও পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখাদি বিষম দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; সেই সকল আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য তত্ত্বজ্ঞদিগের সম্মুখে সতত ব্যক্তভাবে অবস্থিত আছ;

অতএব, হে রাজীবলোচন! বালমুকুন্দ রাম! তোমাকে সতত—"মনসা স্মরামি"। তুমি বিরাট্-পুরুষ; কেন না, তোমার ঐ বিরাট্-উদরে, এই বিরাট্-বপু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; তুমি আমার প্রতি কৃপা করিয়া, আমাকে ধন্য করিবার জন্য, আমার কঠোর-জঠরে জন্মিয়াছ, তাহাতে সর্ব্বলোকে আমারই অধিকতর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাঘব! আমার প্রতি এই অনুগ্রহে অদ্য চিরানুগত একান্ত ভক্তের প্রতি তোমার আনুগত্যই প্রকাশ পাইতেছে। তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ত্রিগুণাত্মিকা লীলাময়ী দুস্তরা দৈবী মায়ায়, আমি পতি-পুত্র, ধন-সম্পত্তি, দেহ-গেহ প্রভৃতি সাংসারিক পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল,—জন্ম-জরা-সঙ্কীর্ণ,—অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম; কিন্তু, তথাপি অদ্য তোমার চরণ-তরি প্রাপ্ত হইলাম;—যে পাদাম্বুজ-দীর্ঘ-নৌকায় আরোহণ করিলে, এই কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল অকূল দুষ্পার ভীম-ভবার্ণবে নিমগ্ন জীবকুল, অনায়াসে ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়,—দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়, সে পদতরি অদ্য আমি অনায়াসে প্রাপ্ত হইলাম; ইহাতে আশা হইতেছে যে,—এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র,—দুঃখময় যন্ত্রণাময় সংসার-সাগর হইতে অচিরাৎ উদ্ধার পাইব; সংশয় নাই। হে দেব! তোমার এই পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর অলোকসামান্য অসাধারণ রূপ-লাবণ্য ভুবন-মোহন বিশ্বপাবন অপরূপ রূপ, আমার এই তাপদগ্ধ হৃদয়-মন্দিরে, হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে যেন, সর্ব্বদা উজ্জ্বল-সম্মোহন-রূপে বিরাজিত থাকে; যেন, তোমার কুহকময়ী

বিশ্বমোহিনী মায়া আমাকে মোহিত করিয়া, স্তূপীকৃত সজ্জীভূত কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিতে না পারে। হে বিশ্বাত্মন! এই বিশ্ব-ভাবন ভুবনমোহন অলৌকিক বিচিত্র রূপ সংবরণ করিয়া, এক্ষণে—"করারবিন্দেন পদারবিন্দম্, মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্" সুকোমল বালভাব দর্শন করাও; আজি স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, তোমাকে ত্রিতাপদগ্ধ জ্বালাময় বুকে ধারণপূর্ব্বক, হৃদয়ের তাপজ্বালা শান্ত সুশীতল করিয়া, তোমার সহিত সুললিত বাক্যালাপ করিয়া, স্তূপীকৃত সজ্জীভূত উৎকট অজ্ঞান-তমসাবৃত মায়াময় সংসার হইতে মুক্তি-লাভ করি। অতএব, হে মহানন্দ! পরমাত্মন্!

করারবিন্দেন পদারবিন্দং
মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্।
বটস্য পত্রস্য পুটে শয়ানম্,
বালং মুকুন্দং মনসা স্মরামি॥'

স্নেহময়ী মমতাময়ী মাতার এতাদৃশী কাতরোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র-চিত্ত ভক্তাধীন ভগবান্ কহিলেন,—'মাতঃ! তোমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হউক। এই পাপভারে ভারাক্রান্তা ভূতধাত্রী ধরিত্রীর ভূভার-হরণের নিমিত্ত, পূর্ব্বে সৃষ্টিকুশল বিধাতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল দুর্নীতিপরায়ণ দুষ্কর্ম্ম-নিরত দুর্দ্দান্ত পরাক্রমশালী দুরাচারী দুর্ম্মতি দৈত্যেশ্বর রাবণবধার্থ আমি অধুনা এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক-মানব-শরীর পরিগ্রহ করিয়া, মানুষরূপে তোমার জঠরে প্রবেশ-পূর্ব্বক মানুষত্ব অবলম্বন করিয়াছি। হে অনিন্দিতে! পূর্ব্বজন্মে তুমি ও পিতা দশরথ আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিবার নিমিত্ত, কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র তপঃ-সাধনায় প্রাণপাত করিয়া, কঠোর-তপশ্চরণ

দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছিলে; এক্ষণে আমি তোমাদের পুত্র-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইলাম। প্রাক্তন কঠোর তপস্যার ফলেই অদ্য তুমি আমার এই বিশ্বপূজ্য বিশ্বপাবন ভুবনমোহন অসাধারণ অলৌকিক অপরূপ রূপ দেখিতে পাইতেছ। আমার এই বিশ্বজীবন ভুবনমোহন লোকতারণ ত্রিতাপহারী অপরূপ রূপ দর্শন করিলেই, আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান জীবকুল—ত্রিতাপতাপে তাপিত সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত মায়ার গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া, চরম-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দময়ী মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু, মাতঃ! ইহলোকে যাহারা সতত পাপকর্ম্মে নিরত, বিষোদ্‌গারী বিষয়ভোগে অনুরক্ত, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতিতে আসক্ত, সেই সকল মোহাভিভূত, অজ্ঞান-তমসাবৃত, পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত, কামনা-বিজড়িত পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ভোগে একান্ত অনুরক্ত, সংসারাসক্ত পুণ্যহীন ব্যক্তি, আমার এই সর্ব্বলোক-দুর্লভ বিশ্ব-বিমোহন ভুবনপাবন লোকতারণ অপরূপ রূপ দর্শন করিতে পায় না।' স্নেহময়ী মাতা কৌশল্যাকে এই কথা বলিয়া, বিশ্বপাবন রাম, অজ্ঞানমূলক বালভাব অবলম্বনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালেও তাঁহার সেই উজ্জ্বল-সম্মোহন ইন্দ্র-নীলাভ বর্ণ এবং আয়ত-গভীর কমলদল-সদৃশ বিশাল-লোচন; বস্তুতঃ তাঁহার কমনীয় অতি রমণীয় রূপ; সেই অদ্ভুত রূপ হইতে, তরুণ-অরুণ-সদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছিল। বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট্-পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, ইন্দ্রাদি প্রমুখ সমস্ত লোকপালদিগের সন্তোষবিধান করিলেন। মাতা কৌশল্যা, রামরূপী নারায়ণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে, আনন্দাশ্রুপাতে বক্ষ প্লাবিত করিয়া, ভক্তি-ভাবিত-হৃদয়ে

ভগবানের সেই অপরূপ মধুরিমাময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া গরিমাময়ী হইয়া, পুত্র-রত্নের গরিমায় গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ মধুর বচনে কহিলেন;—

বটস্য পত্রে শয়নং মুরারে—
বস্ত্রং কষায়ং পরিধানকালে।
কল্পান্তকালে শিশুরূপরূপং
বালং মুকুন্দং মনসা স্মরামি॥

অনন্তর, অযোধ্যাধিপতি মহারাজা দশরথ পুত্রজন্মহেতু উৎসব শ্রবণ করিয়া, অসীম অনন্ত আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং কুলগুরু আত্মজ্ঞানপরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সহিত তথায় আগমন করিলেন। বিশ্বপাবন ভুবনমোহন রাজীবলোচন ভগবান্ রামকে দর্শন করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দের সীমা রহিল না; হৃদয়-সাগর আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছসিত হইয়া, উত্তাল তরঙ্গে উজান বহিয়া, দুকূল প্লাবিত করিল, আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে, বিমল উৎসাহে, পরমোৎসবে, আনন্দ-ব্যগ্রতায়, আকুল-আবেগে, তিনি কুলগুরুর সহিত পুত্রের জাতকর্ম্ম সমাপ্ত করিলেন। এদিকে কমলেক্ষণা কৈকেয়ী ভরতনামা পুত্রকে প্রসব করিলেন এবং সৌভাগ্যবতী সুমিত্রার পবিত্র গর্ভে পূর্ণচন্দ্রসদৃশানন যমজ পুত্র উদ্ভূত হইল। মহা-রাজা দশরথ এই ভুবনমোহন অপরূপ-রূপ-লাবণ্য চারিপুত্র লাভ করিয়া, সানন্দে অকাতরে ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গ্রাম, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, বহুমূল্য বসন ও শুভ সুলক্ষণা সুরভী গাভী দান করিলেন। যোগিগণে যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে যে ধন পায়,—অনন্ত যাঁহার অন্ত না পায়,—যাঁহার রাঙ্গা পায়, জীবগণে মোক্ষ পায়, —দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়,—ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়,

—যোগিগণে যোগাসনে বসিয়া, আজীবনকাল যম-নিয়ম, আসন -প্রাণায়াম, প্রত্যাহার-ধারণা, ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধন করিয়া,—ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া,—দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া,—দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া,—নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, স্তিমিত-নয়নে, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, যাঁহার কোটি-সূর্য্যপ্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ বিশ্ব-বিমোহন ভুবনপাবন পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর কমণীয় মূর্ত্তির ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন থাকিয়া, আজন্মসঞ্চিত স্তূপীকৃত সজ্জীভূত অজ্ঞান-অন্ধ-কার নাশকরতঃ বিদ্যাবলে যাঁহাতে রমণ করিয়া থাকেন; অথবা স্বীয় উজ্জ্বল-সম্মোহন চির-সুন্দর বপুঃ-সৌন্দর্য্য দ্বারা, যিনি স্বীয় অনুগত ভক্তদিগকে আনন্দিত করেন; সেই জন্য ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি কুলগুরু বশিষ্ঠ, তাঁহার নাম রাখিলেন—'রাম।'

আত্মজ্ঞান-পরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি কুলগুরু বশিষ্ঠ, অন্য পুত্র-গণকে প্রজাভরণ হইতে 'ভরত', লক্ষণশালিতা-প্রযুক্ত 'লক্ষণ' এবং শত্রুনিপাতহেতু—'শত্রুঘ্ন' নামে অভিহিত করিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃচতুষ্টয় স্ব স্ব জননী কর্ত্তৃক পরম যত্ন-সহকারে পালিত হইয়া, শশিকলার ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; জগতের আনন্দকারক শ্রীরাম মায়া-প্রভাবে বালদেহ ধারণ করিয়া, রাজ-দম্পতি দশরথ ও কৌশল্যার মনোহরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, কিছুকাল অতীত হইলে,—ভগবান্ শ্রীরাম, লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্ন কৌমারে পদার্পণ করিলেন; তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অনতিকালের মধ্যে, লীলাবশতঃ নররূপধারী লীলাকারী শ্রীহরি ধনুর্ব্বেদ ও সকলশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

এবং পরমাত্মা মনুজাবতারো—
মনুষ্যলোকাননুসৃত্য সর্ব্বম্।
চক্রেঽবিকারী পরিণামহীনো -
বিচার্য্যমাণো ন করোতি কিঞ্চিৎ॥
অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি। ৩

এইরূপে পরম কারুণিক পরমেশ্বর, পরম বিভু পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি রাম-রূপে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া, মনুষ্যলোকের অনুসরণ-পূর্ব্বক, মনুষ্যের ন্যায় সকল কার্য্য সাধন করিতেন; কিন্তু, বিচার করিয়া দেখিলে, তিনি স্বয়ং কিছুই করেন নাই; কারণ, তিনি নির্ব্বিকার ও পরিণামহীন।

পরম বিভু পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি, আত্মমায়ায় রামরূপে পুণ্যাত্মা দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, অমল-প্রভ জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি তপঃপরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বিশ্বামিত্র, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, ভূ-বৈকুণ্ঠ অযোধ্যা-ধামে আগমন করিলেন। মহারাজা দশরথ, তাঁহাকে স্বভবনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি-নম্র-বচনে, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদর্থমা-গতোঽসি ত্বং ব্রূহি সত্যং করোমি তৎ।" 'ভগবন্! এক্ষণে কি নিমিত্ত আগমন হইল, বলুন; আমি সত্য সত্যই অচিরাৎ তাহা পালন করিব।' মহর্ষি তাঁহার তাদৃশ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, —'প্রতিপর্ব্বেই আমি দেব ও পিতৃলোকদিগের নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিলেই মারীচ, সুবাহু ও অনুচর প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়া, আমার যজ্ঞে বিঘ্নসাধন করে; অতএব, সেই দুই দৈত্যের বধার্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র

রামকে আমায় অর্পণ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত আগে ইহা পরামর্শ কর, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, যদি ইহা হয়, তবে রাম ও লক্ষ্মকে প্রদান কর।'

মহারাজা দশরথ চিন্তিত ও ভীত হইলেন; কিন্তু, তথাপি মুনির আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, বশিষ্ঠকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গুরো! এখন কি করি? রাম এখান হইতে অন্যত্র গেলে আমি কিছুতেই বাঁচিব না। বিশ্বামিত্রকেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না; করিলে, নিশ্চয়ই শাপ দিবেন; অতএব যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহাই আদেশ করুন।'

বশিষ্ঠ কহিলেন,—'রাজন্! দেবগুহ্য অতীব গহন। যত্নের সহিত শ্রবণ কর;— "রামো ন মানুষো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ" রাম মানুষ নহেন; পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা সনাতন ভূভারহরণার্থ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, এক্ষণে তোমার গৃহে সৌভাগ্যবতী কৌশল্যার গর্ভে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তুমিও ব্রহ্মার বংশধর প্রজাপতি—'কশ্যপ' এবং যশস্বিনী কৌশল্যা দেবমাতা—'অদিতি।' পূর্ব্বে তোমরা উভয়ে উগ্র তপস্যা করিয়াছিলে, ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া, বরদান দিতে চাহিলে, তোমরা তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেইজন্য তিনি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন। রাজন্! লক্ষ্মণ অনন্তের অংশ; আর, ভগবানের চক্র ও গরুড় ভরত ও শত্রুঘ্নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যোগমায়া সীতা ওদিকে বিদেহরাজ জনকের দুহিতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারই সহিত রামকে যোজিত করিবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন। নরনাথ! ইহা অতি গুহ্য কথা; অতএব, কৌশিককে পূজা করিয়া, প্রীতমনে তাঁহার সহিত রমানাথ রামকে ও লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দাও।'

বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ আনন্দিত হইয়া, কৌশিকের হস্তে উভয় ভ্রাতাকে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন এবং কিয়দ্দূরে গিয়া, তদুভয় ভ্রাতাকে 'বলা ও অতিবলা' নাম্নী দুইটি বিদ্যা প্রদান করিলেন। কারণ, এই দুই বিদ্যা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা ও দৌর্ব্বল্য জন্মে না। অনন্তর তাঁহারা তাড়কা—কাননে উপস্থিত হইলেন; এখানে 'তাড়কা' নাম্নী এক কামরূপিণী রাক্ষসী বাস করে, সে অখিল লোকের বাধা দিয়া থাকে। মহর্ষি রামকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"জহি তামবিচারয়ন্" 'অবিচলিতচিত্তে তাহাকে বধ কর।' রঘুবর রাম, আদেশ পাইবামাত্র সগুণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক, তাহাতে টঙ্কার করিলেন। সেই টঙ্কারনাদে বনস্থলী পূর্ণ হইল; সেই শ্রবণভৈরবনাদ তাড়কার সহ্য হইল না। রাক্ষসী দারুণ ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া, নিবিড় জলদবৎ ঘোররূপে রামের অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অমনি রাম তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ শর প্রহার করিলেন, তাহাতে সে প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে বিশ্বামিত্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাড়কা শাপে পিশাচ যোনী প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীরামের অনুগ্রহে, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া, সুন্দরী যক্ষীর রূপ প্রাপ্ত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, স্বর্গে গমণ করিল। অনন্তর রাম বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—'ভগবন্! যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন এবং সেই দুইটা রাক্ষসাধম কোথায় আছে দেখাইয়া দিন।' বিশ্বামিত্র—"তথাস্তু" বলিয়া, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়, রুধির ও অস্থি বর্ষণ করিতে করিতে, তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আকর্ণজ্যা আকর্ষণ করিয়া, দুইটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে

তদুভয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সে ব্যাপার অতীব অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। বিশ্বামিত্র পূজ্যযোগ্য রঘুনন্দনকে ভক্তি-সহকারে পূজা করিলেন। অনন্তর, রাম যৌবন পথে পদার্পণ করিলেন। তরুণ-যৌবন-সঞ্চার-সময়ে, অপরিসীম রূপসিন্ধু, তাঁহার নীলদ্যুতিসম্পন্ন কোমল কলেবর হইতে যেন, উচ্ছলিত হইতেছিল। জনক-দুহিতা সীতার সহিত বিবাহাদি কার্য্য সমাপন হইল। কিছুদিন পরে, দৈব-সুপ্রেরণায়, কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায়, মহারাজা দশরথ শ্রীরামকে বনবাস করিতে আদেশ করিলেন, শ্রীরাম পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ সীতা ও লক্ষণ সহ বনবাসে যাত্রা করিলেন। তৎকালে অনেকানেক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস-রাক্ষসীর ও বানর-বানরীর প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তাহারা অচিরাৎ চরম-সুখ,—চির-শান্তি, পরম-আনন্দময় নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়া, তথায় চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়াছিল; তাহাদিগকে এই মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া, পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অতঃপর শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ-সহ পঞ্চবটীতে উপনীত হইয়া, তথায় অনেকদিন বাস করিলেন। একদা রাম-লক্ষণের অবর্ত্তমানে মহাবলশালী রাক্ষস দৈত্যেশ্বর রাবণ, সীতাকে চুরি করিয়া, লঙ্কায় প্রস্থান করিল। তাহা রাবণ-বনিতা মন্দোদরী জানিতে পারিয়া, রাবণ-সকাশে উপনীত হইয়া কহিল,—'হে নাথ! আমার সত্যবাক্য শ্রবণ কর এবং তদনুসারে কার্য্য কর। রাম—সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরম-বিভু পরমেশ্বর;—ইনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা। ইনি পূর্ব্বকল্পে মৎস্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, বৈবস্বত মনুকে সকল বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন;—এই রাম পূর্ব্বে লক্ষ যোজন বিস্তৃত কূর্ম্মরূপ গ্রহণ করেন এবং সমুদ্রমন্থনকালে পৃষ্ঠে সুবর্ণ পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। এই রাম কোন সময়ে পৃথিবী উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, বরাহ-রূপ

ধারণ করিয়া, হিরণ্যাক্ষ অসুরকে নিহত করেন। ইনিই পূর্ব্বকালে নরসিংহমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া, ত্রিলোক-কণ্টক হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বধ করেন। এই রামই ত্রিপদে ত্রিজগৎ অধিকার ও বলিরাজকে বন্ধন করিয়া, দেবরাজকে ত্রিজগৎ দান করিয়াছিলেন। রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়-রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহাতে পৃথিবী অতি ভারাক্রান্তা হয়। পরশুরাম-রূপে তাহাদিগকে নিহত করিয়া, জয়-লব্ধ ভূমণ্ডল মুনিবর কশ্যপকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পরাৎপর রঘুশ্রেষ্ঠ, আপনাকে বধ করিতে সম্প্রতি রঘুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার পুত্রনাশের জন্য এবং আপনার নিজের মৃত্যুর জন্য, কেনই বা তাঁহার ভার্য্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতাকে, বন হইতে বলপূর্ব্বক, হরণ করিয়া আনিয়াছেন? এখনও বা না হয় বিদেহনন্দিনীকে রঘুবর-সমীপে প্রেরণ করুন।' রাবণ মন্দোদরীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—

"রামেণ সহ যোৎস্যামি রামবাণৈঃ সুশীঘ্রগৈঃ॥
বিদার্য্যমাণো যাস্যামি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
জানামি রাঘবং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীম্॥
জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্বলাৎ।
রামেণ নিধনং প্রাপ্য যাস্যামীতি পরং পদম্॥
বিমুচ্য ত্বাং তু সংসারাদ্গমিষ্যামি সহ প্রিয়ে।
প্রক্ষাল্য কল্মষাণীহ মুক্তিং যাস্যামি দুর্লভাম্॥"

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা। ১০

'ভদ্রে! আমি রামের সহিত যুদ্ধ করিব, সুশীঘ্রগামী রামবাণে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া, বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইব। আমি রাঘবকে বিষ্ণু বলিয়া জানি; জনকনন্দিনীকেও লক্ষ্মী বলিয়া জানি;

রামের হস্তে নিহত হইয়া, পরম পদ প্রাপ্ত হইব, এই জন্য—জানিয়াই, জনক-নন্দিনী সীতাকে, আমি বলপূর্ব্বক বন হইতে লইয়া আসিয়াছি। আমি জানি, রাম মনুষ্য নহেন; আমাকে বিনাশ করিবার জন্য, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, মনুষ্যরূপে রঘুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন;—"বধ্যো যদি স্যাং পরমাত্মনাহং বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েঽহম্। নো চেদিদং রাক্ষস রাজ্যমেব, ভোক্ষ্যে চিরং রামমতো ব্রজামি।" যদি পরমাত্মা রাম আমাকে বিনাশ করেন, তবে চিরকালের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠরাজ্য পালন করিব অর্থাৎ সাযুজ্যরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত হইব। নতুবা চিরকাল এই রাক্ষস-রাজ্য ভোগ করিতে হইবে। অতএব,—"বিরোধবুদ্ধ্যৈব হরিং প্রয়ামি" বিরোধ-বুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করিব। যেহেতু,—"দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদেৎ" জগদীশ্বর ভক্তিতে শীঘ্র প্রসন্ন হন না। হে প্রিয়ে! সংসার ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব; মুমুক্ষুগণ, যে নির্ম্মল পরমানন্দময় স্থান লাভ করেন, আমি রণক্ষেত্রে রামের হস্তে নিহত হইয়া, সেই স্থান প্রাপ্ত হইব। অতএব, তাঁহার নিকট বিরোধ-বুদ্ধিতেই গমন করা উচিত। কেন না, ইহলোকে সকল পাপ দূরীকৃত করিয়া, দুর্লভ মুক্তিপদ লাভ করিব। আমি এই সংসার-সমুদ্র পার হইয়া, অচিরে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইব।

ক্লেশাদি পঞ্চকতরঙ্গযুগং ভ্রমাঢ্যং,
দারাত্মজাপ্তধনবন্ধুঝষাভিযুক্তম্।
ঔর্ব্বানলাভনিজরোষমনঙ্গজালং,
সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা। ১০

ইহাতে পঞ্চক্লেশ এবং তন্মূলক স্থূলবৃত্তি সকল তরঙ্গ-স্বরূপ; যুগ-

পরিবর্ত্তন আবর্ত্ত;—এই সংসার-সমুদ্র স্ত্রী, পুত্র, আপ্ত, বন্ধু এবং ধন-সম্পত্তি-রূপ জলজন্তুগণে আবৃত; ইহাতে প্রাণীদিগের নিজ নিজ ক্রোধই বাড়বানলের তুল্য, অনঙ্গই ইহাতে জালরূপে অবস্থিত।' রাজ্ঞী মন্দোদরীকে এই কথা বলিয়া, রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, রাবণ রণস্থলে গমন করিল। উভয়ে অনেক যুদ্ধ হইল। অনন্তর, মহাবাহুবলী রাম, শরীর-প্রভায় জাজ্বল্যমান্ ভাস্কর-কিরণ-জালে প্রতিফলিত ত্রিলোক-ভয়াবহ অদ্ভুত উগ্র ব্রহ্মাস্ত্র—বেদোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রপূত করিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই মর্ম্মঘাতী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায়, সেই শরীরনাশক ঘোরতর প্রচণ্ড বাণ বিকট-বদন কৃতান্তের ন্যায়, রাবণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া, মহাবল রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। অমনি দশানন ভূতলে নিপাতিত হইয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে, অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিল। দেবগণ স্বর্গ হইতে রাঘবের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং—"রাবণস্য চ দেহোত্থং জ্যোতিরাদিত্যবৎ স্ফুরম্। প্রবিবেশ রঘুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশ্যতাং সতাম।" দেবগণ দেখিতে লাগিলেন, জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যতুল্য ভাস্বরজ্যোতিঃ রাবণের দেহ হইতে উত্থিত হইয়া, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রঘুবরে প্রবেশ করিল। দেবতারা বিস্ময়-বিস্ফারিত-চকিত-নয়নে তাহা দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—'ওঃ মহাত্মা রাবণের কি মহাভাগ্য! আমরা সত্ত্বগুণপ্রধান দেবতা—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দয়ার পাত্র; কিন্তু, তথাপি আমাদিগের ভয়—দুঃখ—শোকাদি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদিগকে বারংবার সংসারে গতায়াত করিতে হয়; কিন্তু, এই রাক্ষস—ক্রুর, ব্রহ্মঘাতী, অতীব তমোগুণ-সম্পন্ন, সতত পরস্ত্রীতে আসক্ত, বিষ্ণু-দ্বেষক এবং তাপস-হিংসক; পরন্তু, তথাপি সে,

সর্ব্বভূতের সমক্ষে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রে প্রবিষ্ট হইল!' দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন;—'ওহে দেবগণ! তোমরা ধর্ম্মতত্ত্বে বিচক্ষণ;—এবিষয়ে একটি কথা বলি শুন,—রাবণ সর্ব্বদা রামের প্রতি দ্বেষ বশতঃ ভৃত্যগণের সহিত নিরন্তর দ্বেষকভাবে রাম-চরিত্র শ্রবণ করিয়া, সেই রামকেই মনে মনে ভাবনা করিত; রামের হস্তে আপনার নিধন হইবে জানিয়া, ভয়ক্রমে জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম সর্ব্বত্র রামকে দেখিতে পাইত;—এমন কি—প্রত্যহ স্বপ্নেও রামকে দেখিত; রামের প্রতি রাবণের ক্রোধও অবিলম্বে, গুরুপদেশজনিত জ্ঞান হইতে ফলজনক হইয়াছিল। রাবণ অবশেষে রামহস্তে নিহত হওয়ায়, তাহার সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইল এবং সে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইয়া রাম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। দুরাত্মাই হউক, আর পরধন বা পরস্ত্রীতে আসক্ত পাপিষ্ঠই হউক, যদি প্রীতিবশতঃ বা ভয়ক্রমে নিরন্তর রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে ভাবনা করতঃ দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে, সে নির্ম্মল-চিত্ত এবং শত শত জন্মার্জ্জিত নানাদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ রামরূপী বিষ্ণুর সুরবর-বন্দিত আদ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করে।

হত্বা যুদ্ধে দশাস্যং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন চাপং,
ভূমৌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্নিতরকরধৃতং ভ্রাময়ন্ বাণমেকম্।
আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ সূর্য্যকোটিপ্রকাশো,
বীর শ্রীবন্ধুরাঙ্গস্ত্রিদশপতিনুতঃ পাতু মাং বীররামঃ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা। ১১

ত্রৈলোক্যপীড়ক দশাননকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, ভূতলস্পর্শী শরাসনে বামহস্তের ভর দিয়া দণ্ডায়মান রাম, একটি বাণ লইয়া, দক্ষিণ হস্তে ঘুরাইতেছেন; তাঁহার লোচনপ্রান্ত আরক্ত; শরাঘাতে

শরীর ক্ষত-বিক্ষত; তাঁহার তৎকালে কোটিসূর্য্যপ্রদীপ্ত জ্যোতিঃ এবং জয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গনে অবয়বে অপূর্ব্ব শ্রী-সঞ্চার হইয়াছে; সেই সুরপতি -বন্দিত বীরবেশধারী শ্রীরাম আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।'

অতঃপর পার্ব্বতী মহাদেবের ঈদৃশ রাম-রহস্য শ্রবণ করিয়া, আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন,—'হে প্রভো! হে ভগবন্! রাম-চন্দ্রের কথামৃত আস্বাদন করিয়া, তৃপ্তি লাভ করিলাম। অতএব,—"পরিপূর্ণতমো রামঃ;"—ইহাতে আর সংশয় নাই। তিনিই সাক্ষাৎ জগদীশ্বর নারায়ণ এবং লক্ষ্মণই অনন্ত;—তাঁহারা দুইজনে বিশ্বনাটকের সূত্রধার,—ভূ-ভার হরণের জন্য, তাঁহারা মনুষ্যাকারে মানব-দেহ পরিগ্রহ করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার হইলেও, তিনি মায়াবলম্বনে আকারবান্ হইয়া, মহতী-ইচ্ছায় লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন;—তিনি নিখিল স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব-পদার্থ,—তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে সমভাবে বর্ত্তমান আছেন;—তিনি সত্য-সনাতন;—তিনি নিত্য—নিরঞ্জন; তিনি সমস্ত জগতের আধার—অনন্তরূপী জগদীশ্বর;—তাঁহার কেহ অধীশ্বর নাই;—তিনি জ্যোতিষ্ক-জীবন চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের তেজঃপ্রকাশ করেন,—প্রজ্বলিত হন,—বিশ্বরক্ষা করেন ও নাশ করেন; সেই অব্যয়, অক্ষয়, অনন্ত,—সেই সর্ব্বেশ্বর লীলাময় পরম পুরুষ,—এইরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন; তিনিই সনাতন বিষ্ণু;—এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এই সমস্ত চরাচর ত্রৈলোক্য তৎ-কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। অতএব,—"সুরানীকদুঃখৌঘনাশৈকহেতুং নরা-কারদেহং নিরাকারমীড্যম্। পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং, হরিং-রামমীশং ভজে ভারনাশম্॥" যিনি অমরনিকরের দুঃখরাত্রিনাশে একমাত্র হেতু;—যিনি বস্তুতঃ নিরাকার হইয়াও, স্বকীয় মহতী

শক্তি—মায়াবলে মনুষ্য সদৃশ দেহ ধারণ করিয়াছেন; সেই স্তবনায় পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমেশ্বর পরমানন্দময় ভূভারহারী শ্রীরামকে ভজনা করি।'

ব্রহ্মামৃতং ভজ সদা সহজপ্রকাশং,
সর্ব্বান্তরং নিরবধি প্রথিতপ্রভাবম্।
যদ্যস্তি তে জিগমিষা সহসা ভবাব্ধেঃ,
পারে পরে পরম শর্ম্মণি নিষ্কলঙ্কে॥

হে বিভ্রমগ্রস্ত সংশয়-সাগরালোড়িত-হৃদয় জীবকুল! যদি এই কাম-ক্রোধাদিরিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্তচঞ্চল অকূল দুষ্পার ভব-পারাবারের পরপারে, যেখানে সর্ব্বজীবের—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" নিদানের বন্ধু সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার চরম-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দ-স্বরূপ এবং সকল ক্লেশ-রহিত ভগবান্ সতত বিরাজমান্;—যেখানে চির-উজ্জ্বল চিরজ্যোতিষ্মান্ স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, অনন্ত-স্বরূপ, প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী, অবিনাশী, অমৃত, অভয়, পরব্রহ্ম বিদ্যমান্, সেইখানে যাইতে তীব্র বাসনা কর, তবে ব্রহ্মামৃত সহজপ্রকাশ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর ভজনা কর।

—০—

চতুর্থোচ্ছ্বাস।

—রামোপাসনা—

স্মিতরুচিরবিকশিতাননাব্জ—
মতিসুলভং সুররাজনীলনীলম্।
সিতজলরুহচারুনেত্রশোভং,
রঘুপতিমীশগুরোর্গুরুংপ্রপদ্যে॥

যে পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর ভুবনমোহন শ্রীরামচন্দ্রের সরস-মধুর হাস্য-মণ্ডিত আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ বদনারবিন্দ বদন-কমল সর্ব্বদা নয়ন-মনোরঞ্জন হাস্যদ্বারা বিকশিত;—যাঁহার সুচারু মনোমদ আয়ত-গভীর আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল নয়নারবিন্দ নেত্রযুগল মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-রশ্মি-প্রতিফলিত শ্বেত-পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে;—আমি সেই জ্যোতিষ্ক-জীবন মধ্যাহ্ন-তপন-কিরণ-প্রতিফলিত ইন্দ্রনীল-মণি-সদৃশ সুনীল কান্তি-সম্পন্ন কোটি-কন্দর্প-বিনিন্দিত আলোক-সামান্য কমনীয়; বিরাগ-রসিক ভক্তিনিষ্ঠ একান্ত ভক্তজনের অতি সুলভ এবং প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য সত্যলোকের অধীশ্বর মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মার আদিগুরু রঘুকুলসূর্য্য রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম; তাঁহাকে আমার বারংবার নমস্কার।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আনন্দময়। জীবকে আনন্দময় বলা যায় না; কেন না, জীব মায়াধীন এবং শ্রীরামচন্দ্র মায়াধীশ। সুতরাং জীবেশ্বরে ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু, আনন্দময়ের উপাসনার সহায়তায় জীবের জীবত্ব ঘুচিলে, সর্ব্ববাসনা-মুক্ত জীব,আনন্দময়ের শ্রীচরণারবিন্দে আত্মলীন করিয়া,চিরানন্দ লাভে সমর্থ হয়। অতএব, উপাসনার স্বরূপ কি? উপাসনা কাহাকে বলে?

উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি।

বেদান্তসার।

বেদান্তদর্শনাচার্য্য বলেন,—'আনন্দময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ আমাদের এই পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল বিষম-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর; কেন না—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্" তাঁহার সেই অচিন্ত্য রূপ অতি অদ্ভুত; তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম,—তিনি মানব-মনের অগোচর,—মানব-চিন্তার অতীত। সুতরাং তাঁহার দিব্যরূপ আমাদের ধারণাতীত; সেইজন্য তাঁহাকে—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্" বলা হইয়াছে। কেন না, তিনি "অণোরণীয়ান্মহতোমহীয়ান্" অণু হইতে অণুতর ও মহৎ হইতে মহত্তম। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই; তাঁহার নাম-অনন্ত; তাঁহার রূপ—অনন্ত; তাঁহার শক্তি—অনন্ত; তাঁহার লীলা—অনন্ত; মোটের উপর, তাঁহার সকল অনাদি অসীম অনন্তত্বে পরিসমাপ্ত। তাঁহার দিব্যরূপ—অনাদি অনন্ত অসীম; অথচ তিনি সান্ত ও সাকার। পরন্তু, তাহা হইলেও, এই পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল চর্ম্ম-চক্ষু, তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কেন না, আমাদের এই পাপ-পঙ্কে-পঙ্কিল চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত তাঁহার এমন কোন রূপ নাই,—আকার নাই, চিহ্ন নাই,—মোটের উপর—তাঁহার কোন প্রকার প্রতিরূপ মূর্ত্তি নাই, যাহা দিয়া তোমায় বুঝাইতে পারি;—তিনি নিঃস্বভাবক

প্রতিরূপ-বিবর্জ্জিত; সেই নিমিত্ত তাঁহাকে আমরা সহজে দেখিতে পাই না।' তবে তিনি কি? তিনি যে কি, তাহা তোমায় কেমনে বুঝাইব? তিনি যে কেমন, তাহা শুধু তাঁহার নাম শুনিয়াই, তাঁহাকে জানিতে হয়। দেখ, রসনাই আস্বাদের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ,- সে আস্বাদ কেমন, তাহা ত আর অন্য কাহারও সাহায্য লইয়া প্রতীয়মান হয় না; সেই প্রকার, যাঁহারা আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ ভগবদনুগত ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা উপাসনা করিতে করিতে, উপাসনার সহায়তায় কর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইলে, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়;—চিত্ত শুদ্ধ হইলে, হৃদয়ে অব্যভিচারিণী বিষ্ণুসাযজ্যকারিণী ঐকান্তিকী অহৈতুকী ভক্তির আবির্ভাব হয়। ভক্তি পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; সেই আত্মজ্ঞানের বিভবে—দিব্যচক্ষুর প্রভাবেই, সেই প্রতিরূপ-বিবর্জ্জিত আনন্দময় ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পান এবং চির-সুন্দর চির-মধুর ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। কিন্তু, তাঁহারা তাঁহাকে নিজে বুঝিতে বা জানিতে পারেন অথবা দেখিতে পান; পরন্তু কাহাকেও বুঝাইতে বা জানাইতে অথবা দেখাইতে পারেন না; কেন না, তাহা অনুভূতিগম্য; সুতরাং অনুভবের জিনিষ। সেই জন্য আত্মজ্ঞান-পরায়ণ বিরাগ-রসিক ভক্তিমান্ পরম ভাগবত দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—"মূকাস্বাদনবৎ।" কেন না, তাঁহার স্বরূপ যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহাকে যাঁহারা জানিতে পারেন বা বুঝিতে পারেন অথবা দেখিতে পান, তদবস্থায় তখন তাঁহাদের ভাষা নির্ব্বাক্ হইয়া যায়,—ইন্দ্রিয়গ্রাম নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে,—দর্শনেন্দ্রিয় বাহ্যদৃষ্টিকে লুপ্ত করিয়া, মনশ্চক্ষুতে জাগ্রত হইয়া উঠে,—অন্তরের অনাবিল সুস্নিগ্ধ আনন্দময় আলোকে, এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতিতে

শরীর, প্রাণ ও মন স্পন্দন-রহিত হইয়া পড়ে,—অন্তরিন্দ্রিয়ের জাগ্রচ্ছক্তি বাহেন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া, আকুল আবেগে সাড়া দিয়া উঠে;—ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে;—আমিত্বের অহঙ্কার,—রিপুর তাড়না,—ইন্দ্রিয়ের তাণ্ডব,—বাসনার অনল প্রভৃতি সকলই আনন্দময় রস-সাগরে বিলুপ্ত হইয়া যায়;—মন বিশাল বারিধির উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসের মত আকুল আবেগে বিশ্বপ্লাবিত করিয়া, "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" আনন্দময় শ্রীভগবানের প্রতি ছুটিয়া যায়;—তাঁহারা তখন ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া,—দুর্জ্জয় রিপুচয়কে সংযত করিয়া,—দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্তে একাগ্র-মনে, স্থির-দৃষ্টিতে, এই বিরাট্-বপু বিশ্বের অনলে-অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনী-মণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র, মোটের উপর—এই বিরাট্-বপু বিশাল পৃথিবীর আসমুদ্র-হিমালয়ের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বালুকণাটির মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে পান এবং তাহাকে দর্শন করিয়া, এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন যে, অন্তর এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ অসুখকর মৃত্যুর আকর মর্ত্ত্যলোকের অনন্ত ঊর্দ্ধে মোটের উপর, এই লৌকিক রাজ্য ছাড়াইয়া, এক অলৌকিক আনন্দময় রাজ্যে উপনীত হয়; অন্তর সে রাজ্যের আনন্দ সহজে ভুলিতে চায় না; তন্ময় হইয়া, সেই রাজ্যেই সতত বসবাস করিতে ইচ্ছা করে, তাহার আনন্দ লাভে নিবৃত্ত হয় না; তখন তাঁহারা সতত ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন। সে রাজ্য তোমার এই স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ পার্থিব রাজ্য নহে, অনন্ত তারা-কুসুমিত, গগনোপবন-পরিশোভিত, কাম-ক্রোধ—রাগ-দ্বেষ; ঈর্ষ্যা-হিংসাদি পূতিগন্ধময় তোমার চির-বিচরণ-ভূমি এই নর-সঙ্কুল

নরাবাস ধরাধামের মত নহে। তোমার গণনাময় স্বার্থযুক্ত রাজত্ব হইতে, অতি ঊর্দ্ধে,—অনন্ত ঊর্দ্ধে—আর এক উচ্চতর, পবিত্রতর, পূর্ণতম রাজ্য আছে। সে রাজ্য উজ্জ্বল-সম্মোহন,—চির-প্রদীপ্ত,—চির-বসন্ত-সমীর-প্লাবিত;—সে রাজ্যে তোমার এই কলুষতা, পঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি কিছুই নাই। সে রাজ্য তোমার স্বপ্নের অগোচর এবং মনেরও অগম্য স্থান,—জ্ঞানাতীত;—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ!
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬। ১৪

এই যে অসীম-বিস্তার অনন্ত অপার সুনীল আকাশে, অনন্ত গৌরব,—মহান্ সুন্দর,—জীবন্ত বিস্ময়,—জলন্ত মাধুর্য্য,—জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভ-মণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিষ্ক জীবন—উজ্জ্বল-সম্মোহন দেব প্রভাকর, সেই চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ রাজ্যকে প্রকাশ করিতে পারে না;—ঐ যে অশ্রান্ত অনন্ত নীল নভোদেশে নভোদীপরাজি নিশীথ-রতন গগণ-ভূষণ কোটি-গ্রহ-তারা জ্বলিয়া উঠিয়া, বিমল জ্যোতিতে সংসারকে আলোকিত করিয়া, নীলাম্বরে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে;—ঐ যে নীলাকাশে জনগণ-মনোহারী;—অসীম নভোবিহারী, মধুর-মনোহর প্রসন্ন-স্নিগ্ধ-প্রাণ-প্রীণন—নয়ন-মনোরঞ্জন বিভাকর সে রাজ্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; ঐ যে অসীম আকাশে নীল নভস্তলে বিদ্যুদ্বর্ষী মেঘমণ্ডলে আকাশ-বিভাসিনী চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালা—

ইহারাও, সেই জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। আর, এই যে, নরাবাস ধরাধামের ভৌমাগ্নি প্রভৃতি উদ্দীপ্ত অনলরাশি, এই সকল সামান্য অগ্নির কথা আর কি বলিব? সেই বিশ্বপ্রকাশক কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল কোটি নক্ষত্রপুঞ্জ ও কোটিবিদ্যুৎ-পুঞ্জ সমপ্রভ জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের কণামাত্র জ্যোতিঃতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া, এই সকল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। সে রাজ্য অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য্যময় ও অনির্ব্বচনীয়,—সে মানব মনের অগোচর, এমন কি—মানব ধারণার ও অতীত, অতি সুন্দর, অতি মধুর;—সেই অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় রাজ্যে, চির গীতি-গন্ধ ভরা চির স্নিগ্ধ বসন্ত-সমীর চিরদিন প্রবাহমান; সেই চির-স্নিগ্ধ-মধুমাসে বাতাস-গীতি-গন্ধভরা রাজ্যে, চির-নূতন-মুকুলিত সুরঞ্জিত পত্র, চির-সুরভিত বিবিধবর্ণানুরঞ্জিত পুষ্প, চির-মধুর বিবিধ প্রকার সুরসাল-ফলান্বিত সুরপাদপ এবং চির-শষ্পাবৃত চিরশ্যামল বসুন্ধরা চিরকাল বিদ্যমান; সেই চির-শষ্প-শোভিতা ফল-পুষ্প-গন্ধভরা চির-শ্যামল বসুন্ধরায় চির-নির্ম্মল নীলাকাশে, চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য ও চির-স্নিগ্ধ চির-উজ্জ্বল সুধাময় চন্দ্র এবং চির-জ্যোতিষ্মান্ চির-প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল—গ্রহ-তারা প্রভৃতি চিরকাল সমভাবে দীপ্যমান;—সেই চির-স্নিগ্ধ, চির-প্রদীপ্ত, চির-মধুর, চির-সুন্দর-রাজ্যে—চির-সুখ চির-শান্তি ও চিরানন্দ চিরদিন বর্ত্তমান; মোটের উপর—সে রাজ্য উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিক্রমে ঝঞ্ঝার অবসানে, সুনির্ম্মল সুনীল অসীম আকাশের মত নীল, স্থির, মৌন, উদার ও গম্ভীর!—

ন তত্র রোগো ন ভয়ং ন শঙ্কা,
ন তত্র জাড্যং ন চ তাপসঞ্চয়ঃ।

ন তত্র শোকো ন বিধির্নিষেধো—
ন তত্র মোহো ন চ বৈ প্রমাদঃ॥
ন তত্র বার্দ্ধ্যং জরয়াবসন্নং,
ন তত্র তৃষ্ণাকুলিতঞ্চ যৌবনম্।
ন তত্র বাল্যং তপসা বিগাঢ়ং
ন তত্র শক্তিঃ পরপীড়নাঢ্যঃ॥

সেই চির-উজ্জ্বল, চির-মধুর, চির-সুন্দর; চির-সুখ, চির-শান্তি, চিরানন্দ অনাময় রাজ্যে, আধি-ব্যাধি শোক তাপের দৌরাত্ম্য নাই;—ভয়ের আধিপত্য নাই;—শঙ্কার অবসর নাই;—জড়তার স্থান নাই;—বিধি-নিষেধের উপদ্রব নাই;—মোহের কুহেলিকা নাই;—প্রমাদের দুর্ব্বিসহ অভিঘাত নাই;—বার্দ্ধক্যের আধিপত্য নাই;—মাংসাসিনী জরা-রাক্ষসীর অধিকার নাই;—তৃষ্ণাকুলিত যৌবনের তাড়না নাই;—তপস্যার অন্তরায় বাল্যাবস্থা নাই,—পরপীড়নাঢ্য-শক্তির ক্ষমতা নাই;—মোটের উপর—সে রাজ্যে, কেহ আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান হন না,—কাহারও বুদ্ধির জড়তা আসে না,—কাহাকেও বিধি-নিষেধের নিয়মাধীন হইয়া থাকিতে হয় না,—কাহারও সমীপে মোহ স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিতে পারে না,—কাহারও আত্মজ্ঞানে প্রমাদ ঘটে না,—কাহাকেও বার্দ্ধক্যের বিষম ব্যাধির বৃশ্চিক-দংশনে কাতর হইতে হয় না,—কাহাকেও অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে—তৃষ্ণাকুলিত-হৃদয়ে দিন যাপন করিতে হয় না,—কেহও তপস্যার অন্তরায় বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হন না,—কেহ কাহাকেও উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হন না; মোটের উপর—সে রাজ্য আধি-ব্যাধি—শোক-তাপহীন,—জন্ম-জরা-মৃত্যু বিহীন, চরম-সুখ,—

চির-শান্তি, পরম-আনন্দের লীলা-নিকেতন। ঈশ্বর সে রাজ্যের অধিপতি, দেবতা তাহার প্রজা, মুক্তি তাহার আচ্ছাদন, পবিত্রতা তাহার আস্তরণ। সেখানে জীবন আছে; কিন্তু, মৃত্যু নাই। সেখানে যৌবন আছে; কিন্তু, বার্দ্ধক্য নাই। সেখানে বিশ্রাম আছে; কিন্তু, শ্রম নাই। সেখানে শান্তি আছে; কিন্তু, সংগ্রাম নাই। সেখানে জ্ঞান আছে; কিন্তু, মোহ নাই। সেখানে প্রেম আছে; কিন্তু, বিরহ নাই। সেখানে সাধুতা আছে; কিন্তু, শঠতা নাই। সেখানে আনন্দ আছে; কিন্তু, আক্ষেপ নাই। সেখানে আকাশে মেঘ নাই,—চন্দ্রের হ্রাস নাই, সূর্য্যের অস্ত নাই, বসন্তের বিরাম নাই,—কালের অন্ত নাই। সেখানে অনাবিল সুস্নিগ্ধ আলোকে দিগন্ত সতত উদ্ভাসিত,—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সৌগন্ধে প্রত্যেক অণু-পরমাণু মণ্ডিত,—স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বদাই উড্ডীয়মান,—সুপ্ত স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সকলেই নিরন্তর উৎসাহান্বিত। সে রাজ্য আমাদের এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান,—এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি, মৃত্যুর লীলা-ক্ষেত্র, —সুখ-শান্তি আনন্দবিহীন, —মায়া-মোহ—অজ্ঞান-অবিদ্যাদি স্তূপীকৃত সজ্জীভূত সূচীভেদ্য তমোরাশির অনন্ত ঊর্দ্ধে—এমন কি, মানস-কণ্ডূয়ন-মস্তিষ্কের স্মৃতি ও সাধারণ কল্পনার অতীত দূর-স্থানে;—সে রাজ্যে—"সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" স্থাবর-জঙ্গম নর-অমর প্রভৃতি সর্ব্বজীবের ধাতা, পাতা ও নিয়ন্তা,—অচিন্ত্য-তত্ত্ব-স্বরূপ,—কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎ-ফুল্ল জ্যোতির্ম্ময়,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" —নিদানের বন্ধু, চির-সখা, ত্রিতাপহারী, ভবপারাবারের কাণ্ডারী সতত বিরাজমান;—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।

সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥" তিনি মহান্, সমর্থ, পূর্ণ, সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধির প্রেরক;—তিনি অবিদ্যাদিদোষশূন্য পরমপদপ্রাপ্তির বিধান করেন;—তিনি প্রকাশ-স্বরূপ এবং অবিনাশী;—তিনি সর্ব্বব্যাপী ঐশ্বর্য্যাদি-সম্পন্ন;—"পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্।" তাঁহার নীলদ্যুতি-বিচ্ছুরিত জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদেহ নব-ফুট বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় কোমল, নির্ম্মল ও পরিমলময়; তাঁহার নীলপদ্ম-বিনিন্দিত উজ্জ্বল-সম্মোহন দিব্য দেহের দিব্যদ্যুতি, অপরাহ্নে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-রশ্মি বিকম্পিত প্রফুল্ল-বিকশিত নীলপদ্ম-সদৃশ অধিক প্রভা-বিশিষ্ট ও মধু-পরিপূর্ণ;—তাঁহার অপরূপ রূপ, অনন্ত মাধুরী ও অপরিসীম সৌন্দর্য্য, নব-রবি-কর-ফুল্ল জল-নলিনীর ন্যায় সুবিকশিত ও সুবাসিত রস-পরিপূর্ণ;—তাঁহার চির-উজ্জ্বল চির জ্যোতিষ্মান্ পরম সমুজ্জ্বল সুচারু বদনারবিন্দ, শারদীয় বিমল-জ্যোৎস্না-দীপ্ত স্নিগ্ধ-রশ্মি-বিকম্পিত প্রোজ্জ্বল বালেন্দুর স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ—শীতল-জ্যোৎস্না-প্রতিফলিত পূর্ণ বিকশিত নীল-কমলের দলরাজি-বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ-প্রভার ন্যায়, সুনীল সুবিমল সুমধুর সুশীতল প্রভাময়—অতি সুন্দর! অতি মনোহর! অতি মধুর! যেন স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না-বিচ্ছুরিত সুধাময় সুধাকর সমুদিত হইয়া, প্রদীপ্ত স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া, জগতের যাবতীয় সুন্দর পদার্থকে স্নিগ্ধালোকে আলোকিত করিয়া, যাবতীয় দৃশ্যমান্ সুন্দর পদার্থকে হাস্যময় করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা সেই স্নিগ্ধ-মধুর সজীব-সুন্দর আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ পরম-সমুজ্জ্বল পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানানন্দে মগ্ন আছেন, তাঁহারা সতত আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয়েন; কাজেই তদবস্থায় অন্যকে

বুঝাইতে বা জানাইতে অথবা দেখাইতে পারেন না,—তাঁহারা চিরদিনই মূকের ন্যায় অটল, অচল, স্থিরভাবে অবস্থান করেন। অতএব,—

ভজস্ব রামং পরিপূর্ণমেকং
বিহায় বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ।
হৃদা সদা ভাবিতভাবরূপ-
মনামরূপং পুরুষং পুরাণম্॥
অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা। ৬

হে সংশয় হলাহলে জর্জ্জরিত ভক্তি-বহির্ম্মুখ নাস্তিক্যবুদ্ধি কুটতার্কিক! হৃদয়ের সংশয়-অবস্কর-রাশি অপসৃত করিয়া, এমন কি, সন্দেহের কালিমা-রেখা পর্য্যন্ত মুছিয়া, বৈরিভাব অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ক্লেশ-কর্ম্মাদি-পরামৃষ্ট মানব-শরীরধারী মানুষ; সুতরাং তিনি ভগবান্ নহেন, এই প্রকার মনোগত ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক, পরমভক্তি সহকারে, সর্ব্বদা একাগ্র-চিত্ত হইয়া, সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অনন্যভক্ত হইয়া, সেই পুরাণ-পুরুষ পরিপূর্ণ-স্বরূপ এক-মাত্র ভগবান্ শ্রীরামকে ভজনা কর;—তিনি নিঃস্বভাবক নাম-রূপ বর্জ্জিত। স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে সর্ব্বদা তাঁহার চির-উজ্জ্বল চিরজ্যোতিয়ান্ চিন্ময় ব্রহ্মরূপ ভাবনা করিবে। সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে পরম-ভক্তি-সহকারে সর্ব্বদা এইরূপে ধ্যান করিলে, অগ্নি যেমন ক্ষণমধ্যে রাশি রাশি তুলা ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ তোমার পূর্ব্বকৃত মহা মহা পাপরাশি ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বসংশয় অপনীত হইবে; এমন কি—সর্ব্ববাসনা হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তিমে মুক্তিলাভ করিবে;—ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, জানা গেল যে, একমাত্র উপাসনার সহায়তায়, ভক্তির আবির্ভাবে, জ্ঞানোদয় হইলে, দিব্যচক্ষু-প্রভাবেই সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ হয়; অন্যথা নহে। তাঁহাকে দর্শন করিতে না চাহিলে, তাঁহাকে উপাসনা না করিলে,—উপাসনার দ্বারা তাঁহার একটু নিকটে যাইতে না পারিলে,—প্রাণের ভিতর তাঁহার দিব্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে ভক্তি না করিলে,—তাঁহাকে ভালবাসিতে না শিখিলে, তাঁহার দর্শনের অভিলাষ বা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধির বাঞ্ছা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি ত আমাদের দূরে নহেন;—তিনি যে আমাদের অতি নিকটেই আছেন; আমরা তাঁহাকে হেলায় হারাই বৈ ত নয়। নীতিকার বলেন,—"দূরস্থোঽপি সমীপস্থো যো যস্য হৃদি বর্ত্ততে। যো যস্য হৃদয়ে নাস্তি সমীপস্থোঽপি দূরতঃ॥" যে ব্যক্তি যাহার হৃদয়-কক্ষে মানস-পটে বিদ্যমান থাকে, সে "দূরাৎ সুদূরে" অনন্ত-যোজন দূরস্থানে দুর্ভেদ্য ব্যবধানের অন্তরালে বিদ্যমান থাকিলেও, অতি সমীপে—সন্নিকটে অবস্থিতি করে; কিন্তু, যে ব্যক্তি যাহার হৃদয়াগারে মানসপটে বিদ্যমান নাই অর্থাৎ মনের দূরে অবস্থিত, সে অতি সমীপে—সন্নিকটে বিদ্যমান থাকিয়াও,—"দূরাৎ সুদূরে" দুর্ভেদ্য ব্যবধানের অন্তরালে স্মৃতির অনন্ত যোজন দূরস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার জলন্ত,—উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,—"গিরৌ কলাপী গগণে পয়োদা, লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ সলিলে চ পদ্মম্। দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথো—যো যস্য হৃদ্যং নহি তস্য দূরম্॥" দেখ—এই ভূভৃৎ-সরিৎ-সরোবর-সমন্বিত ভূতলে, বন-বনান্ত-পরিশোভিত ভূধরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ময়ূরসঙ্ঘ;—আর, অনন্ত ঊর্দ্ধে—বহু যোজন দূরস্থানে নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্বর্ষী জলধরপুঞ্জ

অবস্থিত;—মেঘ-বক্ষে মেঘমালা গম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জিত হইলে, মেঘমন্দ্র-শ্রবণে মেঘ-সুহৃৎ ময়ূরগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, মেঘ-নির্ঘোষের তালে তালে আনন্দে নৃত্য করে; দূরত্ব হইলেও, তাহাদের প্রীতির হানি হয় না। ভূতল হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে—জ্যোতিষ্ক-পথে জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণা-নিদান জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য; আর ভূপৃষ্ঠে—পদ্মাকর সরোবর—সরসীজলে সর্ব্বজন-নয়ন-মনোরঞ্জন সরসিজ—কমলবন, সরোজ-সুহৃৎ সূর্য্যদেব উদিত হইলে, সরোবরে কমলরাজি বিকশিত হয় এবং জ্যোতিষ্ক-জীবন মধ্যাহ্ন-তপন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে, তাঁহার অদর্শনে কমলবনে কমলরাজি মুদিত হইয়া যায়। সুতরাং কমলবন হইতে, সূর্য্যদেব লক্ষযোজন দূরস্থানে অবস্থিত থাকিলেও, প্রেমের হানি হয় না। ভূতল হইতে দ্বিলক্ষ-যোজন ঊর্দ্ধে—জ্যোতিশ্চক্রে জ্যোতিশ্চক্রের অধীশ্বর কুমুদবান্ধব চন্দ্র অবস্থিত; আর, ধরাতলে—কুমুদাকর সরসী-বক্ষে কুমুদিনী অবস্থিতি করে;—কুমুদানন্দ কুমুদিনী-পতি উদিত হইলেই, কহ্লারের অঙ্গ-শিহরণ হয়; আবার কুমুদ-বান্ধব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেই, কুমুদের বদন সঙ্কুচিত ও ম্লান হইয়া পড়ে। সুতরাং তদুভয়ে দ্বিলক্ষ যোজন দূরস্থানে অবস্থিত হইয়াও, তদুভয়ের অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পায়; তাহাতে তাহাদের প্রীতির হানি হয় না। ফলতঃ যে যাহার মিত্র, যাহার সহিত যাহার প্রেম ঘনিষ্ঠ, সে অনন্ত-যোজন দূরস্থানে, দুর্ভেদ্য অনন্ত ব্যবধানের অন্তরালে অবস্থিত হইলেও, তাহাদের তাহাতে প্রীতির হানি হয় না। অতএব, ভক্তিভাবে ভগবানের উপাসনা কর, প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা

কর এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি কর, শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখ; তাহাতেই তাঁহার করুণাভাজন হইতে পারিবে, তাঁহার কৃপা-বিন্দু লাভে ধন্য হইবে। যে কোন স্থানে, যে ভাবেই হউক, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া,—সকল কাজের ভিতর দিয়া, দাস্য-ভাবের সাধনা-পথ বহিয়া, যে সময়ে সময় পাইবে, যে সময়ে চিত্তের চাপল্য দূরীভূত হইয়া, মনোমন্দিরে ভাব-ভক্তি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস প্রেম-প্রীতির উদয় হইবে, সেই সময়েই ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, নিরন্তর তাঁহার চিন্তায় নিরত থাকিবে এবং এমত চেষ্টা করিবে যে, ক্ষণকালের নিমিত্তও যেন, মন তাঁহার চিন্তা হইতে বিরত না হয়, যতদিন না হৃদয়ে আনন্দ আসিবে, ততদিন তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে ও তাঁহার গুণগানে চিত্তকে মগ্ন রাখিবে। যতদিন না এরূপ অবস্থা ঘটিবে, ততদিন তাঁহার সমীপে থাকিয়াও, —"দূরাৎ সুদূরে;" আর, যখন তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে ধরিয়া রাখিয়া, ভালবাসিতে পারিবে,—"তদিহান্তিকে চ" তখনই তিনি অতি নিকটে বলিয়া অনুমিত হইবে। তখনই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার দিব্যজ্যোতিতে,—তাঁহার ভাব-সাগরে নিজের সত্তা—নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া, তাঁহার সন্নিধান লাভ করিয়া, কৃতার্থ হইয়া, আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিবে যে,—

ভজেঽহং সদা রামমিন্দীবরাভং,
ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্।
ভবানীহৃদা ভাবিতানন্দরূপং,
ভবাভাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্॥

সুরানীকদুঃখৌঘনাশৈকহেতুং,
নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্।
পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং,
হরিং রামমীশং ভজে ভারনাশম্॥
অত্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা। ১৩

প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন চির-সুশীতল মধুর নাম,—এই কাম-ক্রোধাদি-শ্বাপদ-সঙ্কুল,— কামনা-বাসনাদি-পাদপ-সঙ্কট,—মায়া-মমতাদি-লতা-সঙ্কীর্ণ, বিরাট্-বিস্তৃত-বিশাল সংসারারণ্যের প্রজ্জ্বলিত দাবানল-সদৃশ;—ভবগেহিনী ভবানী যাঁহার পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর ভুবনপাবন সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ শান্তিরসাপ্লুত আনন্দময় উজ্জ্বল সম্মোহন অলোকসামান্য অপরূপ রূপ, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে, নিরন্তর মনে মনে ভাবনা করেন; সেই ভব-ভয়-ভঞ্জন সংসার-নাশন শিবাদি অমরবৃন্দ-সেবিত ইন্দীবরপ্রভ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি। যিনি এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান, দুঃখ-যন্ত্রণাময় পাপবিদ্ধ মর্ত্ত্যলোকের অনন্ত ঊর্দ্ধে প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য অমর-লোকে, অমর-নিকরের অশেষবিধ দুঃখরাশি নাশের একমাত্র হেতু;—যিনি বস্তুতঃ নির্গুণ নিরাকার চিন্ময়-শরীরী হইয়াও, নিজশক্তিবলে—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান ব্যোমাদি-ক্ষিত্যন্ত পাঞ্চভৌতিক সুঠাম-সুন্দর মনুষ্য-সদৃশ সগুণ সাকার মৃন্ময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন; সেই সুর-নর-বন্দিত—যোগিবৃন্দবন্দ্য, স্তবনীয় পরাৎপর পরমেশ্বর পরমানন্দময় ভূভারহারী শ্রীহরি ভগবান্ শ্রীরামকে আমি সতত ভজনা করি।

অতএব, যিনি পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত

কামনা-বিজড়িত বাসনা-বিভূষিত সংসারাসক্ত সংসারীগণের সর্ব্বদা দূরস্থিত; অথচ যোগযুক্ত যোগীদিগের সর্ব্বদা অদূরে—হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে বিরাজমান্;—যিনি সংসারকোলাহল-কল্লোল-গণ্ডগোলের অন্তরালে, সংসারত্যাগী মহাতপস্বী যোগীবর-গণের চিন্তনীয়; সেই লীলা-মনুষ্য-রূপে বিরাজমান ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বসুখাস্পদ শ্রীচরণের চিন্তায় নিরত হও; অচিরাৎ তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইবে। সংসারের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের শ্রীচরণে আসক্ত হইয়া, অহর্নিশ তাঁহার চিন্তনে নিরত হইলে, অচিরাৎ তাঁহার দর্শন লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ের একটি ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রামদাস নামক এক পরম ভাগবত রামভক্ত ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণানদীতীরস্থ জাস্ত গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সূর্য্যজী পন্থ এবং মাতার নাম রাণুবাই। মাতা-পিতা উভয়েই রামভক্ত ছিলেন, একারণ পুত্রের নাম—'রামদাস' রাখেন। শৈশবাবধি রামদাসের মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয়। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিবাহ দিবার জন্য মাতা-পিতা উদ্যোগী হন এবং সুলক্ষণা কন্যা নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বিবাহের দিন নির্ণয় করেন। বিবাহ-সভায় বহুলোকের সমাগম ও নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক হওয়াতে, পুরোহিত মহাশয় কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তাকে লগ্নকাল অতীত না হয়,—ইহা জানাইবার জন্য,—'সাবধান সাবধান' বলিলেন। কিন্তু, রামদাস ঐ 'সাবধান' শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে, উহা যেন তাঁহাকেই বলা হইতেছে;—

ত্যজেত কোশস্থদিবেহমানঃ,
কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।

ঔপস্থজেহ্বং বহু মন্যমানঃ,
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ॥

সংসার-বন্ধন অতিশয় দুঃখদায়ক, উহাতে আসক্ত হইলে, কেহ সহজে পরিত্রাণ পায় না; বিশেষতঃ উহাতে শান্তিলাভের আশা নাই। এইরূপ স্থির করিয়া, রামদাস সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যজী পন্থ সভাস্থলে অপমানিত হইয়া, পুত্রের অন্বেষণে গমণ করিলেন। অচিরেই পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। পিতা বিবাহের জন্য অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু, কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি পিতাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া, তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। জন-সমাগমশূন্য বিজন বনে পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কমনীয়-কান্তি জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি পাণ্ডারপুরে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া, শ্রীরামমূর্ত্তির ধ্যানে প্রবৃত্ত হন এবং ধ্যানান্তে কৃষ্ণমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান এবং তাহাতে রামমূর্ত্তির অধিষ্ঠান অবলোকন করেন। পরে ইনি পাণ্ডারপুর হইতে জাম্ভ নগরে এবং তথা হইতে চাপরাগ্রামে আগমন ও শেষোক্ত স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এইস্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থানের পর তথায় পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিপদে-সম্পদে সকল সময়েই; ইঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া, সিদ্ধমনোরথ হইতেন। রামদাস স্বামী যোগবলে অনেক অমানুষিক কার্য্য করিয়াছিলেন। অতএব, নিশ্চয় জানিও,—
"ক্ষেত্রাণি রত্নানি ধনানি দারা, মিত্রাণি বস্ত্রাণি গবাশ্বপুত্রাঃ"

এই সকল রত্ন, ধন, দার, মিত্র, বস্ত্র, গো, অশ্ব ও পুত্রাদি কিছুই উপকারক নহে; এমন কি—"শ্রুতাণি শাস্ত্রাণ্যপি নিষ্ফলানি ত্রয্যপ্যধীতা বিফলৈব নূনম্" যদি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দযুগলে অবিচলা ভক্তি না থাকে, তবে মনুষ্যের সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান নিষ্ফল এবং সমস্ত বেদাধ্যয়নও বৃথা হয়। অতএব,—"দানানি যজ্ঞা নিয়মাস্তপাংসি গঙ্গাদিতীর্থেষু নিমজ্জনানি" মানবদিগের গো-হিরণ্য—ভূম্যন্নাদি দান, যজ্ঞ, নিয়ম, কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র তপস্যা, গঙ্গাদি নিখিল তীর্থে অবগাহন,—"ব্যর্থানি তেষামিতি নিশ্চয়োঽত্র" সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অবিচলা ভক্তি না থাকে। এই পাপবিদ্ধ মর-জগতে সমস্ত পাপ করিয়াও, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল লোক যদি ভক্তিভাবে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রয়পূর্ব্বক - "নমেত চেত্তানি লয়ং ব্রজেয়ুর্যথান্ধকারো রবিতেজসাদ্ধা" কেবলমাত্র নমস্কার করে, তবে জ্যোতিষ্ক-জীবন মধ্যাহ্ন-তপন উজ্জ্বল-সম্মোহন প্রখরকিরণ রবিতেজে স্তূপীকৃত সজ্জীভূত অনন্ত অন্ধকারের ন্যায়, তাহার সেই পাপরাশি নষ্ট হইয়া যায়। অধিক কি, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে যদি এক সময়ের জন্যও লোকে স্পর্শ ও নমস্কার করে,—"পুনর্ন গর্ভং স নরঃ প্রয়ায়াৎ কিং তদ্বয়ং তে লভতে স্বরূপম্" তবে তাঁহাকে আর জননীর কঠোর-জঠরে প্রবেশ করিয়া, কদাপি অসহ্য গর্ভবাসক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না; পরন্তু, সেই লোক তাঁহার অদ্বয় স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। এমন কি, যে মনুষ্য সুদৃঢ় বন্ধন-স্বরূপ বন্ধুগণের সমীপে থাকিয়াও, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম ও স্মরণ করে, "সন্তারয়েত্তানপি সর্ব্বপাপাৎ কিমদ্ভুতং তস্য কৃতার্থতায়াম্" সে তাহার সেই বন্ধুদিগকে ও উদ্ধার করিয়া থাকে; পরন্তু, ঐ ব্যক্তি নিজে যে কৃতকার্য্য হইবে, সে পক্ষে আর

আশ্চর্য্য কি? কেন না, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র পাদমূল অতি গূঢ় ও পরম বিশোক। অতএব,—"তৎপাদমূলং ভজতাং-নৃণাং যে সেবাং প্রকুর্ব্বন্তি হি তেঽপি ধন্যাঃ" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দ যাহারা ভজনা করে, তাহাদের সেবাকারী নরগণও ধন্যবাদার্হ, যাঁহারা বেদান্ত-বিজ্ঞান-রহস্য অবগত আছেন, সেই সকল আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মুমুক্ষু পুরুষেরা সর্ব্বশাস্ত্রচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের সেবা-রহস্য বিদিত হইয়া, ভগবানের পাদ-পঙ্কজ-চিন্তায় নিরত থাকিয়া, অশেষ পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়াছেন। অতএব, ভগবানের পাদ-পঙ্কজ-চিন্তায় তাঁহার পাপ প্রক্ষালন হইয়াছে; নিশ্চয় জানিও,—"নির্ভয়ং ব্রজতি সংসুখাদ্বয়ং সুপ্রভং স্থথ অমোঘচিদ্ঘনম্" তিনি নির্ভয়ে সেই সংস্বরূপ সুখময় অব্যয় তেজোমূর্ত্তি অমোঘ চিদ্ঘন বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেন না,—"শ্রীরামচন্দ্রস্য পাদসেবনং ভোগমোক্ষ-বরদং নৃণাং সদা" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম সেবা সর্ব্বদা মনুষ্যগণের ভোগ-মোক্ষপ্রদ এমন কি,—"রৌরবাদিনরকপ্রণাশনং কর পুমান্ন ভজতে রসগ্রহঃ" রৌরবাদি নরকের বিনাশন; অতএব, কোন্ রসগ্রাহী পুরুষ এরূপ সেবাকার্য্যে না নিরত হয়? সুতরাং স্পষ্টতঃই অবগত হওয়া যায় যে,—"শ্রীরামচন্দ্রস্য পাদসেবিনাং কিং ব্রতৈরুত তপোভিরধ্বরৈঃ" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মসেবী নরগণের ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? এবং —"বেদশাস্ত্রজপচিন্তয়া চ কিং স্বর্গসিন্ধুপয়সাপি কিং ফলম্" বেদ, শাস্ত্র, জপ, ধ্যান কিংবা স্বর্গ-মন্দাকিনীর জলেই বা ফল কি? কেন না,—"শ্রীরামচন্দ্রস্য পদারবিন্দং বিশোকং বিমোহং সুখং চিৎস্বরূপম্" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দ বিশোক, বিমোহ,

সুখময় ও চিৎ-স্বরূপ। অতএব, এই দুঃখ-কল্লোলময় অপার ভব-সাগরে শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত মানবগণের আর গতি নাই। কেন না, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের গণবৃন্দার্চ্চিত চরণযুগল জ্ঞপ্তিমাত্রৈকনিষ্ঠ সুযোগিগণের মুক্তিপ্রদ;—তিনি সচ্চিদানন্দময়, অদ্বৈত, ব্রহ্মাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অবিক্রিয়, অসঙ্গ, পরিশুদ্ধ, সনাতন, আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চের সাক্ষীভূত, পরম অমৃত, প্রমাতীত, প্রমাণ-সমূহেরও বোধপ্রদ, আবির্ভাব-তিরোভাব-সঙ্কোচ-বিরহিত প্রপঞ্চ-নিচয়ের সাক্ষী;—তিনি নির্লেপ, পরমানন্দ, নিরস্ত-নিখিলক্রিয়, ভূমানন্দ, মহাত্মা, চিদাকার ও ভোগ বর্জ্জিত; —তিনি সংসারহারী রুদ্র এবং স্বীয় মায়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি বিবিধ রূপধারী। অতএব, হে সংশয়-কালকূট-জর্জ্জরিত-হৃদয় মানবকুল! স্বীয় আত্মানন্দ-বুভুৎসু হইয়া, স্ব স্ব স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত পাতকরাশি প্রক্ষালনের নিমিত্ত সেই বরদ, বরেণ্য, যোগিধ্যেয়, নিত্য পুরুষ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে সতত চিন্তা কর, তাহা হইলে, জরা-মরণ-মুক্ত ও জন্ম-দুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া, —"রামচন্দ্রস্য সাযুজ্যমুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে; এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ কিছুই নাই।

অতো ভজস্বাদ্য হরিং রমাপতিং,
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুম্।
বিস্মৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবনাং,
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্॥
অধ্যাত্ম রামায়ণ। সুন্দর।৪

অতএব, অজ, পুরাণ পুরুষ, প্রকৃতির পর, পরম বিভু, রমাপতি ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীরামকে ভজনা কর; মূর্খতা ও তাঁহার প্রতি সংশয়-রূপ শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া, শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা কর; অচিরাৎ তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। উপাসনাই ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভের উৎকৃষ্ট পথ, জীবের সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক—চিরশুভদায়ক; সুতরাং উপাসনা ব্যতীত সর্ব্বকল্যাণের নিধান সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ উপলব্ধি বা তাঁহার সান্নিধ্য-লাভের উপায়ান্তর নাই। কেন না, উপাসনা শব্দের অর্থই যে, অতি সন্নিধানে থাকা বা অতি সমীপে উপবেশন করা। উপাসনা এই শব্দের—'উপ' এই শব্দের অর্থ—'সন্নিধি' এবং 'আস' শব্দের অর্থ থাকা', অর্থাৎ—'উপ' এই উপসর্গ পূর্ব্ব 'আস্' ধাতুর উত্তর 'অনট্' প্রত্যয় করিয়া, স্ত্রীলিঙ্গে 'আপ' প্রত্যয় করিলে,—'উপাসনা' শব্দ সিদ্ধ হয়। সুতরাং, উপাসনার অর্থ—নিকটে বা সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক ভগবানের সেবা, পরিচর্য্যা, অর্চ্চনা, আরাধনা ও পূজা—ইত্যাদি করা। অতএব, ঈশ্বর-উপাসনা বলিলে, ঈশ্বর-সন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সেবা ও অর্চ্চনা করা বুঝিতে হইবে। এই উপাসনাও আবার চারি ভাগে বিভক্ত;—সম্পৎ, আরোপ, সম্বর্গ ও অধ্যাস। তন্মধ্যে পরিচ্ছিন্ন মনের অনন্ত বৃত্তি-রূপ গুণযোগ-বশতঃ অধিকত্ব সাদৃশ গ্রহণপূর্ব্বক,—'বিশ্বদেবগণ অনন্ত;' এই প্রকার যে চিন্তন, তাহাকে 'সম্পৎ' উপাসনা বলে। অঙ্গে আরোপ পূর্ব্বক, যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে 'আরোপ' উপাসনা বলে। যেমন শ্রুতিতে,—'উদ্‌গীথ' শব্দবাচ্য প্রণবের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপ করিয়া, যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে 'অধ্যাস' উপাসনা বলে। যেমন প্রলয়কালে এক সম্বর্ত্ত

নামক প্রবল প্রচণ্ড বায়ু সমস্ত ভূতকে অবসন্ন করে, সেই প্রকার এই 'সদ্বর্গ' উপাসনাতেও সমস্ত ইন্দ্রিয় বা ভূত বশীভূত হয়, তাই ইহাকে 'সম্বর্গ' বলে। গুরূপদিষ্ট লব্ধ জ্ঞানবলে উপাস্য দেবতা ও নিজের যে অভেদ-ভাবে অবস্থান, তাহাকেই 'অন্তরঙ্গ' ভূত-উপাসনা বলে। পূর্ব্বে যে সম্পদাদি উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে, ঐ সকল 'বহিরঙ্গ' উপাসনা বলিয়া গণ্য। চিত্তের অন্য জ্ঞান-প্রবাহ বিদূরিত করিয়া, অবিচ্ছিন্নভাবে কেবলমাত্র উপাস্য বিষয়িণী চিন্তাকেই উপাসনা বলে। এতাদৃশ উপাসনায়ই দেবতা ও জীবাত্মার অভেদ-ভাব সম্পন্ন হয়। সম্পদাদি পূর্ব্বোক্ত বহিরঙ্গ উপাসনায়, যখন বুদ্ধি দৃঢ় হয় তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরঙ্গ উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হয়। নারায়ণোপনিষদে উক্ত আছে যে,—"মানসমিতি বিদ্বাংসস্তস্মাদ্বিদ্বাংস এব মানসে রমন্তে।" মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য উপাসনার নাম,—'মানস', এই উৎকৃষ্ট মানসোপাসনা মুক্তির হেতু ; একথা সগুণ সাকার ব্রহ্মোপাসকগণ বলিয়া থাকেন। অতএব, বেদ ও উপাসনাতাৎপর্য্যবিৎ বিদ্বদ্বৃন্দ, মানস উপাসনায় রত থাকেন। কেননা, মানস উপাসনা প্রজাপতি প্রাপ্তির সাধন এবং চিত্ত শুদ্ধির কারণ। সমাহিত যোগী, উপাসনাযুক্ত অন্তঃ-করণের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও ব্যবহিত বস্তু-সমূহ দেখিতে পান। একাগ্র-চিত্ত-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ সঙ্কল্পমাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্যময়ী শক্তি মানস-উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্যই মহর্ষিগণ মানস উপাসনাকে মুক্তির উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন। সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ বলিয়া শাস্ত্র সকলে নির্ণীত হইয়াছে। যাহা সগুণ, তাহাই 'ঈশ্বর' পদবাচ্য ও আকারবান্ ;—এই আকার

অপরিসঙ্খ্যেয়। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্ম—"একমেবাদ্বিতীয়ম্;" আবার অসংখ্য, অনন্ত। সেই কারণেই, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসনা করা বিহিত আছে। ইঁহাদের মধ্যে যে কোন একটি দেবতাকে অবলম্বন করিয়া মানসিক ক্রিয়া-বিশেষের নামই 'উপাসনা।' ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যে উক্ত আছে যে,—"উপাসনন্তু যথাশাস্ত্রসমর্পিত কিঞ্চিদাবলম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তান-লক্ষণম্।" অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট কোন একটি দেবতা অবলম্বন করিয়া, তাঁহাতে চিত্তবৃত্তি তন্ময় করাকে উপাসনা বলে। মহর্ষি যোগীরাজ পতঞ্জলিও উক্ত মতের সমর্থন করিয়া কহিয়াছেন যে,—"যথাভিমতধ্যানাদ্বা" অর্থাৎ তুমি সগুণ উপাসনার অধিকারী; সুতরাং সগুণ সাকারের ধ্যানে নিরত হও; তিনি নির্গুণ সাধনার অধিকারী; সুতরাং তিনিও নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা করিতে পারেন; পরন্তু,—"নিরাকারো মনো যস্য সাকারান্তু পরিত্যজেৎ।" যাহার যেমন ভাব, সে তেমন ভাবেই ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, চিন্তা করিতে পারে;—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। পরম-কারুণিক পরমেশ্বর, জীবের প্রতি করুণা করিয়া, স্বয়ং সে কথার সমর্থন করিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" 'যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবে আমার উপাসনা করে, আমি তাহার নিকট সেই ভাবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি।' অতএব, জগন্নিদান জগদীশ্বর সাকার ও নিরাকার,—এই উভয়ই। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; আবার, সূক্ষ্ম হইতেও তিনি সূক্ষ্মতম। সেই কথা মাতেশ্বরী শ্রুতি কহিয়াছেন,—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্ সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।" তিনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; তেমনি আবার, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। অতএব, জানা গেল যে,—

যে তৎকথা শ্রবণকীর্ত্তনজাতহর্ষা,
যে সর্ব্বভূতসুহৃদঃ প্রশমৈকনিষ্ঠাঃ।
সংসারচক্রমতিবাহ্য নিরস্তমোহা—
স্তে বৈকুণ্ঠং পদমবাপ্য সুখং রমন্তে॥

যাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-কথামৃত শ্রবণপুট দ্বারা পান করেন ও তাঁহার চির-মধুর নাম-কীর্ত্তনে হৃষ্ট হন; —যাঁহারা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, তৃণ-বল্লী, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ ও সংসারের স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিরাগ-রসিক প্রশমৈকনিষ্ঠ হইয়াছেন এবং এই আধি-ব্যাধি শোক-তাপে মুহ্যমান সংসার-চক্রকে অতিক্রম করিয়া, মোহ-পরিশূন্য হইয়াছেন; তাঁহারাই সর্ব্ব বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তিমে চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—পরম-আনন্দ নিত্যধাম লাভ করিয়া, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চিরানন্দময় চরণারবিন্দে চিরানন্দে সুখে ক্রীড়া করেন। অতএব,—

নমামি তে রাঘবপদপঙ্কজং,
সীতাপতে সৌখ্যদ পাদসেবনাৎ।
নমামি তে গৌতমদারমোক্ষজং,
শ্রীপাদরেণুং সুরবৃন্দসেব্যম্॥

—•—

পঞ্চমোচ্ছ্বাস।

সগুণ ব্রহ্ম রাম।

স্ফুরদ্রত্নকেয়ূরহারাভিরামং,
ধরাভারভূতাসুরানীকদাবম্।
শরচ্চন্দ্রবক্ত্রং লসৎপদ্মনেত্রং,
দুরাবারপারং ভজে রাঘবেশম্॥

যাঁহার নীলোৎপল-বিনিন্দিত নীলদীপ্ত-শ্যামল পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর কমনীয়-কান্তি নবনীতোপম কোমল দিব্যদেহ দীপ্তি-সম্পন্ন কেয়ূর ও দীপ্ত-রত্নহারে ভূষিত হইয়া অতিশয় রমণীয় বলিয়া, সেই অপরিসীম রূপ-সিন্ধু-সমুত্থিত তরুণ-যৌবনোদ্দীপ্ত অসাধারণ অলোকসামান্য লাবণ্যময় কমনীয়-কান্তি-কলেবর হইতে, কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি চন্দ্রোৎফুল্ল আলোক-রশ্মি উচ্ছ্বসিত হইয়া, এই ধন-ধান্য-পুষ্পভরা মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা অবনীপৃষ্ঠে বিচ্ছুরিত হইয়া যেন, ধরনীস্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্ক-পদার্থ হাস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; যিনি এই অসুরাচারে পাপভারে ভারাক্রান্তা অসুর-পদদাপে প্রকম্পিতা সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ভারভূত অসুরবৃন্দের ক্লেশ-দাতা ও সংহারকর্ত্তা;—শারদীয় পৌর্ণমাসীর পূর্ণশশধরের নয়ন-মনোরঞ্জন মধুর-স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাণ-বিমোহন প্রভা, যাঁহার সরস-মধুর হাস্য-মণ্ডিত সজীব-সুন্দর বদনারবিন্দস্থ লাবণ্যপ্রভার নিকট নিতান্ত মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়;—শরদৃতুর সুনির্ম্মল নীলাকাশে সহস্র সুধাকরের সমবেত উজ্জ্বল, মধুর স্নিগ্ধ ও সুবিমল কৌমুদীর শুভদীপ্তিও, যাঁহার বদন-শশি-প্রভার সহিত উপমিত হইতে পারে না;—যাঁহার আবেগ মধুর আদর-কম্পিত আয়ত-গভীর-গৌরবোজ্জ্বল সুনীল-কমল-দল-বিনিন্দিত নয়নযুগল অতি মনোহর! যেন, অনন্ত নীলাকাশে সর্ব্বজন-নয়ন-মনোরঞ্জন শারদীয় পৌর্ণমাসীর পূর্ণ-সুধা-

করের হাস্যরাশি. স্নিগ্ধ ধবল কৌমুদীরূপে, অনন্ত নীলাকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে ;—যিনি এই অজ্ঞান-তমসাবৃত অবিদ্যান্ধ মানুষের মানস-কণ্ডূয়ন-মস্তিষ্কের জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধির—এমন কি, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য অমরার অনরবৃন্দেরও দুরাবারপার অর্থাৎ জ্ঞানের অগম্য এবং এই নানাজীব-সঙ্কুল অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, নির্জ্জর-কিন্নর প্রভৃতি সকলের হৃদয়-গুহার নিভৃত-কক্ষে সর্ব্বজীবের অদৃশ্যস্থলে সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর-রূপে সজল-জলদ-মালা-মধ্যগত চকিতোজ্জলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালার মত সতত দীপ্তি পাইতেছেন ; সেই রঘুকুলতিলক রাজারাম পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, যদি ভগবান্ নির্গুণ-নিরাকার এবং বৃহৎ হন ; তাহা হইলে, সেই অচিন্ত্য-তত্ত্ব নির্গুণ-নিরাকারকে সগুণ-সাকার ও বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিয়া, তাঁহার স্বভাবতঃ নিরাকারত্বের—তাঁহার বৃহত্ত্বের অপচয় করিয়া, তাঁহার উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি ? তিনি স্বভাবতঃ যেমনটি আছেন, তেমনটির উপাসনা করিলে দোষ কি ?

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ। ১।৭

চিন্ময় ব্রহ্ম মানব-মনের মানব-ধারণার অতীত, সেই নিমিত্ত, তিনি -"সুসাধকানাং বিবোধসিদ্ধয়ে" ধারণাক্ষম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সুসাধকগণের সাধন-সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া, সাধকের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করেন। অর্থাৎ উপাসকগণের উপাসনার নিমিত্ত নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ অদ্বিতীয় অবিদ্যাদি-দোষ পরিশূন্য অমূর্ত্ত চিন্ময় ব্রহ্ম.

সময়ে সময়ে অত্যাশ্চর্য্যময় অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন অসাধারণ কর-চরণ-বিশিষ্ট শোভন সৌন্দর্য্যময় সকলের মনোলোভা পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর ভুবন-মোহন দিব্যরূপ ধারণ করেন। কেন? —"ভক্তানুরোধাচ্চ" ভক্তগণের উপাসনার সৌকর্য্যার্থে; কেন না, তিনি ইচ্ছাময়; সেই ইচ্ছাময়ের মহতী ইচ্ছাই যে, ভক্ত মনোরথ সিদ্ধ করা; সেই মহতী ইচ্ছা অনির্ব্বচনীয়-স্বভাবা, তাহার স্বরূপ কেহ বর্ণনা করিতে পারেন না; সুতরাং অব্যক্ত। অপিচ,—"স এব করুণাসিন্ধু ভগবান্ ভক্ত-বৎসলঃ। উপাসকানুরোধেন ভজতে মূর্ত্তিপঞ্চকম্॥ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ। সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥" দয়াময় করুণ ময় লীলাময় ভগবান্ দয়াসাগর করুণাসিন্ধু ও ভক্তবৎসল; তিনি স্বকীয় মহতী ইচ্ছায় করুণার বশবর্ত্তী হইয়া, ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন; ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানের অপার লীলা। তিনি লীলাবশতঃ অরূপ ও অশরীরী হইয়া, স্বকীয় অনুগত একান্ত ভক্তের নিমিত্ত, ভক্তের অনুরোধে বিবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন; তিনি কখনও সূর্য্যমূর্ত্তি, কখনও গণেশমূর্ত্তি, কখনও বিষ্ণুমূর্ত্তি, কখনও শিবমূর্ত্তি এবং কখনও বা শক্তিমূর্ত্তি; এই প্রকার পঞ্চমূর্ত্তি পরিগ্রহকরতঃ সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর প্রভৃতি সর্ব্বজীবের—"গতি-র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব-স্বরূপ;—তিনি সর্ব্বগ, সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী; তিনি সকল সময়ে সর্ব্বত্র সকল প্রাণীর হিতের নিমিত্ত, অমূর্ত্ত অরূপ হইয়াও, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি উপকার করিতে, বিবিধ-রূপ বিবিধ-মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া থাকেন। ভক্তাধীন ভগবান্,—ভক্তের জীবন-বল্লভ, প্রাণের

অবলম্বন,—আরাধ্য রতন, — মহাতেজঃপুঞ্জ-দীপ্যমান, —প্রজ্বলিত অনল সমান,—সুচারু সুন্দর কর-চরণ-বিশিষ্ট বিচিত্র দিব্যদেহ ও পরম-সমুজ্জ্বল অলৌকিক অসাধারণ অলোকসামান্য রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ কি? কোন একটা বৃহদায়তন বিষয়কে তেজস্বী বর্ষীয়ান্ বয়স্থ ব্যক্তি, যেমন একটি অখণ্ড দৃশ্যে দেখিয়া আয়ত্ত করে, সুকোমল-মতি বালক তাহা পারে না;—বালক, স্বভাবতঃ বহুতর খণ্ডদৃশ্যে দেখিয়া থাকে এবং সেইরূপ প্রতিখণ্ডকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তুবোধে পৃথক পৃথক্ নামে নামিত করে। কেন?—অখণ্ড দৃষ্টিতে পারদর্শী হওয়া, প্রশস্ত মনের কার্য্য; বালকের মন ত সেরূপ প্রশস্ত নহে। খণ্ডদৃষ্টি ও অখণ্ডদৃষ্টি.—ইহা সায়তন দৃষ্টি সম্বন্ধেই খাটে; কিন্তু, যেখানে অনন্ত-আয়তন ঈশ্বর-পদার্থ লইয়া কথা, সেখানে তোমার আমার বা যাহারই হউক, অখণ্ডদৃষ্টি কোথা হইতে আসিবে?- সেখানে খণ্ডদৃষ্টি ও বিবিধ বিভূতি-হেতু বিবিধ নামকরণ, তাহাই স্বাভাবিক; তদনন্তর আর সমস্ত করণ ধারক-বিশেষে অস্বাভাবিক। অনাদি—অনন্ত, অপ্রমেয়—অব্যয় পরমাত্ম-তত্ত্বের ধারণা, আমাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু, পরমাত্মার বিভূতি-অন্বয়েই ধারণা হয়। সেই নিমিত্ত শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"সুসাধকানাং বিবোধসিদ্ধয়ে" অনাদি অনন্ত চিন্ময় পরমাত্মাকে, প্রথমতঃ সান্ত সাকার করিয়া, উপাসনা করিবে;—ইহার অবান্তর ফল চিত্তশুদ্ধি। যাক্ সে কথা, সাকার উপাসনার মূল তত্ত্ব চিত্তশুদ্ধি ও মনঃস্থির। শাস্ত্রও সেই কথা বলিয়াছেন,—

স্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ।
তদ্বতং নিশ্চলীভূতে সূর্য্যস্থ স্থিরতাং ব্রজেৎ॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব। ২৪০

মন অতীব চঞ্চল; চঞ্চল মনের স্থিতির নিমত্ত, প্রথমতঃ সেই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ রূপরাশি কোটী-কন্দর্প-লাবণ্য-বিনিন্দিত জ্যোতির্ম্ময় কণক-সুন্দর কলেবর ভগবানের কর-চরণ-বিশিষ্ট শোভন-সৌন্দর্য্য স্থূল-রূপের অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌কে কর-চরণাদি সজ্জায় সজ্জিত করিয়া, স্বকীয় অভিরুচি-অনুসারে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয়; তদনন্তর মন নিশ্চল হইয়া, সাকার মূর্ত্তিতে স্থির হইলে, জ্যোতির্ম্ময় ভগবানের চির-উজ্জ্বল, চির-জ্যোতিয়ান্ মহাতেজঃপুঞ্জ তেজঃ-স্বরূপে অনুরক্ত হইয়া, মন নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া থাকে; তখন তাহাকে যথাভিমত স্থানে অর্থাৎ সাকার বা নিরাকারে ন্যস্ত করা যায়, যাহাতে ন্যস্ত করিবে, মন তাহাতেই ন্যস্ত হইয়া স্থির থাকিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—"সগুণোপাসনা-ভিস্তু চিত্তৈকাগ্র্যং বিধায়কঃ। স্থূলসৌরম্ভিকান্যায়াৎ তত্র চিত্তং প্রবর্ত্তয়েৎ॥" মূর্ত্তির উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনকরতঃ স্থূল-সৌরম্ভিকা ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ জলাশয় পর্য্যন্ত গমন করিতে অসমর্থ তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে মরীচিকাই জলরূপে দর্শন করাইয়া, দূরে লইয়া যায়, তৎপরে জলাশয় নিকটবর্ত্তী হইলে, প্রকৃত জল দর্শন করাইয়া থাকে। ইহাকেই বলে,—'স্থূল-সৌরম্ভিকা ন্যায়।' এখানে ভগবৎ-উপাসনাতেও সংসার-মুক্তি অভীপ্সু মানবকে, সগুণোপাসনায় আরূঢ় করাইয়া, চিত্তশুদ্ধি হইয়া স্থির হইলে, তৎপরে নির্গুণ নিরাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে হইবে;—ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের সাকারোপাসনার অভিমত।

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

মৈত্র্যুপনিষৎ।

চিন্ময় ব্রহ্ম দুই প্রকার ;—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। অতএব, এই দুইপ্রকার ব্রহ্মকেই অবগত হইতে হইবে ;— যিনি প্রথমতঃ সম্যক্‌রূপে শব্দব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি পরব্রহ্মকে বিদিত হইয়া, অনায়াসে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। উক্ত শব্দব্রহ্মই নাম বা প্রণব ;—এই শব্দব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা, জীবাত্মা শরীর-প্রপঞ্চের ঊর্দ্ধগামী হইয়া অর্থাৎ অভিধেয় ও অভিধায়ক-রূপ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতিক্রম করিয়া মহান্ সমুদ্রে ক্ষুদ্র নদ-নদীর ন্যায়, অশব্দ বা পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। বাক্যের অগোচর পরব্রহ্মে যে একত্ব প্রাপ্তি তাহাই পরম ফল,—ইহাকেই বলে মোক্ষ,—ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ইহাই কৃতকৃত্যতা। এ বিষয়ের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে - যেমন মাকড়সা নিজ মুখলালানির্গত অবিচ্ছিন্ন সূত্র দ্বারা উপর দিকে উঠিয়া, নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় বিহার-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্রাম লাভ করে ; তদ্রূপ সতত ধ্যান-পরায়ণ ধ্যান-যোগীও নাম বা প্রণব ;—এই শব্দব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা অহঙ্কার-শূন্য ও মমতাদি রহিত-হইয়া, মুক্তিলাভ করেন। যেমন নানা প্রকৃতি-বিশিষ্ট পুষ্পরস মধুকর কর্ত্তৃক আহৃত হইয়া, মধুরূপে পরিণত হইলে, তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না, সেই প্রকার শব্দব্রহ্মবাদীগণ শব্দব্রহ্মের উপাসনা করিয়া, অন্তিমে পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া, একমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া, তাঁহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদের যেরূপ ভেদ ছিল, ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইবার পর, তদ্রূপ তাঁহাদের ভেদ দৃষ্ট হয় না ;—"অথান্যত্রাপ্যুক্তং যঃ শব্দস্তদোমিত্যেতদক্ষরং যদস্যাগ্রং তচ্ছান্তমশব্দমভয়মশোকমানন্দং তৃপ্তং স্থিরমচলমমৃতমচ্যুতং ধ্রুবং বিষ্ণুসজ্ঞিতং সর্ব্বাপরত্বায় তদেতা উপাসীতেত্যেবং হাহ।"

অন্যত্রও উক্ত আছে যে, প্রণবই শব্দাখ্য ব্রহ্ম। এই প্রণব-সংজ্ঞক অক্ষরের যে নাদাবস্থানস্থান, তাহাই বিশেষ-রহিত অশব্দ-সংজ্ঞক পরব্রহ্ম, এই পরব্রহ্মই ভীতিশূন্য, শোকহীন, আনন্দ স্বরূপ, নিত্য-সন্তুষ্ট, স্থির, দৃঢ়, মরণ ও ভ্রংশশূন্য, শাশ্বত এবং বিষ্ণু-সংজ্ঞক। অতএব, মোক্ষের নিমিত্ত, এই দুই ব্রহ্মেরই উপাসনা কর,—শ্রুতি এই কথা বলেন। যোগীরাজ মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" আনন্দ-স্বরূপ বিষ্ণু-সংজ্ঞক পরব্রহ্মের বাচক প্রণব; সুতরাং "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" 'প্রণবের জপ ও প্রণবের অর্থ চিন্তা কর, পরব্রহ্ম প্রকাশ পাইবেন।' অতএব,—

যোঽসৌ পরাপরো দেবা ওঁকারো নামনামতঃ।
নিঃশব্দ শূন্যভূতস্তু মূর্দ্ধি স্থানে ততোঽভ্যসেৎ॥

মৈত্র্যুপনিষৎ।

যিনি প্রণবনামে প্রসিদ্ধ পরাৎপর দেব,—যিনি অশব্দ-সংজ্ঞক পরব্রহ্ম এবং যিনি শূন্যভূত অর্থাৎ আকার-রহিত বলিয়া বিশেষ-শূন্য,—এতাদৃশ আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হৃদয়-কমলের সতত ধ্যান করিবে। জ্ঞান-রাজ্যের নিরাকার দেবতা প্রতিষ্ঠা করা,—সর্ব্বসাধারণ-জীবে সম্ভব নহে। সেই জন্য সাকার মূর্ত্তি পূজা অর্চ্চনা করিয়া চিত্ত স্থির হইলে,—নির্ম্মল হইলে, তবেই নিরাকারে চিত্ত স্থির হইতে পারিবে; অন্যথা নহে। এই নিমিত্ত, আমাদের পূর্ব্বকালের মুনি-ঋষিরা মূর্ত্তির আরাধনা করিতেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রসকলে মূর্ত্তিপূজার প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া, সাধারণকে মূর্ত্তিপূজা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রাচীনকালের কলিপাবন মুনি-ঋষিগণ, কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত অজ্ঞ পতিত প্রাণীর উদ্ধারের

জন্যই, মূর্ত্তিপূজার পবিত্র সোপান নির্ম্মাণ করিয়া, পতিত মানবকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কলির প্রকোপে, কলুষ-বিভ্রমে কলি-কলুষিত-চিত্ত মানুষ, দিনে দিনে সে পথ বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। মুনি-ঋষিরা ত্রিকালদর্শী; তাঁহারা আমাদেরই পিতৃপুরুষ, —আমাদের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশে এক একবার মহাপুরুষ-রূপে তাঁহারা এই নরাবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, সেই পথ দেখাইয়া দেন। যে না দেখে,—যে না মানে, সেই পড়িয়া থাকে; আর, যে সে পথ দেখিতে পায়,—যে তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া চলে এবং মূর্ত্তিপূজা করে, সেই চরিতার্থ হয়,—সেই তরিয়া যায়;—তাহারই হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে জগজ্জ্যোতির দিব্যদ্যুতি প্রকাশ পায়। সে আর তখন, নিজের—'আমিত্ব' খুঁজিয়া পায় না;—লবণের পুত্তলি লবণ-সমুদ্রে মিশিয়া যায়;—পুকুরের জল, মাঠের জল—এক হইয়া যায়। পাতার অন্তরালে বাঁধাকপি অন্বেষণের ন্যায়, তখন আর হৃদয়েশ্বরকে খুঁজিয়া মরিতে হয় না;—শান্তি—অনন্ত শান্তি তখন দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়। এখানে হয়ত কেহ আপত্তি করিবেন,—'যিনি অনন্ত জগতের অধীশ্বর, তাঁহাকে সান্ত করা—সাকার-মূর্ত্তিতে চিন্তা করা, ধৃষ্টতার কার্য্য; কেন না, অনন্তকে সান্ত করিলে, সঙ্কুচিত করা হয়। বিশেষতঃ "মনসা কল্পিতামূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥" মনঃ-কল্পিত মৃন্ময়াদি প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিলে, যদি মানুষ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যদ্বারা মানুষ রাজা হয় না কেন? অতএব,—"মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ। ক্লিশ্যন্তি তপসা জ্ঞানং বিনা মুক্তিং ন যান্তি তে॥" মৃন্ময়ী, শিলাময়ী, ধাতুময়ী ও দারুময়ী প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তি সকলকে ঈশ্বর-বোধে উপাসনা করা

কেবলই ক্লেশভোগ মাত্র; কেন না, তপশ্চরণ ও জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। মুনি-ঋষিরা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদির কল্পনা-সমূহ, কেবল কপটী ব্রাহ্মণগণের দ্রব্য-লাভের জন্যই হইয়াছে। অতএব, মনঃকল্পিত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করা মিথ্যা; অপিচ, অনন্তকে সান্ত করা,—অসীমকে সসীম করা, মহা অন্যায়।'

যচ্চ ব্রবীষি পাষাণং মিথ্যা লিঙ্গং সমর্চ্চসি।
তত্তবাঁল্লিঙ্গমাহাত্ম্যং বেত্তি নান্ধো যথা রবিম্॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে রাজানশ্চ মহর্দ্ধিকা।
মানবা মুনয়শ্চৈব সর্ব্বে লিঙ্গং যজন্তি চ॥
স্বনামকানি চিহ্নানি তেষাং লিঙ্গানি সন্তি চ।
এতে কিং ত্বভন্মূর্খাস্তু সত্যব্রতঃ সুধীঃ॥

স্কন্দপুরাণ। মাঃ কুঃ। ৪৫

'লোকে মিথ্যা পাষাণাদি মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকে,' এই কথা যে বলিলে, তাহার কারণ, জন্মান্ধ যেমন উজ্জ্বল-সুমোহন জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যকে জানে না; তুমিও তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ, মূর্ত্তি-মাহাত্ম্য জান না। মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা,—বিশ্বপালক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু—প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকের অধীশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র,—আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর মহৈশ্বর্য্যশালী রাজগণ,—আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য ত্রিকালদর্শী মুনিগণ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মানবগণ সকলেই মূর্ত্তিপূজা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদিগের নিজ নিজ

নামানুসারে চিহ্নিত প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তিসকলও বর্ত্তমান বিদ্যমান রহিয়াছেন; সুতরাং তবে কি তাঁহারা সকলেই মূর্খ ছিলেন? —আর তুমিই কেবল ইহলোকে অগাধ-বিদ্যায় শিক্ষাদৃপ্ত হইয়া, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত জন্মিয়াছ? পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেব-দানব-মানব প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সে সকল দেবমূর্ত্তি এখনও ত তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছেন! ঐ দেখ,—বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বজীবের প্রভু ব্রহ্মা, পূর্ব্বে পুষ্কর-ক্ষেত্রে 'নীল-লোহিত' নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া, স্বয়ং পূজা করিয়া গিয়াছেন এবং সেই আরাধনার ফলে—পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড ও অনন্ত কোটি প্রজা সৃষ্টি করিয়া, প্রজাপতি হইয়াছেন। সর্ব্বজীবের—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয় দৈত্যেশ্বর রাবণকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া, সাগর-তীরে—'রামেশ্বর' নামক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, স্বয়ং পূজা করিয়া গিয়াছেন; সে মূর্ত্তিও ত এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন; তবে তাঁহাকেও কি মিথ্যা বলিতে পার?—আর, দেবলোকের অধীশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র. পরাক্রমশালী দুরন্ত-দৈত্য বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া, মহেন্দ্র-পর্ব্বতে 'শঙ্কর' নামক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকরতঃ স্বয়ং পূজা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ত তিনি ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, অদ্যাপি প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকের অধীশ্বর হইয়া, সুখ-শান্তি-আনন্দময় স্বর্গধামে সুখে বিহার করিতেছেন। অনন্ত আকাশে—জ্যোতিষ্ক-পথের অধীশ্বর, ঐ যে জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যদেব, উনিও গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে শিবমূর্ত্তি স্থাপনকরতঃ অর্চ্চনা করিয়া, নিরাময় হইয়াছেন। আলোকরূপা ভগবান্ চন্দ্রও পশ্চিম-সাগর-তীরে

প্রভাস-ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নীরোগ হইয়াছেন। দুরন্ত কৃতান্ত ধর্ম্মরাজ যম ও ধনাধিপতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর কুবের কাশী-ধামে—'গরুড়' ও সহ্যপর্ব্বতে 'কেশব' নামক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ বায়ু ও জলাধিপতি বরুণদেব, নৈমিষারণ্যে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য ত্রিকালদর্শী মুনি-ঋষিগণের সম্পূজিত হইয়া সুখী হইয়াছিলেন। আর, বিভু কুমার স্তম্ভ-তীর্থে—'কুমারেশ' নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বপাপনাশক। ঐ মূর্ত্তি সত্য নহে কি?— এইরূপ অপরাপর অনেকানেক দেবতা, রাজা, মুনি-ঋষি মানব ও দানবগণ যে সমস্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তুমি তোমার নিজ অজ্ঞানবশতঃ এই সকল মূর্ত্তি মান বা নাই মান; কিন্তু,—

পৃথিবীবাসিনঃ সর্ব্বে যে চ স্বর্গনিবাসিনঃ।
পাতালবাসিনস্তৃপ্তা জায়ন্তে লিঙ্গপূজনাৎ॥

স্কন্দপুরাণ। মাঃ কুঃ। ৪৫

এই বিরাট্-বপু সুবিশাল ভূতধাত্রী পৃথিবীবাসী,—প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গবাসী ও পাতালবাসী সকলেই মূর্ত্তিপূজা করিয়া, পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। আর, তুমি যে বলিতেছ,—'মূর্ত্তিপূজা মিথ্যা' এ কথায় আমার অতীব বিস্ময় জন্মিতেছে; কেন না, দরিদ্র যেমন কুলত্থ প্রার্থনা করে, দেবতারাও কি তোমার নিকট আসিয়া, তদ্রূপ প্রার্থনা করিবেন; মানুষ অনন্তকে ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে কি?—কিন্তু, সান্তকে পারে। সেই প্রাচীন হিন্দুগণ ভগবানের সাকার মূর্ত্তির আরাধনা করিতেন। সাকারে চিত্ত-স্থির হইলে,

তদনন্তর নিরাকারের উপাসনায় নিরত হইতেন। সাকার মূর্ত্তিতে ভগবানের আরাধনা করিলে তাঁহাকে সঙ্কোচিত করা হয় না; বরং তাঁহার গৌরব বৃদ্ধিই করা হয়। পরম বিভু পরমেশ্বরকে সগুণ-সাকার করিয়া চিন্তা করিলেও—তিনি আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির কল্পনায় সগুণ-সাকার হইলেও, তাঁহার রূপ কিন্তু অনন্ত। অনভিজ্ঞ সাধকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, তিনি সাকার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন এবং সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া, আবার তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করেন;—তাহাতে তাঁহার অনন্তত্বের কোনও হানি হয় না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা,—প্রয়োজনানুসারে সাগরোত্থ জল-বুদ্বুদবৎ অনন্ত ব্রহ্ম-বারিধি হইতে অসংখ্য জল-বুদ্বুদ উৎপন্ন হইয়া, কার্য্যাবসানে আবার সেই আদিকারণে প্রবেশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইতেছেন। ব্রহ্ম-সমুদ্রের প্রতি বুদ্বুদ, সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মের এক একটি সাকার ব্রহ্মমূর্ত্তি এবং অনন্তেশ্বররূপ-সমষ্টিই অনন্ত ব্রহ্ম। এই অনন্ত রূপের নামই বিরাট্ বা বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ-দর্শনেচ্ছু কর্ম্মবীর পুরুষপ্রধান অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন;—"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" 'হে সখা অর্জ্জুন! এক্ষণে তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার যোগৈশ্বর্য্য অসাধারণ বিশ্বরূপ দর্শন কর।' এই বলিয়া ভগবান্,—"দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।" অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। সে রূপ অতি অদ্ভুত! তাহার আদি নাই,—মধ্য নাই—অন্ত নাই,—সকলই অনাদি অনন্তে পরিসমাপ্ত। সে রূপ অনন্ত, অসীম; অথচ সাকার। ভগবান্ রামচন্দ্র, কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'গুরুদেব! মানুষের মন অতি চঞ্চল, মানব-চিত্ত কোন কিছুতেই স্থির থাকিতে

পারে না; সুতরাং তাহাকে স্থির করিয়া, পরব্রহ্মে সতত নিরত রাখিবার উপায় কি?' তদুত্তরে মহর্ষি, মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, মর্ম্মস্পর্শিনী ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন,—

অক্ষরাগমবোধলব্ধয়ে যথা,
স্থূল বর্ত্তুলদৃষৎখণ্ডপরিগ্রহঃ।
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পরিলব্ধয়ে তথা,
দারুমৃদ্ধাতুদৃষচ্ছিলাময়ার্চ্চনম্॥
যোগবাশিষ্ঠ।

'হে রঘুকুলসূর্য্য রাম! শৈশবের শিক্ষাগুরু,—হাতে খড়ি দিয়া, যেরূপ—অক্ষর পরিচয় করিবার নিমিত্ত অস্ফুটবুদ্ধি অজ্ঞ শিশুসকলের সম্মুখে ছোট-ছোট 'কাঁকর' দিয়া, অক্ষরের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, অক্ষর-অঙ্কনের সহায়তা করিয়া থাকেন; লিপিকুশলতা বালক অভ্যাস-বশে তাহা শিক্ষা করে; সেইরূপ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-সত্য-মুক্ত স্বভাব পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে জানিয়া, তাঁহার উপাসনা করিয়া, তাপিত -প্রাণ তপ্ত-জীবন জুড়াইতে চাহিলে,—আগে মৃত্তিকা, পাষাণ, ধাতু ও কাষ্ঠাদি দ্বারা, স্বীয় অভিরুচি মত, যথাশাস্ত্র-কথিত ভগবানের প্রতিকৃতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, নিরন্তর তাঁহার উপাসনায়—আরাধনায়-অর্চ্চনায় নিরত থাকিতে হয়। তদনন্তর ক্রমে যখন চিত্তশুদ্ধি হইয়া, মন স্থির হইবে, তখন আর মৃন্ময়াদি প্রতিমূর্ত্তির আবশ্যক থাকিবে না, তখন স্বীয় হৃদয়-কন্দরস্থ চিন্ময় আত্মাতে—হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে নির্গুণ—নির্ব্বিকার—নিরাকার ব্রহ্মে চিত্ত ন্যস্ত করিলে, কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ পরব্রহ্মের দিব্যজ্যোতি দীপ্তি পাইবে; অন্যথা নহে।

জ্যোতির্ম্ময়ের উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতির চিন্তা করিবামাত্রই, জ্যোতিঃতেই চিত্ত আপনা হইতেই ন্যস্ত হইবে, তখন বাহ্যিক মূর্ত্তি-পূজার আবশ্যক হইবে না। হে রাজীবলোচন রাম! ইহাই মূর্ত্তিপূজার তাৎপর্য্য।'

অতএব, হে নাস্তিকমতি কূটতার্কিক! আগে তুমি বেলাভূমি উত্তীর্ণ হও, তবেই ত জলনিধির সন্ধান পাইবে? আগে শিক্ষার্থী হও;—স্বরূপ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ কর;—তখন আপনা-আপনিই বুঝিতে পারিবে;—ঈশ্বর সাকার;—ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বর সান্ত ও ঈশ্বর অনন্ত। ঈশ্বর, বিরাট্;—ঈশ্বর, ক্ষুদ্র—অণু-পরমাণু। বিরাটের ধারণা বিষম বুঝিয়া পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রয়োজন নাই। —'অণু—অণু' অনুসরণেই অগ্রসর হও,—সকল শ্রেণীর সুগম পথ আপনা-আপনিই আয়ত্ত হইবে। কিন্তু, মূলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ভিন্ন প্রকৃত আত্মোন্নতি সাধিত হয় না এবং ঈশ্বর-তত্ত্বও বিদিত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের মর্ম্ম জানে না, সে কিরূপে স্বার্থ-বিজড়িত বুদ্ধিতে, অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, শুষ্ক যুক্তি-তর্ক দ্বারা পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে ঈশ্বরের গূঢ়-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে,—ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব বিদিত হইতে সমর্থ হইবে?- অতএব, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত,—চিত্ত স্থিরের জন্য, প্রতিমা অর্চ্চনার প্রয়োজন হয় বুঝিতে হইবে। হিন্দুর দৈনন্দিন জড়োপাসনার ফলে,—একাধারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-সাধনের চরম চরিতার্থতা লাভ সহজসাধ্য। সুতরাং প্রতিমার্চ্চন শুভফলদায়ক - মঙ্গল-বিধায়ক। বিদ্যার্থী বালক, অক্ষর-অঙ্কনের পূর্ব্বে যেমন সরল-বক্র রেখাপাত শিক্ষা করে; ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভের পক্ষে প্রতিমার্চ্চনও তদ্রূপ ফলপ্রদ। অভ্যাসে মূর্খ পণ্ডিত

হয়। পাণ্ডিত্যের অঙ্কুর যেমন অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয়, ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভ তদ্রূপ প্রতিমার্চ্চন-সাহায্যে সহজ হইয়া আইসে। প্রতিমার্চ্চন তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ;—যে ভাবেই অভ্যস্ত হওয়া যাউক, তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। এই সংসার-মহারণ্যে বসবাস করিয়া পরম পুরুষ পরমেশ্বরের চরণ-কোকনদে চিত্ত-ভৃঙ্গকে বিলীন করার পক্ষে,—মৃন্ময়াদি প্রতিমার্চ্চন-মার্গ অবলম্বন করা প্রথম প্রয়োজন। কেন না, অবলম্বন ব্যতীত মন স্থির না; কঠোর জননী-জঠর পরিত্যাগ করিয়াই, কে আর বল কবে জ্ঞান-গিরির তুঙ্গ-সীমায় - উর্চ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় ? বর্ণজ্ঞান না হইলে ভাষাশিক্ষা হয় না ; আবার, ভাষাবোধ না হইলে, শাস্ত্রপথে প্রবেশাধিকার জন্মে না। অধিকারী, অনধিকারীর ব্যবস্থা ইহাতেই প্রতীয়মান হয়। যাহার অক্ষর জ্ঞান হয় নাই, তাহাতে বেদান্ত-পাঠের অধিকার কিরূপে বর্ত্তিতে পারে ? অন্তর্জগতের বিকাশ বাহ্য-জগতে,—তোমার আনন্দ উৎফুল্ল সহাস্য বদন, হৃদ্‌গত সুখ শান্তিরই অভিব্যঞ্জক ; আর, আমার বিষাদ-মলিন মুখ, হৃদয়ের অশান্তি-দুঃখ-দৈন্যেরই জ্ঞাপক। আবার, একের ভাব-পরম্পরা অন্যের নিকট বিবৃত করিতে হইলে কবি, কাব্য-কলায় এবং শিল্পকার, শিল্প-নৈপুণ্যে, তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিন্দুর প্রতিমা সেইরূপ ভাব-প্রকাশক। কবি কাব্য-কলায় যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ;—শিল্পী, শিল্প-নৈপুণ্যে তাহাই আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ভগবন্নিষ্ঠ ভক্ত ও তন্ময় সাধক, সেই বর্ণন ও অঙ্কণ দেখিয়া, আপন—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া মনোমাঝে ভগ্ন-হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভক্তের— সাধকের ভক্তি-প্রভাবে,— বিশ্বাস-

বিভবে ভাবময় ভগবান্ স্বেচ্ছায় মনোমাঝে, হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন; সাধক স্তিমিত-নেত্রে জন-সমাগম-শূন্য সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকীর্ণ ঘনারণ্যে বসিয়া, হৃদয়-মন্দিরে ভগবানের সেই দিব্যমূর্ত্তি অধিষ্ঠান করেন। আর, সংসারাসক্ত ভক্ত, সংসার-কোলাহলের গণ্ডগোল-মধ্যে, মন্দিরমাঝে মণ্ডপোপরি মৃন্ময়াদি প্রতিমা সযত্নে সাজাইয়া, ভগবানের সেই রূপ প্রতিষ্ঠা করেন। কাহারও বা মনোমাঝে—ভগ্ন-হৃদয় সিংহাসনে ভাবময় ভগবান্ আসিয়া, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হন এবং কাহারও বা মন্দিরমাঝে মণ্ডপোপরি মৃন্ময়াদি প্রতিমাতে আবির্ভূত হইয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শিব-পুরাণে মহর্ষি শৌনক, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণকে কহিতেছেন;—

লিঙ্গন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং দ্বিজা।
বাহ্যং স্থূলং মুনিশ্রেষ্ঠা সূক্ষ্মমাভ্যন্তরং শুভম্॥
কর্ম্মযোগরতা যে চ স্থূললিঙ্গার্চ্চনং রতাঃ।
অসতাং ভাবনার্থায় সূক্ষ্মে তু স্থূলবিগ্রহম্॥
আধ্যাত্মিকন্তু যল্লিঙ্গং প্রত্যক্ষং যস্য ন ভবেৎ।
তস্য লিঙ্গে তথা স্থূলে কল্পয়েচ্চ ন চান্যথা॥

শিবপুরাণ। জ্ঞান সং২৬

'হে আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য দ্বিজগণ! তোমাদিগকে পূর্ব্বে যে মূর্ত্তির বিষয় উপদেশ করিয়াছি, সেই মূর্ত্তি দুই প্রকার;—'বাহ্যিক-মূর্ত্তি' ও 'আভ্যন্তর-মূর্ত্তি।' তন্মধ্যে, বাহ্যিক-মূর্ত্তি স্থূল এবং আভ্যন্তর মূর্ত্তি সূক্ষ্ম;—সূক্ষ্মমূর্ত্তি স্থূলমূর্ত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, যাহারা সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে ও

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ-করণে সতত নিরত, তাহারা চিত্তশুদ্ধির প্রত্যাশায়, বাহিরে স্থূলমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের নিমিত্ত স্থূলমূর্ত্তির উপাসনা ব্যবস্থিত রহিয়াছে;—কেন না, তাহারা অবিদ্যান্ধ - অজ্ঞান-তমসাবৃত—কামনা বিজড়িত সংসারারক্ত জ্ঞান-বিহীন। অতএব, অজ্ঞলোকের সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে, ভাব-ভক্তি উদয়ের নিমিত্তই, অমূর্ত্ত পরমেশ্বরের স্থূল-বিগ্রহ পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, সেই পুরুষই আভ্যন্তর মূর্ত্তিতে ভক্তির নিমিত্ত, স্থূলমূর্ত্তির দ্বারা আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মমূর্ত্তির কল্পনা করিবে; তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যের স্থূলমূর্ত্তির আবশ্যক নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের স্থূলমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবার আর আবশ্যক করে না।' উত্তরগীতাতে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্মবীর পুরুষ-প্রধান অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন;—

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥
সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতম্॥"

উত্তরগীতা।

'হে সখা অর্জ্জুন! ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞপ্রিয় যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর, অগ্নিই তাঁহাদিগের উপাস্য —দেবতা;—যে সকল মুনি-বৃত্তি-সম্পন্ন সংযমাত্মা নিষ্কাম অবিদ্যা -শূন্য এবং নিরন্তর স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে জগন্নিদান জগদীশ্বরের চিন্তা করেন,—পরম পুরুষ পরমাত্মাকে হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে সদাকাল প্রেম-সূত্রে প্রেমের দৃঢ়-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখেন;

অন্তর্যামী চিন্ময় আত্মাই তাঁহাদিগের দেবতা। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, উচ্চ-নীচ জাতিকে সমভাবে দেখেন, কাহারও প্রতি হিংসা-দ্বেষ করেন না; সেই সকল আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য সর্ব্বত্র সমদর্শী মহাত্মাদিগের পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ,—ঈশান-নৈর্ঋত অগ্নি-বায়ু দিক্ ও দিগন্তরালে সর্ব্বত্র তাঁহারা অনলে-অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে,—জল-স্থল-মরুব্যোম বিশ্ব-চরাচরে অধিক কি—পৃথিবীর আসমুদ্র হিমালয়ের বালুকণাটির ভিতরেও জগজ্জ্যোতির দিব্যদ্যুতি দেখিতে পান; সুতরাং, তাঁহাদের দেবতা সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহারা কদাপি কোন পদার্থে সন্দিহান নহেন। আর, যাহারা অবিদ্যান্ধ কামনা-বিজড়িত সংসারাসক্ত অজ্ঞ অন্ধ মূঢ়, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন, হৃদয়স্থ চিন্ময় আত্মার চিন্তনে অক্ষম;—মৃত্তিকা, পাষাণ, ধাতু ও কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত প্রতিমাই তাহাদের দেবতা। অর্থাৎ যে অবিদ্যান্ধ অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় ব্যক্তি, কাম-কিঙ্কর রিপুগণের ক্রীতদাস, সংসারাসক্ত, তাহার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয় না; সেই পুরুষই আভ্যন্তর সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিতে ভক্তির নিমিত্ত স্থূল-মূর্ত্তির কল্পনা করিবে; তদ্ব্যতিরিক্ত স্থূল-মূর্ত্তির আবশ্যক নাই। কারণ, অজ্ঞান পুরুষদিগের নিমিত্ত যে স্থূল-মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার উপাসনা ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিলে, সেই স্থূলের ধারণা সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া, পরিণামে অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে। তত্ত্ববাদীরা বলেন যে,—'বিচার করিয়া দেখিলে, এ জগতে আর কি ছুই নাই, কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞানীদিগের হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" অপ্রমেয় জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম ভাসমান আছেন।' অতএব, যে পর্য্যন্ত এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়,

সে পর্য্যন্ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপর পরমেশ্বরের স্থূল-মূর্ত্তির আরাধনা করিতে হইবে। এইরূপ বিষয়াসক্ত অজ্ঞ বিষয়ীর বিষয়-বিষ-দগ্ধ হৃদয়ে সগুণ সাকার পরমেশ্বর বিরাজমান থাকেন; আর, যাঁহারা বিজ্ঞানী, তাঁহাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ভগবানের জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিচ্ছবির দিব্যদ্যুতি সূক্ষ্ম-রূপে দেখিতে পান; সুতরাং তাঁহাদিগের আর মৃন্ময়াদি প্রতিমার কি প্রয়োজন ?—তাঁহাদের হৃদয়ে চিন্ময়ী প্রতিমা সতত বিরাজ করিতেছেন। কারণ, পরিপূর্ণ শান্ত-স্বরূপ জগজ্জনের মনোলোভা ভগবান্ জনার্দ্দন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপদার্থে এবং জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম সকল স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, জ্ঞানীরা জ্ঞান-চক্ষুঃ দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পান; কিন্তু, যেমন জ্যোতিষ্মান্ দিবাকর পৃথিবীর আসমুদ্র—হিমালয়ের সর্ব্বত্র সকল স্থানে সমভাবে উদিত থাকিলেও, অন্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না; সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা জ্ঞান-নেত্রের অভাবে, সেই সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পরম বিভু পরমাত্মাকে দেখিতে সক্ষম হয় না। অতএব, যাহারা অজ্ঞানান্ধ, যাহাদের চিত্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল—পাপ-পঙ্কে কর্দ্দমাক্ত ও অতিশয় চঞ্চল, তাহাদিগের পক্ষে মৃন্ময়াদি প্রতিমা কল্পনা শুভকরী।'

অতএব, স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে, সাকারের ভিতরেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান নিত্য বিরাজিত। প্রথম অবস্থা হইতে, কেহ কখনও একেবারেই নিরাকার ব্রহ্মে চিত্ত সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই, তাই সগুণ সাকারের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। কারণ, নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা—কথার কথা নহে। জড় পদার্থের ভিতরই চৈতন্য-শক্তি আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং জড় পরিত্যাগ করিলে, চৈতন্য-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কি? মৃন্ময়ী প্রতিমায়

চিন্ময়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান করা, সুলভ সাধনা তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই বলি—অবিশ্বাসী ভক্তিহীন নাস্তিকমতি কূট-তার্কিক! তুমি একবার বিশ্বাসভরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিত্ত স্থির করিয়া, ভক্তিভাবে ভাবময় ভগবানের অর্চ্চনা কর—পূজা কর. তোমার হৃদয়ে অবিশ্বাসের খরস্রোত চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া; তৎপরিবর্ত্তে, বিশ্বাসের বন্যায়—বিশ্বাসের প্রবল স্রোতে হৃদয় প্লাবিত হইবে। অতএব, যাহারা নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা করিতে অভিলাষী, প্রথমতঃ তাহাদিগের মৃন্ময়াদি স্থূল-মূর্ত্তির অর্চ্চনা ব্যতীত আর কিছুই অবলম্বন নাই;—"শূন্যমার্গে কথং যাতি আধারেণ বিনা নরঃ।" উচ্চপদে আরুরুক্ষুগণের অবলম্বন ব্যতীত উচ্চপদে আরোহণ করা দুষ্কর ব্যাপার। নির্গুণ নিরাকার সূক্ষ্মমূর্ত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত মৃন্ময়াদি স্থূল-মূর্ত্তিই অবলম্বন অর্থাৎ সাধন বলিয়া জানিবে। কেন না, সগুণ সাকার হইতেই, নির্গুণ নিরাকার প্রাপ্তি হয়;—ইহাই নিশ্চয়। বিশেষতঃ কলির মানুষ কাম-কিঙ্কর রিপু পরবশ অল্পায়ুঃ অন্নগতপ্রাণ ও অল্পজ্ঞ; তাহারা সেই সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের আয়াসসাধ্য সাধন করিতে একেবারেই অক্ষম; তাই আত্ম-জ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যা-শূন্য ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ, তাহাদের নিমিত্ত, প্রথম প্রতিমা-পূজার বিরাট্ ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছেন;—

"কৃতে ধ্যানাজ্ জ্ঞানসিদ্ধিস্ত্রেতায়াং তপসা তথা।
দ্বাপরে যজনাজ্ জ্ঞানং প্রতিমাপূজয়া কলৌ॥"

শিবপুরাণ। বিদ্যে। ১১

সত্যযুগে জিতেন্দ্রিয় দীর্ঘায়ুঃ পুরুষগণ, কেবলমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়া, ভগবৎ-সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। ত্রেতা-

যুগে দীর্ঘায়ুঃ জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ, কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র-তপশ্চরণ করিয়া, ভগবানের পদারবিন্দে আত্মলীন করিতে সমর্থ হইতেন। দ্বাপর-যুগে যজন-যাজন দ্বারা অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-যাজন-করিয়া, ভগবানের চরণ-কোকনদে স্থান পাইয়া, সুখ-শান্তি-আনন্দ-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু, বর্ত্তমান ঘোর কলিকাল উপস্থিত, এ কালে সে সকল আয়াস-সাধ্য কঠোর সাধন করিবার কাহারও সাধ্য নাই; সেই কারণেই কলি-দূষিত কামনা-বিজড়িত অল্পায়ুঃ অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে কলিপাবন মুনি-ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন;—"প্রতিমাপূজয়া কলৌ।" অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবদ্ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে তপোনুষ্ঠান দ্বারা, দ্বাপর যুগে যজন কার্য্য দ্বারা, তত্তৎযুগের মানব সকল, যে ফল লাভ করিতেন, কলিযুগে কেবল-মাত্র প্রতিমা পূজা করিয়া, সেই ফল লাভ করিতে পারিবে অর্থাৎ ভগবানের পদারবিন্দে স্থান পাইবে। এই সুদুর্লভ মানব জীবন লাভ করিয়া, সেই সর্ব্বকারণের কারণ সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌কে জ্ঞাত হওয়াই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু, ইঁহাকে জ্ঞাত হইতে চাহিলে,—তাঁহাকে জানিয়া, বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত—সংসার-তাপে তাপিত প্রাণ জুড়াইতে চাহিলে,—অগ্রে সগুণ সাকার উপাসনাই করিতে হয়। এই কারণেই পৌরাণিক দেবতাগুলি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সর্ব্বপ্রধান উপযোগী। আমাদের এই মন হইতে, এই বিরাট্-বপু বিশাল বিশ্ব খুবই বৃহৎ;—আবার, বিশ্ব হইতে মায়া আরও বৃহত্তর এবং মায়া হইতে মায়াধীশ পরাৎপর পরব্রহ্মের সীমা নির্দ্দেশ হয় না;—তিনি অসীম, অনন্ত, বৃহত্তম;—মোটের উপর, তিনি অনাদি, অনন্ত, অসীম। তিনি অতিশয় বৃহৎ, তাই তিনি ব্রহ্ম। তিনি অজ, নিত্য, অবিকার্য্য

ও অব্যয় ;—এই চারিপ্রকার ধর্ম্ম, মহা চৈতন্যেই নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি মায়াধীশ ; আর, আমরা ক্ষুদ্র জীব—মায়ার অধীন। তিনি সমুদ্র; আর, আমরা বুদ্বুদ-সদৃশ। তিনি উপাস্য ; আর আমরা উপাসক। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে —

কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ,
কনকমভেদমপীষ্যতে যথৈকম্।
সুর-পশু-মনুজাদিকল্পনাভি—
হরিরখিলাভিরুদীর্য্যতে তথৈকঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৩।৭

সুবর্ণ যেমন একরূপ হইয়াও বলয়, মুকুট. কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হয় ; সেই প্রকার একমাত্র সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ সর্ব্ব-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক রূপভেদে বহু-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেই সময় যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণু-সমষ্টি পৃথিবীমাত্রাদিতে মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণক্ষোভ-জনিত সুরাসুরমনুজাদিও ও প্রলয়-কালে, সেই সর্ব্বগুণাধার সকলের প্রভু সনাতন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতেই বিলীন হয়। অসীম উদার অনন্ত নীলাকাশ যেমন এক হইলেও কখনও নীল, কখনও সিতরূপে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ ভ্রান্তদর্শিগণও "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে উপাধিভেদে পৃথক পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে। অতএব —

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ,
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।

সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতৎ,
আত্মস্বরূপং ত্যজভেদমোহম্॥
বিষ্ণুপুরাণ। ২।১৬॥

সেই সত্য-সনাতন নিত্য-নিরঞ্জন অচ্যুত-স্বরূপ ভগবান্—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক এবং অদ্বিতীয়;—জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ;—সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ব্যতিরেকে জগতে আর কিছুই নাই। তোমাতেও তিনি আছেন, আমাতেও তিনি আছেন; সুতরাং তুমি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-স্বরূপ মূর্ত্তরূপ;—এমন কি,—"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং সকলং তন্ময়ং জগৎ" এই বিরাট্-বপু ভূতধাত্রী সুবিশাল পৃথিবীর আসমুদ্র-হিমালয়ের ব্রহ্মাদি লোকপাল, প্রজাপতি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, নর-অমর, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত অধিক কি—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুটি পর্য্যন্ত যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ আছে; সকলই আত্ম-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু;—তিনি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। অতএব, ভেদমোহ পরিত্যাগ করিয়া সংশয়-শূন্য হৃদয়ে ভাব,—"পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্।" অনন্ত, অসীম—বিশাল বিস্তৃত, বিরাট্ পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে এই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই ব্রহ্মাদি লোক, দক্ষাদি প্রজাপতি ও ইন্দ্রাদি দেবতারূপে নানা আকারে, নানা প্রকারে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন অধিকারে অধিকৃত করিয়া, এই সপ্তদ্বীপ সপত্না অনাদি, অনন্ত অসীম,—বিরাট্ বিশাল, বিস্তৃত পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে ধর্ম্মতঃ পরিপালন করিতেছেন। ইহাঁরা বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন নামে নামিত হইলেও, মূল কিন্তু,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক। তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে ;—ইহাঁরা এবং অন্য যে সকল প্রজাপতি আছেন, সকলেই পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত মহান্ আত্মা রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বিভূতি-স্বরূপ। যাঁহারা ভূতেশ্বর অর্থাৎ অধিপতি হইয়াছেন এবং যাঁহারা হইবেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূতময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অংশ। যাঁহারা দৈত্যাধিপতি ; —যাঁহারা দানব ও রক্ষোগণের নাথ ;—যাঁহারা পশু ও পক্ষীগণের পতি ;—যাঁহারা মনুষ্য, নাগ বা সর্পগণের অধিপতি ;—যাঁহারা বৃক্ষ, পর্ব্বত, ও গ্রহগণের অধিপ ;—যাঁহারা অতীত হইয়াছেন ;— যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূতময় রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত। পালন-কার্য্যে প্রবৃত্ত সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব-স্বরূপ রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পালন-সামর্থ্য নাই। রজঃ-স্বত্বাদি গুণ-সংশ্রয় এই সনাতন, সর্ব্ববিষয়ে সৃজন, স্থিতিবিষয়ে পালন এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন। জনার্দ্দন সৃষ্টিবিষয়ে চতুর্ব্বিভাগ. পালন-বিষয়ে চতুর্দ্ধা-সংস্থিত এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া প্রলয় করেন। এই অব্যক্ত মূর্ত্তিমান এক অংশ দ্বারা ব্রহ্মা,—অন্য ভাগে মরীচিপ্রধান প্রজাপতি হন, তাঁহার তৃতীয় অংশ—কাল এবং অপর অংশ—সর্ব্বভূত। সত্ত্বগুণময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, রজোগুণাত্মক হইয়া, সৃষ্টি বিষয়ে এইরূপে চতুঃপ্রকারে বর্ত্তমান থাকেন। পুরু-ষোত্তম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, স্থিতি-বিষয়ে সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া, এক অংশ দ্বারা প্রতিপালন করেন, অন্য অংশে মন্বাদি-রূপ, অপর অংশে কালরূপে এবং অন্য অংশে সর্ব্বভূতে সংস্থিত হইয়া, ক্রীড়া করেন। রামরূপী ভগবান্ অজ, অন্তকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া , এক অংশ দ্বারা রুদ্ররূপ হন, অন্য ভাগ দ্বারা অগ্নি-

অন্তকাদিরূপে বর্ত্তমান থাকেন; তাঁহার অন্যভাগ কাল-স্বরূপ এবং অপর অংশ সর্ব্বভূত। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এইরূপ সর্ব্বকালগতা চতুর্দ্ধাবিভাগ কল্পনা কথিত হয়। সৃষ্টিকুশল বিধাতা ব্রহ্মা, দক্ষাদি প্রজাপতি, কাল এবং অখিল জন্তু, ভগবান্ শ্রীহরির এই সকল বিভূতি জগতের সৃষ্টির হেতু;—"এতে চাংশকলাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ শ্রীবিষ্ণুই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্; আর, অন্যান্য সকলে কলা ও অংশ স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই মন্বাদি, কাল এবং সর্ব্বভূত; স্থিতির নিমিত্তভূত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এই সকল বিভূতি। রুদ্র, কাল, অন্তকাদি এবং সমস্ত জন্তু, জনার্দ্দনের এই চতুঃপ্রকার বিভূতি প্রলয়ের নিমিত্ত হয়। জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রহ্মা, মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ও জন্তুগণ প্রলয়পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদিকালে ব্রহ্মা সৃজন করেন; তদনন্তর মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ, পরে জন্তুগণও প্রতিক্ষণ অপত্য উৎপাদন করেন। সৃষ্টিকুশল বিধাতা ব্রহ্মা, প্রজাপতিগণ এবং অখিল জন্তু, সকলেই কাল-ব্যতিরেকে সৃষ্টি-নিষ্পাদক হইতে পারে না। পালন-বিষয়েও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এইরূপ চতুর্দ্ধা বিভাগ উপদিষ্ট হয় এবং প্রলয়েও সেইরূপ। যে কোন প্রাণীদ্বারা, যাহা কিছু সৃষ্ট হয় সেই সৃজ্য বস্তুর উৎপত্তি-বিষয়ে তৎসমস্তই রামরূপী ভগবান্ শ্রীহরিরই তনু কিংবা যে যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম ভূতকে কোথায়ও সংহার করে তাহা জনার্দ্দনেরই অন্তকারী রৌদ্রশরীর। কেন না, সকলের ঈশ্বর—জনার্দ্দন;—এইরূপেই জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা, জগৎ—ভক্ষক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, জগৎপালন করিয়া থাকেন; তাঁহার অগুণ পরমপদ, গুণ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকালে এইরূপ ত্রিধা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপে সংপ্রবৃত্ত হন। অতএব,—

"যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ। তস্মাৎ স প্রোচ্যতে বিষ্ণু-র্বিশের্ধাতোঃ প্রবেশনাৎ।" সেই—এক এবং অদ্বিতীয় মহান্ আত্মা ভগবান্ নারায়ণের শক্তি হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন এবং সেই শক্তি সকল বিশ্বেই প্রবিষ্ট,—এইজন্য তিনি বিষ্ণু' বলিয়া অভিহিত; প্রবেশার্থক 'বিশ' ধাতু হইতেই 'বিষ্ণু' এই পদটি সাধিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ তিনিই 'বিষ্ণু'। অতএব,—

সর্ব্বে চ দেবা মনবঃ সমস্তাঃ,
সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চ।
ইন্দ্রশ্চ যো যস্ত্রিদশেশভূতো—
বিষ্ণোরশেষাস্ত বিভূতয়স্তাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৩।১

ব্রহ্মাদি তেত্রিশকোটি দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ষি, সমুদয় মনুপুত্র, সমুদয় দেবরাজ ইন্দ্র,—ইহাঁরা সকলেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রসিদ্ধ বিভূতি। ভগবান্ পরাশর, মৈত্রেয়কে কহিতেছেন,—

"মৈত্রেয় কারণং প্রোক্তং সাধনং সর্ব্ববস্তুষু।
সাধ্যঞ্চ বস্ত্বভিমতং যৎ সাধয়িতুমাত্মনঃ॥
যোগিনো মুক্তিকামস্য প্রাণায়ামাদিসাধনম্।
সাধ্যঞ্চ পরমং ব্রহ্ম পুনর্নাবর্ত্ততে যতঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ। ১।২২

'হে মৈত্রেয়! সর্ব্ববস্তুর যাহা কারণ, তাহাকেই সাধন বলা যায় এবং যাহা সাধন করিবার নিমিত্ত, আপনার অভিমত, তাহাই সাধ্য। মুক্তিকাম যোগীর সাধন;—যম-নিয়ম, আসন-প্রাণায়াম, প্রত্যাহার-ধারণা ও ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ;—আর, সাধ্য

—পরম বস্তু অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু,—যাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। এই পরম বস্তু, পরমাত্মার স্বরূপ অনুপম; পরন্তু, তাঁহার স্বরূপ অনুপম, তত্ত্বজ্ঞানময় কিংবা স্বসংবেদ্য হইলেও, উহা চতুঃপ্রকার। সাধনের আলম্বন অর্থাৎ শুদ্ধ ত্বম্পদার্থবিষয়ক যে জ্ঞান, যোগীর মুক্তির কারণ হয়; তাহাই সেই ব্রহ্মভূতের প্রথম ভেদ। ক্লেশ-মুক্তির নিমিত্ত, যোগাভ্যাসকারী যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তদাবলম্বন অর্থাৎ তৎপদলক্ষ্য ব্রহ্মবিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় অংশ। উভয় সাধ্য-সাধনের অবিভাগে অর্থাৎ ঐক্যে, অদ্বৈতময় অর্থাৎ,—"অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অন্য বা তৃতীয় ভাগ। আর, এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ অর্থাৎ আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন,—আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম,—এইরূপ যে পার্থক্য বোধ, তাহার নিরাকরণ অর্থাৎ পরিত্যাগ দ্বারা জ্ঞানময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ নামক যে এক প্রকার জ্ঞান তাহাই চতুর্থ বলিয়া উক্ত। তাহা দর্শিতাত্ম-স্বরূপ-বিশিষ্ট, নির্ব্ব্যাপার, অনাখ্যেয় ব্যাপ্তিমাত্র, অনৌপম, আত্ম-সম্বোধ-বিষয়, সত্তামাত্র, অলক্ষণ, প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ, অবিভাব্য ও অশংশ্রিত। অন্যজ্ঞানরোধ অর্থাৎ অবিদ্যানাশ দ্বারা যে যোগিগণ, তাঁহাতে অর্থাৎ চতুর্থ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হন, তাঁহারা সংসার-ক্ষেত্রে বীজ-বপন-কর্ম্ম-বিষয়ে নির্ব্বীজতা অর্থাৎ নির্ব্বাসনতা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। অমল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় ও সমস্ত ভেদ-রহিত বিষ্ণুনামক পরমপদ,—এই প্রকার। পাপ-পুণ্যের বিনাশ হইলে, ক্ষীণ-ক্লেশ ও অতি নির্ম্মল যোগী, সেই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, যাঁহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। সেই ব্রহ্মের রূপ দুই প্রকার;—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্তামূর্ত্ত অর্থাৎ ক্ষর

ও অক্ষর-স্বরূপ, ঐ রূপদ্বয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতে অবস্থিত। তন্মধ্যে অক্ষর—সেই পরব্রহ্ম ; আর, ক্ষর—এই সমস্ত জগৎ। একস্থানে স্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বিস্তারিণী, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, এই অখিল জগৎ। যেমন অগ্নির নৈকট্য ও দূরত্বনিবন্ধন জ্যোতির বহুত্ব ও অল্পতাময় ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মশক্তিরও ভেদ অর্থাৎ তারতম্য বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর,—ইহাঁরা প্রধান ব্রহ্মশক্তি। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন, তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন ; আর—মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যূন ও সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূনতর বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির তারতম্য অর্থাৎ অবিদ্যা আবরণের অল্পতা ও আধিক্যতা পরিদৃষ্ট হয়। পরন্তু, এইরূপে উপাধিনিবন্ধন আবির্ভাব ও তিরোভাব—জন্ম ও নাশ-বিশিষ্ট হইলেও, সেই এই জগৎ বস্তুতঃ অক্ষর ও নিত্য ব্রহ্ম। সর্ব্বশক্তিময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অপর ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি,—যাঁহাকে যোগিগণ সমাধির পূর্ব্বে যোগারম্ভে চিন্তা করেন ;—যোগিগণের মন যাঁহার প্রতি একাগ্র হইলে, সাবলম্বন অর্থাৎ ধ্যেয়—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সহিত এবং সবীজ মন্ত্র জপাদির সহিত মহাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ যোগিগণের সমাধি জন্মে ;—ব্রহ্মের শক্তি সকলের মধ্যে, সেই শ্রীহরিই প্রধান। যেহেতু, তিনিই মূর্ত্ত অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম ; সুতরাং অতি নিকটবর্ত্তী এবং সর্ব্বময় অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ন্যায়, তিনি অংশী নহেন ; তাঁহাতেই সেই সমস্ত জগৎ ওতঃপ্রোতঃ অর্থাৎ তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত অর্থাৎ সংগ্রহিত ; তাঁহা হইতে, এই জগৎ উৎপন্ন ও তাঁহাতেই স্থিত এবং তিনিই জগৎ। কার্য্য-কারণাত্মক ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, পুরুষ-প্রকৃতিময় অখিল জগৎকে ভূষণ

রূপে ও অস্ত্ররূপে ধারণ করিতেছেন। কেন না, তিনি বিশ্বরূপ; এই বিশ্বই তাঁহার বিরাট্-দেহ। তিনি এই জগতের নির্লেপ, অগুণ ও অমল আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে কৌস্তুভমণি-স্বরূপে ধারণ করিতেছেন;—প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিকে শ্রীবৎসরূপে অনন্তের শরীরে আশ্রিত এবং বুদ্ধি মাধবের গদারূপে অবস্থিত। ঈশ্বর তামস ও রাজস অহঙ্কারকে যথাক্রমে—শঙ্খ ও শার্ঙ্গধনুরূপে ধারণ করিতেছেন। সামর্থ্য-স্বরূপ এবং বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ সাত্ত্বিক অহঙ্কারাত্মক মনকে; ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু হস্তস্থিত চক্র-স্বরূপে ধারণ করেন; ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু গদাধরের পঞ্চরূপা মালা আছে, অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, মরকত ইন্দ্রনীল ও হীরকসমবর্ণা যে বৈজয়ন্তী নাম্নী মালা আছে, তাহা পঞ্চতন্মাত্রপঙ্‌ক্তি এবং পঞ্চ-মহাভূতপঙ্‌ক্তি;—বুদ্ধি ও কর্ম্মাত্মক যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, ভগবান্ জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণু, তাহাদিগকে শর-রূপে ধারণ করেন। ভগবান্ অচ্যুত যে অতি নির্ম্মল অসিরত্ন ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যা-কোষস্থিত বিদ্যাময় জ্ঞান। পুরুষ, প্রকৃতি, মন-বুদ্ধি চিত্ত-অহঙ্কার, —বিদ্যা-অবিদ্যা, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণ,—এই সমস্তই এইরূপে ভগবান্ হৃষীকেশে সমাশ্রিত। এই রূপ-বিবর্জ্জিত ভগবান্ শ্রীহরি, প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত, মায়ারূপ হইয়া, অস্ত্র ও ভূষণ-স্বরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন। অতএব, রামরূপী পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, এইরূপে সবিকার প্রকৃতি পুরুষ ও অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন। যাহা বিদ্যা, যাহা অবিদ্যা, যাহা সৎ, যাহা অসৎ, যাহা অব্যয় সে সমস্তই সর্ব্বভূতের অধীশ্বর রামরূপী ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে অবস্থিত;—কলা, কাষ্ঠা, নিমিত্তাদি, দিন, ঋতু, অয়ন ও হায়ন-বিশিষ্ট কাল-স্বরূপ নিত্য ভগবান্ ও রামরূপী ভগবান্

শ্রীহরির রূপান্তর। এমন কি—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনোলোক, তপোলোক ও সত্যলোক প্রভৃতি সপ্ত-লোকও পরম বিভু পরমেশ্বর রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে বিরাজ করিতেছে;—ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকলের ও পূর্ব্বজ, লোকাত্মমূর্ত্তি শ্রীহরি স্বয়ংই সর্ব্ববিদ্যার আধার-রূপে স্থিত;—নিরাকার সর্ব্বেশ্বর অনন্ত, ভূতমূর্ত্তি হইয়া দেব, মানুষ ও পশু-আদি বহুবিধ আকারে অবস্থিত।

নমামি তে রাঘবপাদপঙ্কজং,
সীতাপতে সৌখ্যদ পাদসেবনাৎ॥
নমামি তে গৌতমদারমোক্ষজং,
শ্রীপাদরেণুং সুরবৃন্দসেব্যম্॥

—০—

ষষ্ঠোচ্ছ্বাস।

ভগবান্—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অগণিতগুণমপ্রেয়মাদ্যং,
সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্।
উপরমরমং পরাত্মভূতং,
সততমহং প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রম্॥

যাঁহার শক্তি অনন্ত,—যাঁহার মহিমা অসীম,—যাঁহার লীলা অপার;—যাঁহার নাম অনন্ত;—যাঁহাকে দেশ, কালাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায় না; যিনি স্থাবর-জঙ্গম, মর-অমর, জড়-অজড় চেতন-অচেতন; মোটের উপর, যিনি—"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তম্" এই বন-বনান্ত-পরিশোভিত, নানাজীব-সঙ্কুল, অজ্ঞানান্ধকার-সমাচ্ছন্ন পাপবিদ্ধ মর্ত্ত্যলোকের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীব তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য উজ্জ্বল-সম্মোহন ব্রহ্মলোকের মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেরই আদিকারণ ও ভূরাদি—সত্যান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড এবং এইরূপ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড-সমন্বিত বিশ্বের—এমন কি, এইরূপ অসংখ্য বিশ্বেরও যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী; সেই বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিরাট্-পুরুষ,—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব-স্বরূপ,—অনাদি, অনন্ত, অসীম শান্তিগুণময়,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের ও অজর-অমর, নির্জ্জর-কিন্নর, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব, ইন্দ্র-চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগেরও হৃদয়-গুহার নিভৃত-কক্ষে, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী-রূপে পরমাত্মা-স্বরূপে সতত বিরাজ করিতেছেন; সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, যদি ভগবান্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাহা হইলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার উপাসক দৃষ্ট হয় কেন?—কেহ সৌর, কেহ গাণপত্য,—কেহ শৈব, কেহ শাক্ত,—কেহ বা বৈষ্ণব—ইত্যাদি আরও কত কি দৃষ্ট হইয়া থাকে;—ইহার কারণ কি? আবার, হিন্দুশাস্ত্রে দেখি যে,—'দেবতা তেত্রিশকোটি।' অতএব, ভগবান্‌কে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলা হয় কেন?

স্যুর্স্মোহায় চরাচরস্য জগত স্তে তে পুরাণাগমা।
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্ত কল্পে বিধৌ।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণু: সমস্তাগম—
ব্যাপারেষু বিবেকিনাং ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥

পদ্মপুরাণ। পাঃ। ৫৯

ভগবান্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সত্য; কিন্তু আমাদের পূজার দেবতা,—'তেত্রিশকোটী।' সচ্চিদানন্দময় পরাৎপর পরিপূর্ণ চিন্ময় ভগবান্ রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু,—'এক ও অদ্বিতীয়'; কিন্তু দেবতা তেত্রিশকোটি। কেবল তেত্রিশকোটি বলিয়া নহে; গণনাঙ্কে নির্দ্দেশ করিতে যাইলে, হয়ত বা তেত্রিশকোটিরও অধিক হইয়া পড়ে। কেন না, দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর;—দেবতা—কালী, তারা, মহাবিদ্যা;—দেবতা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ;—দেবতা—নৃসিংহ, পরশুরাম, বুদ্ধ; দেবতা—দত্তাত্রেয়, কপিল, কল্কি;—দেবতা—ব্যাস, বশিষ্ঠ, মনু;—দেবতা—নানক, চৈতন্য, শঙ্কর;—দেবতা—মন্দর, ভূধর, সাগর; দেবতা—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ;—দেবতা স্থাবর-জঙ্গম;— এমন কি—পশুর মধ্যে, দেবতারূপে—স্বয়ং 'হনুমান'জি ও পক্ষীর মধ্যে, দেবতারূপে—স্বয়ং

'গরুড়'জি এবং স্থাবরের মধ্যে, দেবতা-রূপে—স্বয়ং 'অশ্বত্থ' বৃক্ষটি পর্য্যন্তও সর্ব্বদর্শী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট সম্পূজিত হইয়া থাকেন। দেবতা— নর-অমর, স্থাবর-জঙ্গম, বৃক্ষ-গুল্ম প্রভৃতি সবাই ; সুতরাং দেবতার পরিসীমা নাই। পরাৎপর পরিপূর্ণ ভগবান্,—এই বন-বনান্ত-পরিশোভিত, মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বর,— স্থাবর, জঙ্গম, নানাজীব-সঙ্কুল অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের সর্ব্ব পদার্থে ওতঃপ্রোতঃ-ভাবে অবস্থিত। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী ভগবানের শক্তি সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম-স্বরূপে তিল-মধ্যে তৈলের ন্যায়,—দুগ্ধমধ্যে ঘৃতের ন্যায় —ইক্ষু-দণ্ডে রসের ন্যায়,—ভূমধ্যে জলের ন্যায়,—অগ্নিমধ্যে দাহিকার ন্যায়,—কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির ন্যায়— জলমধ্যে শৈত্যের ন্যায়,— পুষ্প-মধ্যে গন্ধের ন্যায়,— ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সার্ব্ব-ভৌমতায় যাঁহার প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কেবল তেত্রিশকোটি কেন, এই আসমুদ্র-হিমালয় পৃথিবীর অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে. প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-নভোমণ্ডল বিশ্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, মহৎ হইতে মহত্তম,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম,—অণু-পরমাণু বালুকণাটি পর্য্যন্ত সকল সামগ্রী মাঝেই, তিনি নব-নীরদ-জলদমালা-মধ্যগত চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালার মত ভগবচ্ছক্তি বিদ্যমান দেখেন। দূরন্ত-প্রসারিত অনন্ত-বিস্তৃত উত্তুঙ্গ ধবলগিরির আকাশভেদী শ্বেত-শৃঙ্গ দর্শন করিয়া, তিনি যেমন ভক্তিরসাপ্লুত-হৃদয়ে প্রেমানন্দে মাতিয়া আত্মহারা হন; আবার দুর্নিরীক্ষ্য কীটানুকীট ও অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব অনুভব করিয়াও,—তেমনই প্রেমানন্দে মাতিয়া বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ-বিরাট্ পুরুষ, সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বরূপ-সর্ব্ব-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামরূপা

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ শ্রীচরণারবিন্দে প্রণত হইয়া থাকেন ; এই নিমিত্তই, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বসামগ্রীই হিন্দুর নিকট সম্পূজিত। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ-স্বরূপ—বিশ্ব-বন্দিত মহাগ্রন্থ - ভক্তির বৈকুণ্ঠ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়-স্বরূপ বেদান্ত-দর্শন ব্রহ্ম-সূত্রের মাধুর্য্য ম হাভাষ্য—চির-মধুর ব্রহ্মজ্যোতিঃ-প্রতিভাত—প্রেম-ভক্তি-তরঙ্গায়িত—রস-মাধুরী-উচ্ছ্বসিত ভগবল্লীলামৃতসিন্ধু শ্রীমদ্ভাগবতে, বিশ্ব-হিত-তপস্যা-নিরত আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিকাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি জ্ঞানের পূর্ণমূর্ত্তি জ্ঞানাবতার কবি কহিয়াছেন ;—"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ, জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং, যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥" হে ভগবদনুসন্ধানে নিরত সংশয়-সাগরালোড়িত বিভ্রমগ্রস্থ দিশাহারা ভগবদুপাসক! বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিরাট্-পুরুষ,—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ ;—অনাদি, অনন্ত, অসীম,—অব্যয়, অক্ষয় অপ্রমেয়,—নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রীয়,—সর্ব্বগ, সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরাৎপর, পরিপূর্ণ, পরব্রহ্ম,—ভব-ভয়হারী ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীহরি,—এই অসীম সুষমাকর,—মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বর, বন-বনান্ত-পরিশোভিত নানাজীব-সঙ্কুল,—অনন্ত বৈচিত্র্যশালী,—শোভন-সৌন্দর্য্যময় বিরাট্ বপু সুবিশাল নরাবাস ধরাধামে, পৃথিবীর আসমুদ্র-হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—মোটের উপর, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত। সুতরাং বিরাট্ বিশাল বিস্তৃত বিশ্বকে এবং বিশ্বের

বৃহৎ হইতে বৃহত্তম,—মহৎ হইতে মহত্তম,—ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম,—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম,—অণু হইতে অণুতর,—এমন কি, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাণুটিকেও, সেই বিশ্বকৃৎ,বিশ্বসৃক্, বিভু, বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির বিরাট্ শরীর বলিয়া জানিবে। অতএব, ঐ যে অনন্ত ঊর্দ্ধে—অনন্ত নীলিমাময় অসীম উদার নীলিমাকাশ এবং নীলাকাশে—জ্যোতিষ্কপথে ঐ যে আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণা-নিদান—জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিশ্চক্রের অধীশ্বর জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য;—ঐ যে আকাশমণ্ডলে আকাশপথে—প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন-চন্দ্রিকা-বিকশিত সর্ব্বজন-নয়ন-মনোরঞ্জন উজ্জ্বল-সম্মোহন চন্দ্র;—ঐ যে অসীম-নীলাম্বরে আকাশপটে—জ্যোতিস্পথে, আকাশস্থ উজ্জ্বল হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত গগন-গহনা নিশাভূষণ নক্ষত্রমণ্ডল; ঐ যে মেঘবন্মে বিদ্যুদ্বর্ণী মেঘমণ্ডলে চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বল। জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালা; আর, এই যে বিশ্বজনীন প্রদীপ্ত অগ্নি;—এই যে তাপ-তপ্ত হৃদয় ও শান্ত-প্রাণ-শীতলকারী অনলসখ পবনদেব;—এই যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের জীবন-স্বরূপ সর্ব্বজনীন সলিল;—এই যে বন-বনান্ত-পরিশোভিতা মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা নানাজীব সঙ্কুলা অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী বিরাট্-বপু ভূতধাত্রী সুবিশাল ধরিত্রী;—এই যে অনন্ত বিস্তারিত, দুরধিগম্য, অতলস্পর্শ অনন্ত-জলরাশি অনন্ত-জলনিধি মহান্ সমুদ্র;—এই যে দুরন্ত-বিস্তারিত অগাধ-জলরাশি সরিৎ;—এই যে দীর্ঘকায় উন্নতশীর্ষ বৃক্ষ, বিস্তৃত লতাকুঞ্জ, মনোমদ গুল্মপুঞ্জ; মোটের উপর এই বিরাট্ বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড; যাহা কিছু দৃশ্যমান পদার্থ—এমন কি, পূর্ব্ব-পশ্চিম—উত্তর-দক্ষিণ, ঈশান-অগ্নি—নৈঋত-

-বায়ু প্রভৃতি দিগ্-দিগন্তরাল-সমূহ পর্য্যন্তকেও, বিশ্বকৃৎ বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির শরীরবোধে সাকার-মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া, অনন্য-ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিবে।' অতএব, হিন্দুর মুনি, ঋষি, তপস্বীরা,—হিন্দুর বেদ বেদান্ত, উপনিষদে,—হিন্দুর পুরাণ, উপ-পুরাণ, সংহিতায়, হিন্দুর, স্মৃতি, শ্রুতি, তন্ত্রশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া, কলি-কলুষিত কামনা বিজড়িত, সংশয়-সাগরালোড়িত, অশান্তি-বিক্ষোভিত, সংশয়-দোলায় দোলায়মান বাগাড়ম্বরের মোহিনী-মায়ায় মোহিত-চিত্ত মানবকুলকে যতই মোহিত করিতে থাকুক এবং ব্রহ্মাদি তেত্রিশকোটি দেবতাগণকে পরম অর্থাৎ উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করুক; কিন্তু, সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি মহাপুরুষগণ, সকল শাস্ত্রের শেষ-মীমাংসায়, —সকল শাস্ত্রের সার কথায়,—সকল ভাবনার শেষ চিন্তায়,—সকল ভাষার শেষ কথায়,—সকল গবেষণার অন্তিম চিন্তায়,—সকল প্রমাণের গভীর দৃষ্টান্তে, সকল পর্য্যবেক্ষণের শেষ-সিদ্ধান্তে, শেষ সিদ্ধান্তের চরম ভাষায়, অটল অচল স্থির সিদ্ধান্তে, মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিয়াছেন যে,—"সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্-বিষ্ণুঃ সমস্তাগমঃ" চরম সিদ্ধান্তে শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলে, শেষ গিয়া দাঁড়ায়, সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। মুনি-ঋষি-তপস্বীদিগের মত-ভেদ,—তেত্রিশকোটি দেবতাদিগের আকার-ভেদ,—উপাসকগণের প্রকার-ভেদ,—দেবতাদিগের নাম-ভেদ, এবং রূপ-ভেদ যতই কেন প্রত্যক্ষ করি না, সকলেরই মূল কিন্তু,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"; সেই

এক এবং অদ্বিতীয়,—"পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্।" অতএব,—

একো হি বহুধা জ্ঞেয়ো বহুধাপ্যেক এব সঃ।
নামরূপবিভেদেন জল্পতে বহুধা ভুবি॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ১৩২

সেই রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, তিনি বহুরূপে রূপবান্ ও বহুধা হইয়াও, এক এবং অদ্বিতীয়। নাম ও রূপ ভেদ করিয়া, সাধন-জগতে উপাসকগণ উপাসনার সৌকর্য্যার্থে তাঁহাকে বহুরূপে ও বহুনামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু, তাহা কেবল সাধকগণের উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত, নানারূপে ও নানানামে ব্যাখ্যা করা হয়; মূল কিন্তু, সেই—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" অতএব, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্র-বাক্যের মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, মনোমুগ্ধকর কাহিনীতে কর্ণপাত করিও না;—যাহা সত্য,—যাহা সার তাহারই উপাসনা কর, অমঙ্গলের অবসান হইবে, জ্ঞান-সূর্য্যের অরুণালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে;—যাহা সার তাহারই উপাসনা কর, বিজয়-মাল্যে ললাট উদ্দীপ্ত হইবে;—সুখ-শান্তির অন্বেষণে জগৎ তন্ন তন্ন আলোড়িত করিয়া, সুখ-শান্তির অনুসন্ধানে চিরকাল ব্যাপৃত রহিয়া, জীবন বৃথা অতিবাহিত করিতে হইবে না। সত্যের উপাসনা কর, সুখ-শান্তি করতলগত হইবে;—এমন কি, চরম সুখ, চির-শান্তি,—পরম-আনন্দ লাভ করিয়া, অন্তিমে চিরানন্দে বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে পারিবে। অতএব, অন্যান্য তেত্রিশকোটি দেবতার উপাসনায় মন না দিয়া রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা কর; কেন না, স্বকীয় ত্রিতাপদগ্ধ স্তূপীকৃত ভস্মাচ্ছাদিত ভগ্ন-হৃদয়-মন্দিরে—মনোমাঝে,

ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ রাম-রূপী শ্রীবিষ্ণুর কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল উজ্জ্বল সম্মোহন চিন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভক্তি-রসাপ্লুত-মনে তন্ময় হইয়া, তাঁহার চির-মধুর পদারবিন্দ-বিনিঃসৃত মকরন্দ-পানানন্দে চিত্ত-ভৃঙ্গকে সংলগ্ন করিয়া তাঁহার পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ দিব্যদেহের দিব্যদ্যুতির চিন্তা করিলে, ত্রিতাপদহনে দগ্ধীভূত জীব অনায়াসে চির-শান্তিময়ী মুক্তি লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ পূর্ণব্রহ্ম রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিলে, তেত্রিশ-কোটী দেবতারই উপাসনা করা হয়। কেন না, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক প্রেমিক-চূড়ামণি দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ৪।৩১

'যেরূপ বৃহৎ হইতে সুবৃহৎ,—ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র—সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলে, তাহার স্কন্ধ কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, উপশাখা—প্রতিশাখা প্রভৃতি অঙ্গ সকলও পুষ্ট হয় এবং যেরূপ চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য ও পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিলে, এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়নিধান মুক্তির সোপান জীবাধার-রূপ পাঞ্চভৌতিক শরীরাভ্যন্তরে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়; সেই প্রকার বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিরাট্-পুরুষ,—সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব স্বরূপ, অচ্যুত পূর্ণব্রহ্ম

সনাতন ভগবান্ রামরূপী শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিলে, তেত্রিশকোটি দেবতারই আরাধনা করা হয়।' মহর্ষি শাণ্ডিল্য মেঘমন্দ্র-স্বরে কহিতেছেন,

"ভজনীয়ে নাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র। ৩।১।১

'বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ বিরাট্-পুরুষ—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব-স্বরূপ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই অদ্বিতীয় ভজনীয়, তাঁহাকে বিদিত হইলেই, সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কেন না এই অনাদি, অনন্ত, অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডই তৎ-স্বরূপ।' অতএব, জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্র বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে,—

ধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুঃ সকলানি বিষ্ণুঃ
কর্ম্মাণি বিষ্ণুশ্চ স এব ভোক্তা।
কার্য্যঞ্চ বিষ্ণু করণানি বিষ্ণু—
স্তস্মান্ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি॥

বৃহন্নারদপুরাণ। ১৩

এই ভূরাদি—সত্যান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিরাট্-পুরুষ,—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ সর্ব্ব-স্বরূপ ভগবান্ রামরূপী শ্রীবিষ্ণুই মানব-দানব, সুরাসুর, নর-অমর, অজর-কিন্নর এবং সৌর-গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই একমাত্র উপাস্য দেবতা। কেন না, রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সমুদয় ধর্ম্ম ও সমুদয় কর্ম্ম-স্বরূপ এবং সমুদয় ধর্ম্ম ও সমুদয় কর্ম্মের ফলদাতা;—তিনিই আবার, সমুদয় ধর্ম্মের ও সমুদয় কর্ম্মের ফলভোক্তা হইয়া, জীব-রূপে জীব-হৃদয়ে

অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ যাবতীয় কার্য্য ও সমস্ত কারণ; সমস্তই রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু; কেন না, তিনি ব্যতীত এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডে, অন্য আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। স্বীকার করি—যিনি যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি সেই দেবতার পূজা-অর্চ্চনা, উপাসনা-আরাধনা, সেবা-পরিচর্য্যা প্রভৃতি করিবেন,—ইহা শাস্ত্রোপদেশ। পরন্তু, যিনি যে দেবতার উপাসক হউন না কেন, পূজাকালে অথবা অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যে, তাঁহাকে রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনায় সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে হয়। অতএব, প্রত্যেক হিন্দুই প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক, নিজ নিজ ইষ্টদেবতার উপাসনা বা আরাধনা-কালে রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে হৃদয়ের নির্ভরতা,—প্রাণের বেদনা,—আন্তরিক যাতনা ও নিজ কামনা জানাইয়া, জীবন-মরণ-ব্যাপী সাধনা চরিতার্থ করেন; সুতরাং রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" হইয়াও, তিনি বহুরূপে রূপবান্ হন;—"নামরূপবিভেদেন বহুধা কল্পতে ভুবি।" সাধন-জগতে সাধকবৃন্দ, তাঁহাকে নানা নামে ও বহুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সাধন-জগতে বস্তুতঃ উপাসক দ্বিবিধ; সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসক। তন্মধ্যে সাকারবাদীরা তাঁহাকে একভাবে দেখেন এবং নিরাকারবাদীরা তাঁহাকে অন্যভাবে উপাসনা করেন। সাকারবাদীর নিকট তিনি "পূর্ণব্রহ্ম সনাতনস্ত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্,"—নিরাকারবাদীর নিকট তিনিই আবার,—পৃথিবীর আসমুদ্র—হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে, মোটের উপর, জল-স্থল মরুব্যোম বিশ্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র চিন্ময়-রূপে অবস্থিত; এমন কি—নিরাকারবাদীরা আসমুদ্র—

হিমালয় পৃথিবীর অণু-পরমাণু বালুকণাটির ভিতরেও তাঁহার অস্তিত্ব অনুভবকরতঃ সর্ব্বপদার্থেই তাঁহাকে সজল-জলদমালা-মধ্যগত চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালার মত অতি সূক্ষ্ম-স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্ত, শ্রুতি কহিয়াছেন,—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্, সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।" মোটের উপর উপাসক-ভেদে তিনিই বিভিন্ন উপাসকের নিকট, বিভিন্ন নামে নামিত হইয়া, বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। যিনি সৌরের নিকট জ্যোতিষ্ক-জীবন-সূর্য্য; তিনিই আবার, গাণপত্যের নিকট গণপতি-রূপে সম্পূজিত;—যিনি গাণপত্যের নিকট গণপতি, তিনিই আবার, শৈবের নিকট শঙ্কর-রূপে উপাসিত;—তিনিই আবার, বৈষ্ণবের নিকট রামরূপী শ্যামসুন্দর নামে অভিহিত। অধিক কি, তিনিই আবার, শাক্ত-ভক্তের নিকট করালবদনা শ্যামা-রূপে প্রকটিত হইয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। তিনি কভু মুণ্ডমালী,—কভু বনমালী;—তিনি কভু শ্যাম, কভু শ্যামা;—তাঁহার কভু করে অসি, কভু করে বাঁশী; তাঁহার কভু শিবরূপে বিকাশ, কভু সূর্য্যরূপে প্রকাশ; আবার, কখনও তিনি সিদ্ধিদাতা গণপতি-রূপে সাধককে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই অনন্ত নামে অনন্ত রূপে, পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের,—বিভিন্ন উপাসক-দিগের,—বিভিন্ন প্রকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, বিভিন্ন ভক্তের মনোরঞ্জন করিতেছেন। এই জন্যই তাঁহাকে অনন্ত নামে নামিত ও অনন্ত রূপে অভিহিত করা হয়। অতএব, তিনি সাধকের মন্ত্র,—তিনিই সাধকের যজ্ঞ,—তিনিই প্রজাগণের পালনকর্ত্তা ও কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর;—এই

প্রকার জগতের হেতু-স্বরূপ যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তিনি। তিনিই জীবকুলের পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা;—তিনিই জীব-হৃদয়ে সাক্ষী-স্বরূপ পরমাত্মা;—এই পরমাত্মাই "পূর্ণব্রহ্ম সনাতনস্ত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্।" তিনি এই বিরাট্-বপু বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ও কাল, সূর্য্য, অগ্ন্যাদি-রূপে বর্ত্তমান ছিলেন অর্থাৎ বটবীজে যেরূপ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ সমস্ত জগৎ চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে অবিভক্ত হইয়াই, অবস্থান করিতেছিল। অতএব সেই রামরূপী পরমাত্মা,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁহার সদৃশ অথবা বিসদৃশ কিছুই নাই। তিনি দেশ, কাল ও বস্তু-গণনায় পরিচ্ছেদ রহিত অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব-কালে, সকল বস্তুতেই সতত বিরাজমান। তাই তিনি অনন্ত;—তিনি পূর্ব্বদিকে অনন্ত,—দক্ষিণে অনন্ত,—পশ্চিমে অনন্ত,—উত্তরে অনন্ত;—তিনি ঈশানকোণে অনন্ত,—অগ্নিকোণে অনন্ত,—তিনি নৈঋর্তকোণে অনন্ত,—বায়ুকোণে অনন্ত; এমন কি—তিনি ঊর্দ্ধ-দিকে অনন্ত; অধোদিকেও অনন্ত;—এইরূপে দিক্ ও দিগন্তরাল প্রভৃতি দশদিকেই তিনি পরিচ্ছেদ-রহিত বলিয়া, সর্ব্বতোভাবে অনন্ত। এই পরিচ্ছেদ-শূন্য সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপী রামরূপী ভগবান্ অনন্তের আশ্রয়-স্বরূপে পূর্ব্বাদি কোন দিকই বাস্তবিক পক্ষে নাই অথবা বক্র অধঃ বা ঊর্দ্ধদিক্‌ও নাই। অর্থাৎ দেশ বা দেশ-সম্বন্ধী কোন বস্তুর দ্বারা ইঁহার পরিচ্ছেদ হইতে পারে না;—এই অনন্ত-রূপী ভগবান্ রামচন্দ্রকে কেহ ধারণা করিতে পারে না। কেন না, যাহার পরিমাণ আছে, তাহাকেই লোকে ধারণা করিতে পারে; কিন্তু, তিনি অপরিমিত, অনন্ত ও সীমা-রহিত। আবার, যাহা জন্ম-বিশিষ্ট, তাহারই পরিমাণ আছে;—কোন স্থানে কোন সময়ে

কোন একটি কিছু ইত্যাদি বলিয়া, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে ; কিন্তু, তিনি অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত। অতএব তাঁহার পরিমাণ নাই ; কেন না, তিনি অপরিমিত। মাতেশ্বরী শ্রুতি কহিয়াছেন,—"অতর্ক্যোঽচিন্ত্যঃ। এষ আকাশাত্মা। এ বৈষ ক্ষুৎস্বক্ষর একো জাগর্ত্তি।" রামরূপী ভগবান্ অনন্তকে তর্কের দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় না এবং তিনি মানব-চিন্তার অতীত ; যাহা মনোগোচরে বর্ত্তমান থাকে, তাহার সম্বন্ধেই তর্ক করা চলে ; কিন্তু, এই রাম-রূপী পরমাত্মা মনেরও অগোচর ; সুতরাং যুক্তি-তর্কের বহির্ভূত। কেন না, এই রামরূপী পরমাত্মার স্বরূপ আকাশের ন্যায় অসীম ও নির্লিপ্ত ; সমস্ত জগতের প্রলয় হইলেও, একমাত্র এই রামরূপী পরমাত্মাই অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান থাকেন। প্রলয়ের সময় আর কিছুই ছিলনা ;—প্রলয়কালে একমাত্র এই রামরূপী পরমাত্মাই অবস্থিত ছিলেন বলিয়াই, আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া, সমগ্র জগতের প্রতিপালন এবং কেবলমাত্র ধ্যান দ্বারা এই জগতের উৎপাদন করেন ; অন্তিমে মহাপ্রলয়ে,—এই পরমাত্মাতেই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, ইনিই একমাত্র ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্বকালে জাগরণ করেন ;—এই নিমিত্ত ইঁহাকে অনন্ত বলা হয়। এই বিরাট্-বপু বিশ্বের সৃষ্টিনাশক ঈশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে কহিতেছেন,—

"নমোঽস্তু রামায় সশক্তিকায়,
নীলোৎপলশ্যামলকোমলায়।
কিরীটহারাঙ্গদভূষণায়,
সিংহাসনস্থায় মহাপ্রভায়॥"

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা। ১৫

'হে নিত্য-নিরঞ্জন সত্য-সনাতন রাম! তোমার পরম-সমুজ্জ্বল ভুবনপাবন সজীব-সুন্দর দিব্যদেহ নীলোৎপলদলদ্যুতি শ্যামল;—তোমার সেই নীল-ফুল্লারবিন্দ-বিনিন্দিত চির-সুন্দর চির-মধুর নবনীতোপম কোমল দেহ কিরীট, হার, কেয়ূরাদি ভূষণে ভূষিত; আর, তুমি সতত উজ্জ্বল-সম্মোহন রত্ন-খচিত জ্যোতিষ্মান্ শোভনীয় দিব্য-সিংহাসনে সতত সমাসীন; তাহাতে আবার তুমি সতত বিশ্ব-প্রসবিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মায়া শক্তি-সঙ্গত; অতএব, তুমি কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল মহাপ্রভ;—তোমাকে নমস্কার।' তুমি আদি, মধ্য ও অন্তহীন হইয়াও, একমাত্র নিজ মায়াগুণে গুণবান্ হইয়া, এই ভূরাদি—সত্যান্ত লোক-সমূহের সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছ; কিন্তু, তাহা হইলেও, তুমি নির্লিপ্ত—নিজ মায়াগুণে কদাপি লিপ্ত হও না। কারণ, তুমি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ সতত নিজানন্দে মগ্ন আছ। তুমি শরণাগত নিজ ভক্তগণকে চির-শান্তিময়ী মুক্তি-প্রদানে সমুদ্যত হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তম প্রভৃতি গুণসকলে সংবৃত হও এবং দেব, দানব, মানব,—মীন, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া, বিবিধ অবতারে লীলা প্রকাশ করিয়া থাক। কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশপ্রবুদ্ধি জ্ঞানিজনই, তোমার অপার-লীলা, অপার-মহিমা ও অনন্ত শক্তি এবং নিত্য-নিরঞ্জন সত্য-সনাতন চিন্ময়-স্বরূপ অবগত আছেন। তুমি স্বীয় মহতী ইচ্ছায় স্বাংশে অর্থাৎ নিজ অংশে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি রূপে ভূরাদি লোকসকল বিধান করিয়া, তাহার অধোদেশে অবস্থিত ফণি-মণি-বিভূষিত ফণিরাজ-রূপে তাহা ধারণ করিতেছ;—জীব-জগতের উজ্জ্বল সম্মোহন প্রভাময় চন্দ্র, জ্যোতিষ্মান্ বিভাকর

সূর্য্য,—জগজ্জীবন বায়ু,—জগজ্জীবন-রক্ষক ওষধী ও জগজ্জীবন-পালক মেঘ ;—এই সকল প্রজাপতি-রূপে নানা প্রকারে,—এই জগতের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে ব্যাপ্ত হইয়া, সতত জগৎ রক্ষা করিতেছ। তুমিই এই জীব-জগতে বৈশ্বানর অগ্নি-রূপে প্রাণিগণের প্রাণাধার-রূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থিতি করিয়া, নানাবিধ অন্ন, প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সাহায্যে নিরন্তর পাক করিতেছ ; এইরূপে একমাত্র তুমিই নিখিল জগৎ পালন করিয়া থাক। হে ঈশ্বর! এই জগতে উজ্জ্বল সম্মোহন চন্দ্রে, জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যে ও প্রদীপ্ত অগ্নির মধ্যে যে তেজঃ দৃষ্ট হইতেছে, সেই সকলেও একমাত্র তুমিই বিদ্যমান আছ ; তোমারই তেজে তাহারা তেজীয়ান্ হইয়াছে এবং স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর নিখিল শরীরীগণের—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও মানস প্রভৃতি পঞ্চবিধ শরীরমধ্যে যে চৈতন্য ও প্রাণিগণের শৌর্য্য, ধৈর্য্য, ও আয়ুঃ প্রভৃতি, তাহাতেও তোমার সত্তা বিদ্যমান ;—তোমার সত্তাই এতদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। হে ঈশ্বর! ভেদশূন্য একমাত্র নিশ্চিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই তুমি ;—তুমিই সৃষ্টিকুশল ব্রহ্মা, জগৎপাতা বিষ্ণু, জগদ্ধর্ত্তা মহেশ্বর ;—কাল, কর্ম্ম, স্বভাব,—চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি,—মেঘ, বায়ু, ওষধি ;—এই সকল রূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপবাদী-দিগের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রতিভাত হইতেছ। যেমন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদে,—পুরাণ-উপপুরাণ সংহিতায় ও ভূরাদি—সত্যান্ত লোকে প্রসিদ্ধ আছে যে,—

মৎস্যাদিরূপেণ যথা ত্বমেকঃ,
শ্রুতৌ পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধঃ।
তথৈব সর্ব্বং সদসদ্বিভাগ-
স্ত্বমেব নান্যদ্ভবতো বিভাতি॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা।৫

এই ভূতধাত্রী সুবিশাল ধরিত্রীতে একমাত্র তুমিই মীন-কূর্ম্ম-বরাহাদি অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্যময় বিচিত্র বিচিত্র অবতার-রূপে অলৌকিক অসাধারণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, লীলাবিলাস করিয়া থাক; সেই সকল অনির্ব্বচনীয় অবতার-রূপ অসাধারণ মূর্ত্তি,—'সৎ' অর্থাৎ সত্য-সনাতন নিত্য-নিরঞ্জন চিন্ময় ব্রহ্ম এবং 'অসৎ' অর্থাৎ অনিত্য-অসার-জড়পিণ্ড পঞ্চভূতাত্মক মৃন্ময় জগদ্রূপে প্রতীয়মান একমাত্র তুমিই সমস্ত-রূপে বিদ্যমান আছ;—তোমা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ তুমি ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই বিরাট্-বপু বিশ্বে স্থাবর-জঙ্গমাদি অনন্ত সৃষ্টিতে, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহা উৎপন্ন হইবে এবং যাহা বর্ত্তমান আছে;—তন্মধ্যে তোমা ছাড়া কিছুই নয়নগোচর হইতেছে না। অতএব, একমাত্র তুমিই পরাৎপর পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম। কিন্তু, এই ত্রিভুবনাত্মক জীব-জগতে,—"পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ" জীবকুল মোহময়ী প্রমাদ-মদিরা পান করিয়া, তোমার সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অত্যাশ্চর্য্যময়ী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া, অচেতন অবস্থায় নিদ্রিত রহিয়াছে; অতএব, সেই মোহময়ী প্রমাদ-মদিরা পানে অচেতন জীবগণ, পরমাত্মা-রূপী দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব তোমাকে অবগত নহে; যেহেতু তুমি অবিদ্যান্ধ জীবের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব-স্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম। অধিক কি,—

ব্রহ্মাদয়স্তে ন বিদুঃ স্বরূপং,
চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ।
ততো বুধস্ত্বামিদমেব রূপং,
ভক্ত্যাভজন্মুক্তিমুপৈত্যদুঃখঃ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা।১৫

এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র,—আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান নর-সঙ্কুল মরলোকের তাপ-জ্বালায় মুহ্যমান হইয়া, যাহারা তোমার চির-ভৃত্য নিত্য-কিঙ্কর চিরানুগত ভক্তিমান্ ভক্তবৃন্দের কায়-মনোবাক্য দ্বারা সেবা করিয়া, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল শরীরের পাপ-পঙ্ক বিধৌত করতঃ শরীরকে পরিশুদ্ধ করিয়া, দেবভাবে গঠিত করিয়াছে;—বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়াসক্ত চিত্তের বিষয়-কর্দ্দম প্রক্ষালনকরতঃ চিত্তকে শুদ্ধ-স্বচ্ছ পবিত্র-নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে এবং সত্যপূত ভাষণ দ্বারা বাক্যকে সংযত করিয়াছে; একমাত্র সেই; নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জিতেন্দ্রিয় নির্ম্মল-চিত্ত জনগণই তোমার দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বর-তত্ত্ব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে; অন্যে নহে। এমন কি, এই ভূরাদি সত্যান্ত বিশ্বের বাহ্য-বিষয়ে আসক্ত-চিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার দুর্জ্ঞেয় চিন্ময় আত্ম-তত্ত্ব অবগত নহেন। এই নিমিত্ত, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য কুশাগ্রবুদ্ধি বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ, ঐকান্তিকী ভক্তি-সহকারে তোমার এই পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর ভুবন পাবন চিন্ময় রূপেরই ভজনা করিতে করিতে, ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাদি নিখিল দুঃখ-শূন্য হইয়া, অন্তিমে চিরশান্তিময়ী মুক্তি লাভ করেন। অধিক আর কি কহিব? আমি সতত তোমার আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভুবনপাবন চির-মধুর নাম-কীর্ত্তন করিয়া, কৃতার্থ হইয়া, জগন্মোহিনী ভব-সন্তাপহারিণী ভবানীর সহিত নিরন্তর সর্ব্বজীবের মোক্ষপ্রদ কাশীধামে বাস করি। আর, তথায় যাহাদের আয়ু-বায়ু ফুরাইয়া গিয়াছে,—দিন যাহাদের ঘনাইয়া আসিয়াছে,—পরকাল যাহাদের কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে; মহাকালের দূত যাহাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া বিকট অট্টহাসি হাসিতেছে;—

যাহারা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে জীবনাবসান-দৃশ্যের শেষ-যবনিকায়,- জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জলীর পূত-ক্রোড়ে শায়িত হইয়া, বিষম-ব্যাধির বৃশ্চিক-দংশনে সতত কাতর হইয়া. মৃত্যু শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছে; সেই মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে শান্তিময়ী মুক্তি দিবার জন্য, তোমার ভুবনপাবন চির-শান্তিময় চির-মধুর মোক্ষপ্রদ রামনাম মহামন্ত্র প্রদান করি। অতএব, হে প্রভো! আমার একান্ত প্রার্থনা—যাহারা এই কাশীধামে তোমার এই ভুবন পাবন চির-মধুর রামনাম নিত্য নিরন্তর কীর্ত্তন করিবে, তাহারা যেন তোমার অসীম কৃপায়,—তোমার অপার মহিমায়,—তোমার অমোঘ প্রসাদে, অন্তিমে সর্ব্বকাসনা হইতে মুক্ত হইয়া, চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—পরম-আনন্দ লাভ করিয়া, ভবদীয় নিত্যধামে গমন করে।' অতএব, মহাযোগী মহেশ্বর যাঁহার উপাসনায় সদা নিরত,—অনন্ত যাঁহার অন্ত না পায়,—যাঁহার রাঙ্গা পায় জীবে মোক্ষ পায়,—ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়,—দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়:—যিনি অনুপায়ের উপায়,—যিনি অসহায়ের সহায়,—যিনি অনাশ্রয়ের আশ্রয়,—যিনি অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী সকলকেই সমনির্ব্বিশেষে কর্ম্মফল প্রদান করেন; সেই সর্ব্বত্র সমদর্শী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে সাধারণ মানুষের সহিত তুলনা করিতে, বিকৃত-মস্তিষ্ক অন্ধ অজ্ঞ মূঢ় বৈ আর কে সাহসী হইবে? অতএব, হৃদয়ের সংশয়-রাশি অপসৃত করিয়া, এমন কি—সন্দেহের কালিমা-রেখা পর্য্যন্ত মুছিয়া, প্রাণের উল্লাসে ভক্তি-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে অম্লান-বদনে বল,- "পূর্ণব্রহ্ম সনাতনস্ত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ম্।"

অহো কি আশ্চর্য্য! "বেদাঃ পুরাণানি তথাগমাশ্চ, তথৈব নানাশ্রুতয়োঽথ শাস্ত্রম্" যাঁহার উদ্দাম মাহাত্ম্য,—অনন্ত মহিমা,—

অপার লীলা,—অসীম ক্ষমতার পরিচয় আপন আপন পত্রের প্রতি-ছত্রে অহর্নিশ প্রতিফলিত করিয়া, স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন;—আত্মজ্ঞান-পরায়ণ জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিক মীমাংসকগণ, বিবিধ আগমভেদে যাঁহার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া, মূকের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া পড়েন;—"নানাগমাচার্য্যমতপ্রভেদৈনিরূপ্যমাণো জগদেকবন্ধুঃ" যিনি এই বিশাল জগতে স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র বন্ধু,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" সাধন-জগতে, নানাবিধ আগমাচার্য্যগণের মতে, যিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল ভাষার শেষ-কথায়,—সকল ভাবনার শেষ-চিন্তায়, সকল সাধনার চরম-অবস্থায়,—সকল মীমাংসার শেষ-কথায়, "পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্" পরম বিষ্ণু পরমাত্মা নিত্য পরমার্থবস্তু বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকেন এবং যিনি বেদ-বাক্যে একমাত্র বেদ্য ও পরমাত্মা;—"বিহায় তং মূঢ়জনাঃ প্রমত্তা, রামং ন জানন্তি পরমাত্মরূপম্" প্রমাদবশতঃ অন্ধ অজ্ঞ মূঢ়গণ, সেই পরমাত্ম-মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে জানিতে পারে না! অবিদ্যান্ধ মূঢ়গণ, তাঁহার অপার মহিমা,—অনন্ত শক্তি,—অসীম ক্ষমতা ও অপার লীলার পরিচয় পাইয়াও, তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের উপাসনায় নিরত হইতেছে! অহো!—"যেনৈব সৃষ্টং বিধৃতঞ্চ যেন, যেন শ্রিতং যেন কৃতং সমগ্রম্" যিনি ভূরাদি—সত্যান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি সমগ্র বিশ্ব পালন করিতেছেন এবং যাঁহার আশ্রয়-রূপে আশ্রিত হইয়া, বিশ্ব-চরাচর নিরাপদে জীবিত থাকিয়া, অবাধে অবস্থান করিতেছে;—"অধিক কি,—"যস্যাংশভূতং হি জগৎকদাচিদ্বেদান্তবেদ্যঃ পরমাত্ম একঃ" এই জগৎ যাঁহার অংশরূপে

প্রতিভাত হইতেছে,—বেদান্ত-বাক্যে কদাচিৎ যিনি বেদ্য হইয়া থাকেন; তিনিই—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" সাক্ষাৎ পরাৎপর "পূর্ণব্রহ্ম সনাতনস্ত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ম্;"—এই সকল শাস্ত্রের সার ভাষা ও সকল সিদ্ধান্তের চরম কথা, জানিতে পারে না;—এমন কি, জানিবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করেনা! অহো! মোহের কি অপার মহিমা! মোহের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, মোহমুগ্ধ-মানব, সত্যকে মিথ্যা,—সৎকে অসৎ,—আলোককে অন্ধকার,—ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, পাপকে পুণ্য,—শুভকে অশুভ,—মঙ্গলকে অমঙ্গল,—কল্যাণকে অকল্যাণ,—জ্ঞানকে অজ্ঞান আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে, ব্রহ্মকে জীব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে,দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিরত হইয়া, প্রতিনিয়ত তর্ক-বিতর্ক, বাগ্-বিতণ্ডা করিয়া, পরিশেষে বাহুযুদ্ধে সকল তর্কের মীমাংসায়, কত যে তুমুল যুদ্ধ হত্যাকাণ্ড সংসাধন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

অতএব, হে নাস্তিক্যবুদ্ধি কূটতার্কিক মোহমুগ্ধ মানব! তুমি নিজ মানস-কণ্ডূয়ন ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কের ক্ষীণ অলীক কল্পনাবলে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে সংশয়-আবরণে আবৃত করিয়া, তাঁহার পরিপূর্ণত্বে সন্দিহান হইয়া, অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাকে মানুষ বলিয়া ধারণা করিয়া, তাঁহার মানব-সুলভ দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অপার লীলা ও অপার মহিমা দর্শন করিয়াও, তথাপি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করিতে প্রয়াস পাইতেছ? তাহাতে তাঁহার কিছু যায় আসে না;—"মুকুতারে যদি নাহি চিনে হে বানর, তাহাতে কমে কি কভু মুকুতার দর!" তুমি তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া না মানিতে পার;—তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার না করিতে পার; কিন্তু, এই মাটির মর্ত্ত্যভূমে যাঁহারা সরল-বিশ্বাসে,—"পূর্ণব্রহ্ম সনাতনস্ত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ম্" বলিয়া মানেন এবং

শুদ্ধান্তঃকরণে,—"দেহাদিসঙ্ঘাতাদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ" বলিয়া জানেন, তাঁহারা কিন্তু, অনায়াসে দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, ভব-তুফানে পরিত্রাণ পাইয়া,—"সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ" যথার্থ বিষয় অবগত হইয়া অন্তিমে চরম-সুখ,- চির-শান্তি,—পরম-আনন্দের লীলা-নিকেতন নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু, সেই সকল সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষদিগের সৌভাগ্যের কথা বলা বাহুল্য;—এই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত নরাবাস ধরাধামে,—এই পাপবিদ্ধ দোষাকর মর-জগতে

পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধনপরদারেষু সক্তো যদি স্যাদ্
নিত্যং স্নেহাদ্ভয়াদ্বা রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ।
ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশতজনিতানেকদোষৈর্বিমুক্তঃ,
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্।

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা।১১

এই পাপবিদ্ধ দোষাকর মর-জগতের দুরাচারী আজন্ম-পাপকারী পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত দুষ্কর্ম্মনিরত দুর্নীতি-পরায়ণ দুরাত্মা হইয়া,—পরক্ষেত্র পরদার ও পরধনাপহরণ করিয়া, পরধর্ম্মাবলম্বী হইয়া,—সতত পরচ্ছিদ্র, পরগ্লানি ও পরপীড়নে নিরত থাকিয়া,—পরশ্রীকাতর হইয়া, সতত পরপীড়ন করিয়া, পরান্তকই হউক; মোটের উপর- সর্ব্বদোষযুক্ত পাপিষ্ঠই হউক, পাপকর্ম্ম পরিহার করিয়া, প্রীতিবশতঃ বা ভয়ক্রমেও যদি নিরন্তর পতিত পাবন ভগবান্ রঘুকুলতিলক রঘুকুলসূর্য্য ভুবনপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে ভাবনা করিতে করিতে, প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে এই পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত,—অনিত্য অসার জড়পিণ্ড পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ত্যাগ করে; তাহা হইলে, সেই পাপবিদ্ধ পাপিষ্ঠও তাহার আজন্ম-সঞ্চিত

লব্ধ-সম্পত্তি অনন্ত পাপরাশি অচিরে ধ্বংস করিয়া, শুদ্ধ-স্বচ্ছ পবিত্র নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া, শত শত জন্মার্জ্জিত নানা দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, তৎক্ষণাৎ রামরূপী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিয়ান্ চরম-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দের লীলা-নিকেতন নিত্যধাম বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। অতএব,—

যৎপাদপঙ্কজপরাগসুরাগযোগি—
বৃন্দৈর্জ্জিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রৈঃ।
যন্নামকীর্ত্তনপরাজিতদুঃশোকা
দেবাস্তমেব শরণং সততং প্রপদ্যে॥
অধ্যাত্মরামায়ণ। আদি।৬

যোগিজনে যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে—ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া,—দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া,—দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া,—নির্লিপ্তচিত্ত হইয়া, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, যাঁহার চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ সজীব-সুন্দর চির-মধুর কমনীয় মূর্ত্তির ধ্যানে সতত নিরতহইয়া, যাঁহার বজ্রধ্বজাঙ্কিত চির-সুন্দর চির-মধুর রসময় শ্রীচরণকমল-পরাগে আত্যন্তিক অনুরাগবশতঃ দুরতিক্রম্য কালচক্র জয় করিয়া—এই আধি ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান, ভয়ের নিধান, আত্যন্তিক ভব-ভয় দূর করিয়াছেন;—যাঁহার ভুবন-পাবন চির-মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়া, প্রদীপ্ত অপাপ-বিদ্ধ দেবারাধ্য লোকের দেবগণ অনন্ত দুঃখ-সাগর ও শোকার্ণব হইতে চিরস্থায়ী মুক্তি পাইয়াছেন, আমি সেই জন্ম-জরান্তকাদি ভয়াপহারী যোগিধ্যেয় আরাধ্য-রতন সত্য-সনাতন পতিত-পাবন পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রেরই শরণাগত হইলাম।

—•—

গঙ্গোত্তরী নিবাসী

শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত গ্রন্থমালা।

১। সুগম সাধন-পন্থা—১ম খণ্ড মূল্য ৩৲

২। ঐ —২য় খণ্ড মূল্য ১৷৷০

৩। ঐ ৩য় খণ্ড—মূল্য ৩৲

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম পূজনীয় সিদ্ধযোগী প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজ লিখিয়াছেন—"সুন্দর গ্রন্থ, ভাব ভাষা চমৎকার। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ সাধক ও পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্র সম্মত যে পথ তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সংসার দীর্ঘপথ ভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত যে কেহ এই পথ অবলম্বন করিবেন তিনি অবশ্যই শান্তিলাভে সমর্থ হইবেন।"

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম-এ ; পি-এইচ-ডি; ডি-লিট ; মহোদয়ের অভিমত—"মনের আনন্দে আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি। মনে হইল, জীবন ভরিয়া পড়িবার মত গ্রন্থ। ...গ্রন্থকার স্বামিজী একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ গ্রন্থখানি তাঁহার সাধনলব্ধ পরম সম্পদ। ...লেখার মধ্যে লেখককে জীবন্ত দেখা যায়। যাঁহারা সাধন পথের পথিক এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা পরম উপকৃত ও কৃতকৃতার্থ হইবেন। সার্থকতপা স্বামিজীর করুণাশীষে সাধন সরণি সুগম হইয়া উঠিবে।"

৪। পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা ১ম খণ্ড মূল্য ১৷০ এই পুস্তকের প্রস্তাবনায় শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজ লিখিয়াছেন,—"সেই হিমালয় গঙ্গোত্তরী নিবাসী মহাপুরুষ তাপিত জীবকুলের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া সুগম সাধন-পন্থা, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সূত্রম্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার সাধন যেমন অলৌকিক শাস্ত্রজ্ঞানও তদ্রূপ অসাধারণ, গঙ্গাস্রোতের মত ভাবার প্রবাহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ...এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নাস্তিক আস্তিক হইবেন, আস্তিক ব্যক্তিও দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করত জীবনকে ভজনময় করিয়া ফেলিবেন। এ অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন যে জগদ্‌বাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি।"

৪। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—মূল্য ।৵০ ৬। স্বধর্ম্ম—মূল্য ৶০।
৭। পরলোক বা জন্মান্তর—মূল্য ৵০ ৮। চৌরাষ্টকম্—মূল্য ⁄০ ৯। বেদসার বিষ্ণুস্তোত্রম্—মূল্য—৵০
১০। গুরুস্তোত্রাষ্টকম্—মূল্য ⁄০ ১১। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সূত্রম্ মূল্য ।০ ১২। তপস্যা—৶০ ১৩। ভগবত্তুষ্টি লাভের উপায় ও উপাসনা—।০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রী শ্রীপতি চরণ দাস, পাহাড়ীপুর, মেদিনীপুর।
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।